اصلاح النسوان

بالاحاديث والقران

ইছলাহুন নিসওয়ান

কুরআন ও হাদীসের আলোকে

[মাতৃজাতির সংশোধন]

সংযোজিত আরও একটি পুস্তিকা

ইসলাহুন নিসা

মূল ঃ হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দেদুল মিল্লাত

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রাহঃ)

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনীর
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংগৃহীত

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী

৫৯ চকবাজার, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা।

সূচীপত্র

ইছলাহুন নিসওয়ান

প্রথম পরিচ্ছেদ
পবিত্র কুরআনের আলোকে
মাতৃজাতির সংশোধন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
হাদীসের আলোকে
মাতৃজাতির সংশোধন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
জিহ্বা ও গুপ্তাঙ্গের হেফাযত সম্পর্কীয় চল্লিশ হাদীস

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
সামাজিক আচরণের আলোকে মাতৃজাতির সংশোধন

ইসলাহুন নিসা

প্রথম পরিচ্ছেদ

পবিত্র কুরআনের আলোকে মাতৃজাতির সংশোধন

উত্তম ও পবিত্র জীবনলাভের উপায়

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

তরজমা ঃ যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেব যা তারা করত। (সূরা নাহ্‌ল)

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে ঈমানদার নেককারদের উত্তম ও পবিত্র জীবন দানের ঘোষণা করা হয়েছে। নেককার তো তারাই যারা নেক আমল করে। তবে কোন ধরনের নেক আমলই আল্লাহর দরবারে ঈমান ব্যতীত কবূল হয় না। কেননা আমলের প্রাণ হলো—ঈমান। প্রাণবিহীন দেহ যেমন অকেজো; ঈমানবিহীন নেক আমলও আল্লাহর নিকট তদ্রূপ অকেজো।

দ্বিতীয়তঃ জীবন সাধনার সাফল্য নির্ভর করে ঈমান এবং নেক আমলের উপর। আমল যদি আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় হয় তাহলে উহার মূল্য তাঁর নিকট অপরিসীম। আলোচ্য আয়াতে যে কথাটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয় তাহলো—"জীবন সাধনার সাফল্য বিবেচনায় নর ও নারী উভয়ের মর্যাদাই সমান।" পুরুষ হোক কিংবা নারী যে কেউ মুমেন অবস্থায় নেককাজ করবে কুরআনে কারীমের দৃষ্টিতে আল্লাহর দরবারে তার পুরস্কার সুনিশ্চিত।

ঈমান থাকার শর্ত এজন্য করা হয়েছে যে, কাফের ব্যক্তি যত নেক কাজই করুক সে কখনও কোন বিনিময় ও সওয়াবের অধিকারী হতে পারবে না। কারণ আল্লাহ পাকের নিকট সওয়াব নির্ভর করে ইখলাস বা আন্তরিকতার উপর, কিন্তু কাফেরের নেক কাজের মধ্যে (একমাত্র আল্লাহর জন্যই করার) সেই ইখলাস পাওয়া যায়না।

হায়াতে তাইয়্যেবা বা উত্তম জীবন কি?

আয়াতে কারীমায় حَيٰوةً طَيِّبَةً (হায়াতে তাইয়্যেবা) দ্বারা হালাল রিযিক বা কানাআত (অল্পে তুষ্ট) বুঝানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই হায়াতে তাইয়্যেবা বলতে কি বুঝানো হয়েছে সে সম্পর্কে মুফাসসিরীনগণ নিম্মোক্ত মতামত ব্যক্ত করেন—

* আল্লাহ তা'আলার অনুগত জীবন হলো উত্তম জীবন।
* পবিত্র ও স্বচ্ছ জীবনই হলো উত্তম জীবন।
* দুনিয়ার পবিত্র ও আনন্দময় জীবন হলো উত্তম জীবন।

ঈমানদার নারীদের প্রতি
পবিত্র কুরআনের বিশেষ নির্দেশ

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ص وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ
اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ

اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ
اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ
اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ص وَلَا يَضْرِبْنَ
بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ط وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ
جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

তরজমা ঃ ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (সূরা নূর)

তাফসীর ঃ আর (এইরূপে) মুসলমান স্ত্রীলোকদিগকে বলে দিন, যেন তারা স্বীয় দৃষ্টি নিম্নগামী রাখে। (অর্থাৎ নিষিদ্ধ অঙ্গগুলোর প্রতি যেন মোটেই দৃষ্টি না রাখে এবং কামভাব নিয়ে দৃষ্টি করা নিষিদ্ধ অঙ্গগুলোর প্রতি যেন কামভাবের সাথে দৃষ্টি না দেয়) আর নিজ

নিজ লজ্জাস্থানসমূহের হেফাযত করে। (অর্থাৎ নিষিদ্ধ স্থানসমূহে কামভাব চরিতার্থ না করে। যিনা এবং দুই নারীর পরস্পর ঘর্ষণ এর অন্তর্ভুক্ত।) আর স্বীয় অলংকারের স্থানসমূহ প্রকাশ না করে 'যীনত' বলতে এখানে অলংকারসমূহ যথা— বালা, চুড়ি, খাড়ু, বাজুবন্দ, হার, ঝুমকা, বালি ইত্যাদি যাবতীয় অলংকার বুঝানো হয়েছে। আর ব্যবহারের স্থান বলতে হাত, পা, বাহু, গলা, বুক, কান ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে।

মোটকথা, স্বামী ছাড়া অন্যান্য মাহরাম বা গায়রে মাহরাম সকলের চক্ষু থেকেই এ অঙ্গগুলো ঢেকে রাখবে। কেবলমাত্র সম্মুখের দিকে যে দুটো অঙ্গ খোলা থাকে সেগুলো ছাড়া। আর যখন পরপুরুষের চক্ষু হতে সেই অঙ্গগুলোকে আবৃত ওয়াজিব যা পরবর্তী বর্ণনা অনুযায়ী মাহরামগণের সম্মুখে মুক্ত রাখা জায়েয। সুতরাং অবশিষ্ট অন্যান্য স্থান ও অঙ্গ যথা—পিট, পেট ইত্যাদি যা মাহরামগণের সামনেও খোলা রাখা জায়েয নয় তা আয়াতের মর্মানুসারে পরপুরুষের সম্মুখেও ঢেকে রাখা ওয়াজিব।

ফলকথা হলো, স্ত্রীলোকগণ তার শরীর আপদমস্তক ঢেকে রাখবে। কেবল সেই (অলংকারের) স্থানসমূহ ব্যতীত যা সাধারণত খোলাই থাকে—তা খোলা রাখতে পারবে যা সর্বক্ষণ ঢেকে রাখলে ক্ষতি হয়। বিশুদ্ধ মতে উক্ত স্থানগুলোর দ্বারা মুখমণ্ডল, দুই হাত এবং দুই পায়ের পাতাই বুঝানো হয়েছে। (কেননা এগুলোর মধ্যে মুখমণ্ডল তো সৃষ্টিকর্তার শক্তির নিদর্শন রূপে স্বভাবতই সে সৌন্দর্যের কেন্দ্র, তদুপরি সময় সময় তাতে স্নো-পাউডার ইত্যাদি দ্বারা ইচ্ছাপূর্বক কিছু সুন্দর করা হয়ে থাকে। আর হাতের পাতা এবং অঙ্গুলি আংটি ও মেহেদি লাগাবার স্থান, পায়ের পাতাও মেন্দি ও

আংটি লাগাবার স্থান। কিন্তু এ অঙ্গগুলো অলংকার বা সাজসজ্জার স্থান হলেও আদান-প্রদান এবং দেখার জন্য উন্মুক্ত রাখার প্রয়োজন আছে বলে পর্দার আদেশ থেকে বাদ রাখা হয়েছে। হাদীস শরীফে এই আয়াতের مَا ظَهَرَ শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে মুখ ও হাতের পাতা। আর বিশেষ ভাবে মাথা ও বক্ষ আবৃত রাখার প্রতি অতিশয় গুরুত্ব প্রদান করবে। মস্তক আবৃত রাখার জন্য ব্যবহৃত চাদর মাথা ঢেকে এনে বক্ষের উপর কোলে রাখবে যদিও কামীছ বা জামা দ্বারা বক্ষ আবৃত হয়ে যায় কিন্তু অধিকাংশ কামীছেরই সম্মুখের দিকে গলা কাটা ও উন্মুক্ত থাকে। সুতরাং সতর্কতার প্রয়োজন আছে। তবে স্বীয় সাজ সজ্জা ও অলংকারাদি স্বামী, পিতা, আপন শ্বশুর, সন্তানাদি, সহোদর ও সৎভাই, ভাইপুত্র, বোনপুত্র, অবুঝ শিশু বাচ্চা, মুসলমান স্ত্রীলোকের সামনে প্রকাশ করা জায়েয। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, ক্রীতদাসী, ফেরিওয়ালী, বাইদানী, গাইন ও হিজড়া বেগানা পুরুষের হুকুম রাখে বিধায় এদের সম্মুখে সাজ সজ্জা অলংকারাদী ও এসবের স্থানসমূহ প্রদর্শন করা জায়েয নয়।

মহিলারা হাটার সময় এমন সতর্ক থাকবে যে, নিজের পা যেন জমীনের উপর সশব্দে না ফেলে যাতে তার আবৃত অলংকার প্রকাশ পেয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। আর অগত্যা এসবের মধ্যে কখনো এ-টি হয়ে গেলে অনতিবিলম্বে আল্লাহর নিকট তাওবা করা উচিত।

মাসআলা ঃ ইচ্ছাপূর্বক কামভাবের সহিত কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে কাহারো প্রতি দৃষ্টি করা জায়েয নয়। কামভাব ব্যতীত দৃষ্টি করা সম্পর্কে মতভেদ আছে।

এক স্ত্রীলোক অপর স্ত্রীলোকের নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত স্থান

ব্যতীত অপরাপর অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি করতে পারে।

মাসআলা ঃ বিধর্মিনী স্ত্রীলোকদের থেকে পর্দা করা ওয়াজিব

মাসআলা ঃ যে সকল অলংকারের শব্দ হয় তা দুই প্রকার। প্রথম প্রকার হচ্ছে যা স্বয়ং বাজে; যেমন ঃ ঘুঙ্গুর এবং বাজনাদার নুপুর। এগুলো পরিধান করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয় প্রকার হল যা স্বয়ং বাজেনা কিন্তু অন্য বস্তুর সহিত কিংবা পরস্পর ঘর্ষণ লাগলে শব্দ হয় যেমন পায়ের ছবরা বা যাড়া, সেগুলো ব্যবহার করা জায়েয তবে বেগানা পুরুষের আকৃষ্ট হওয়ার জন্য জোরে জোরে পা ফেলে শব্দ করা জায়েয নয়। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, যখন অলংকারের শব্দ গোপন রাখার জন্য এত সতর্ক করা হয়েছে তখন অলংকার পরিধানকারিনীর শব্দকে গোপন করার প্রয়োজনীয়তা কেনই বা হবে না? কেননা তাতেও অনেক সময় ফেতনা সৃষ্টি হয় এবং পরপুরুষের আকর্ষণের কারণ হয়।

মহিলারা গৃহাভ্যন্তরেই অবস্থান করবে

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَآتِينَ الزَّكٰوةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ط إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٥

তরজমা ঃ তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে—মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে। হে

নবী পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ তা'আলা কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে।

তাফসীর ঃ পূর্বের আয়াতে মেয়েদের কথাবার্তা সম্বন্ধীয় আলোচনা হয়েছে যে, পরপুরুষের সাথে বিশেষ প্রয়োজনে কথাবার্তা বলাকালে যাতে কোমলতা অবলম্বন না করা হয়। যাতে অন্তরে কুবাসনাপূর্ণ ব্যক্তিরা আকর্ষণের কোন সুযোগ গ্রহণ করতে না পারে। এটা হল কথাবার্তার দিক থেকে পর্দা রক্ষার একটি পদ্ধতি। আর উপরোক্ত আয়াতে পর্দা রক্ষা সম্পর্কীয় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলতে গিয়ে বলা হচ্ছে যে, হে মহিলাগণ! তোমরা তোমাদের গৃহাভ্যন্তরে স্থিরভাবে অবস্থান কর। অর্থাৎ শুধুমাত্র বস্ত্রদ্বারা দেহ আবৃত করে বা জড়িয়ে রেখে পর্দা করাকেই যথেষ্ট মনে করো না। বরং এরূপ পর্দা কর যেন পোশাক-পরিচ্ছদসহ তোমাদের দেহ কারো দৃষ্টিগোচর না হয়। তোমরা পুরাতন অজ্ঞ যুগের প্রথা অনুযায়ী বেপর্দা চলাফেরা করো না। কেননা সে যুগে পর্দাহীনতার প্রচলন ছিল। অবশ্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে শরীরাবৃত অবস্থায় ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি আছে।

আল্লাহ তা'আলা পর্দা রক্ষার পাশাপাশি আরো দুটো নির্দেশ দিচ্ছেন অর্থাৎ তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত প্রদান করবে যদি নেসাবের মালিক হও। কেননা উভয়টিই ইসলামের বিশিষ্ট রুকন। তাই এ দুটোকে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া আরো অন্যান্য যেসব হুকুম আহকাম রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসূলের কথা মেনে চল।

উপরোক্ত আলোচনায় নারীদেরকে পাপ-পঙ্কিলতা, বাহ্যিক ও

আভ্যন্তরীন এবং চরিত্রগত দিক থেকে পবিত্র করণার্থে বিশেষ দুটো হেদায়েত করা হয়েছে। এক হলো— মহিলারা আপন আপন কথাবার্তা ও সুরভঙ্গী প্রকাশে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। দ্বিতীয়তঃ তারা গৃহে অবস্থান করবে। জাহেলিয়াত যুগের নারীদের ন্যায় দেহ সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে ঘোরাফেরা করবে না। এখানে পূর্ববর্তী জাহেলি যুগ দ্বারা ইসলামপূর্ব অন্ধযুগকে বোঝানো হয়েছে যা বিশ্বের সর্বত্র বিরাজমান ছিল। এর মাঝে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, পরবর্তীতে আবার অপর কোন অজ্ঞতার প্রাদুর্ভাব ঘটতেও পারে, সে সময় এই প্রকার নির্লজ্জতা ও পর্দা হীনতা বিস্তার লাভ করবে। সেটা সম্ভবতঃ এ যুগের অজ্ঞতাই যা অধুনা বিশ্বের সর্বত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে।

এ আলোচনায় পর্দা সম্পর্কীত দুটি বিষয় জানা গেল ঃ

প্রথমতঃ আল্লাহ পাকের নিকট নারীদের বাড়ী থেকে বের না হওয়াই কাম্য—গৃহকর্ম সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে; সুতরাং এতেই তারা পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করবে। বস্তুতঃ শরীয়ত কাম্য আসল পর্দা হলো গৃহের অভ্যন্তরে অনুসৃত পর্দা।

দ্বিতীয়তঃ এ কথাও জানা গেছে যে, শরয়ী প্রয়োজনের তাকিদে যদি নারীকে বাড়ী থেকে বের হতে হয়, তবে যেন সৌন্দর্য ও দেহ সৌষ্ঠব প্রদর্শন না করে বের হয় ; বরং বোরকা বা গোটা শরীর আবৃত করে ফেলে এমন চাদর ব্যবহার করে বের হয়।

আয়াতের শেষাংশে মহিলাদের প্রতি আরো তিনটি হেদায়েত অর্থাৎ নামায প্রতিষ্ঠা, যাকাত আদায় ও আল্লাহ ও রাসূলের অনুসরণ করার কথা উল্লেখ হয়েছে।

যিকিরকারিনীগণই সর্বোচ্চ প্রতিদান লাভ করবে

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَٰتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ وَالْقَٰنِتِينَ وَالْقَٰنِتَٰتِ وَالصَّٰدِقِينَ وَالصَّٰدِقَٰتِ وَالصَّٰبِرِينَ وَالصَّٰبِرَٰتِ وَالْخَٰشِعِينَ وَالْخَٰشِعَٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَٰتِ وَالصَّٰٓئِمِينَ وَالصَّٰٓئِمَٰتِ وَالْحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَٰفِظَٰتِ وَالذَّٰكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝

তরজমা ঃ নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারী নারী—তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

তাফসীর ঃ যদিও নারী পুরুষ উভয়েই কুরআন পাকের সাধারণ নির্দেশাবলীর আওতাধীন কিন্তু সাধারণতঃ সম্বোধন করা হয়েছে পুরুষদেরকে। আর নারী জাতি পরোক্ষভাবে এর অন্তর্গত। সর্বত্র শব্দ সমষ্টি ব্যবহার করে আনুষঙ্গিক ভাবে নারীদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে এ ইঙ্গিতই রয়েছে যে, নারীদের সকল বিষয়ই প্রচ্ছন্ন ও গোপনীয় এর মধ্যেই তাদের মান মর্যাদা নিহিত।

কুরআন কারীমের এহেন প্রকাশভঙ্গী যদিও এক বিশেষ প্রজ্ঞা যৌক্তিকতা ও মঙ্গলের ভিত্তিতেই অনুসৃত হয়েছিল। কিন্তু এ

পরিপ্রেক্ষিতে নারীগণের হীনমন্যতা বোধের উদ্রেক হওয়া একান্ত স্বভাবিক ছিল। তাই বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে এমন বহু রেওয়ায়েত রয়েছে যাতে নারীগণ রাসূলুল্লাহর (সাঃ) নিকট এ মর্মে আরয করেছে যে, আমরা দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ পাক কুরআন পাকের সর্বত্র পুরুষদেরই উল্লেখ করেছেন ও তাদেরই সম্বোধন করেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, আমাদের (নারীদের) মাঝে কোন প্রকারের পুণ্য ও কল্যাণই নিহিত নেই। সুতরাং আমাদের কোন প্রকার ইবাদতই গ্রহণযোগ্য নয় বলে আশংকা হচ্ছে।

উল্লেখিত আয়াতসমূহে নারীদেরকে স্বস্তি ও সান্ত্বনা প্রদান এবং তাদের আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলী সংশ্লিষ্ট বিশেষ আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক সমীপে মান-মর্যাদা ও তাঁর নৈকট্য লাভের ভিত্তি হলো সৎ কার্যাবলী, আল্লাহর আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার। এক্ষেত্রে নারী পুরুষের সাথে কোন ভেদাভেদ নেই।

কুরআন শরীফের বিভিন্নস্থানে অধিক পরিমাণে যিকির করার নির্দেশ ও আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও বেশী পরিমাণ যিকির করা সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে; অথচ অন্য ইবাদতের ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে করা শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। এর কারণ ও তাৎপর্য সম্ভবতঃ এটাই যে,প্রথমতঃ আল্লাহর যিকির সকল ইবাদতের প্রকৃত রূহ। হযরত মাআয বিন আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করল যে, মুজাহিদগণের মাঝে সর্বাধিক প্রতিদান ও সওয়াবের অধিকারী কে হবে? তিনি বললেন, যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহর যিকিরকারী। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন যে, রোযাদারদের মধ্যে সর্বোচ্চ সওয়াবের

অধিকারীকে হবে? তিনি বললেন, যে আল্লাহর যিকির সবচেয়ে বেশী করবে। এরূপ ভাবে নামায যাকাত হজ্জ সদকা প্রভৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি প্রতিবার এ উত্তরই দিলেন যে, যে ব্যক্তি সর্বাধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করবে সেই সর্বোচ্চ প্রতিদান লাভ করবে।

দ্বিতীয়তঃ যাবতীয় ইবাদতের মধ্যে যিকিরই সহজতর। এটা আদায় করা সম্পর্কে শরীয়ত কোনপ্রকার শর্ত আরোপ করেনি। অযুসহ বা বিনা অযুতে উঠতে বসতে চলতে ফিরতে শুয়ায় বসায় সব সময় আল্লাহর যিকির করা যায়। এর জন্য মানুষের কোন পরিশ্রমও করতে হয় না। কোন অবসরেরও প্রয়োজন নেই। কিন্তু এর লাভ ও ফলশ্রুতি এত বেশী ও ব্যাপক যে, আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে পার্থিব কাজ কর্মও ইবাদতে রূপান্তরিত হয় যেমনখানা খাওয়ার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দুআ বাড়ী থেকে বের হওয়া ও ফিরে আসার দুআ কোন কারবারের সূচনা পর্বে ও শেষের দুআ, সফরে রওয়ানা হবার কালে ও সফর থেকে ফেরার শেষে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নির্দেশিত দুআ প্রভৃতির সারমর্ম এই যে, মুসলমান যেন কোন সময়েই আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে অমনোযোগী ও গাফেল হয়ে কোন কাজ না করে। আর তারা যদি সকল কাজ কর্মের এ নির্ধারিত দুআসমূহ পড়ে নেয় তবে পার্থিব কাজ-কর্ম সব দ্বীনও ইবাদতে পর্যবসিত হবে।

মহিলাদের ঘর হতে বের হওয়ার নিয়মাবলী

يَآ اَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ط ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

তরজমা ঃ হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ শরীয়ত স্বাধীন নারী ও দাসীদের পর্দার মধ্যে একটি পার্থক্য রেখেছে। স্বাধীন নারীরা তাদের মাহরাম ব্যক্তির সামনে যতটুকু পর্দা করে দাসীদের জন্যে গৃহের বাইরে ততটুকু পর্দা রাখা হয়েছে।উদাহরণতঃ দাসীদেরকে বাইরেও মুখমণ্ডল ইত্যাদি খোলার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কারণ মনীবের কাজ-কর্ম করাই দাসীর কর্তব্য এতে তাকে বার বার বাইরেও যেতে হয়। এমতাবস্থায় মুখমণ্ডল ও হাত আবৃত রাখা কঠিন ব্যাপার। স্বাধীন নারীরা কোন প্রয়োজনে বাইরে গেলেও বার বার যাওয়ার প্রয়োজন হয় না কাজেই পূর্ণ পর্দা পালন করা কঠিন কাজ নয়। তাই স্বাধীন নারীদেরকে আদেশ করা হয়েছে, তারা যেন লম্বা চাদর মাথার উপরে থেকে মুখমণ্ডলের সামনে লটকিয়ে নেয়,যাতে বেগানা পুরুষের দৃষ্টিতে মুখমণ্ডল না পড়ে। এর ফলে তাদের পর্দা পূর্ণাঙ্গ হয় এবং দাসীদের থেকে স্বাতন্ত্র্যও ফুটে উঠে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলা মুসলমান মহিলাদেরকে আদেশ করেছেন তারা যখন কোন প্রয়োজনে গৃহ থেকে বের হবে, তখন মাথার উপর দিক থেকে চাদর লটকিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলবে এবং পথ দেখার জন্য একটি চক্ষু খোলা রাখবে। (ইবনে কাসীর)

কুরআনে কারীমের এই আয়াতে পরিস্কার ভাবে মুখমণ্ডল আবৃত করার আদেশ ব্যক্ত করেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হাদীসের আলোকে মাতৃজাতির সংশোধন

চল্লিশ হাদীসের ফযীলত

مَنْ حَفِظَ عَلٰى اُمَّتِىْ اَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا فِىْ اَمْرِ دِيْنِهَا
بَعَثَهُ اللّٰهُ فَقِيْهًا وَكُنْتُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَّشَهِيْدًا

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের (ফায়েদার) জন্য চল্লিশটি হাদীস হেফাজত (সংরক্ষণ, প্রচার) করবে আল্লাহ তাআলা কিয়ামত দিবসে তাকে ফকীহ (জ্ঞানী) হিসাবে উঠাবেন এবং সেই ব্যক্তির জন্য আমি (হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুপারিশকারী এবং সাক্ষী হব। (মেশকাত শরীফ)

উপরোক্ত ফযীলতের প্রতি লক্ষ্য রেখে অনেকেই বিভিন্নভাবে চল্লিশ হাদীস উম্মতের সমীপে পেশ করেছেন, আমরাও এই ফযীলত লাভের উদ্দেশ্যে এখানে চরিত্র সম্পর্কীয় চল্লিশটি হাদীস পেশ করছি।

মহিলাদের সম্পর্কে ৪০টি হাদীস

١ - عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اَضْحٰى اَوْ فِطْرٍ اِلَى الْمُصَلّٰى فَمَرَّ عَلَى
النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَاِنِّىْ اُرِيْتُكُنَّ

أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ تُكْثِرْنَ
اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَ
دِيْنٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا
نُقْصَانُ دِيْنِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ
مِثْلُ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلٰى قَالَ فَذٰلِكِ مِنْ نُقْصَانِ
عَقْلِهَا قَالَ أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ

হাদীস-১ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন ঃ একবার বকরা 'ঈদ অথবা ঈদুল ফিতরের দিন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ঈদগাহে গেলেন এবং (উপস্থিত) মহিলাদের নিকট পৌছলেন। অতঃপর বললেন ঃ "হে নারী সমাজ! দান-খয়রাত কর। কেননা, আমাকে অবগত করান হয়েছে যে, দোজখের অধিকাংশ অধিবাসী তোমাদের নারী সমাজেরই হবে।" তারা বলল ঃ কোন্ অপরাধে ইয়া রাসুলাল্লাহ্! হুযুর উত্তর করলেন ঃ "তোমরা অন্যের প্রতি বেশী মাত্রায় লা'নত (অভিশাপ) করে থাক এবং স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক, যারা বুদ্ধি ও দীনদারীতে অপূর্ণ এমন কেউ যে বিচক্ষণ বুদ্ধিমান পুরুষের বুদ্ধি তোমাদের কোন একজন অপেক্ষা অধিক হরণ করতে পারে, তা আমি দেখি নাই। তারা বললঃ আমাদের দ্বীন ও বুদ্ধির অপূর্ণতা কি ইয়া রাসূলাল্লাহ্? হুযূর উত্তর করলেন ঃ "নারীদের সাক্ষ্য কি পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেকের সমান নহে? তারা উত্তর করল ঃ জ্বী হাঁ।" হুযূর বললেন ঃ "ইহা নারী-

بَلٰى قَالَ فَذٰلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِهَا - متفق عليه

বুদ্ধির অপূর্ণতা।" অতঃপর হুযূর জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তোমাদের কারো যখন মাসিক ঋতু হয় তখন যে, সে নামায রোযা করে না (করতে পারে না) ইহা কি সত্য নয়?" তারা উত্তর করল ঃ জ্বী হাঁ।" হুযূর বললেন ঃ "ইহা তাহাদের দ্বীনের অপূর্ণতা।" (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ 'লা'নত—অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক তাঁর কোন বান্দাকে তাঁর দরবার বা রহমত হতে দূর করে দেওয়া। ইহা শুধু কাফেরদের জন্যই হয়ে থাকে। মুসলমান কেন, কুরআন হাদীসে কাফের বলে উল্লেখ নাই এমন কোন নির্দিষ্ট অমুসলমান ব্যক্তির প্রতিও লা'নত করা জায়েয নহে। লা'নতের উপযুক্ত নহে এরূপ ব্যক্তির প্রতি লা'নত করা হলে সে লা'নত লানতকারীর প্রতিই ফিরে আসে বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। অথচ নারীরা অন্যের প্রতি লা'নত করতে বড়ই ওস্তাদ। 'তোর প্রতি খোদার লা'নত, 'আল্লাহ্‌র রহ্‌মত থেকে দূর হয়ে যা' ইত্যাদি কথা তারাই বেশীর ভাগ বলে থাকে। সুতরাং অধিকাংশ লা'নতই যে তাদের প্রতি ফিরে আসে এবং তাদের দোজখে যাওয়ার কারণ হয় তাতে সন্দেহ কি?

নারীদের দ্বীনের অপূর্ণতার কারণ 'ঋতু'। ইহা তাদের ক্ষমতাধীন কাজ নহে। ইহা দ্বারা এ কথাও বুঝা গেল যে, নারীগণ সৃষ্টিগতভাবে পুরুষের সমান নহে।

অপূর্ণ বুদ্ধি ঃ কুরআন ও হাদীসে নারীদের বুদ্ধি পুরুষদের অপেক্ষা কম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান এ সত্যকে আরো জাজ্জ্বল্যমান করে দিয়েছে। বিজ্ঞানের সর্ববাদীসম্মত মত এই যে, মানুষের পারস্পরিক বুদ্ধির তারতম্য তাদের মস্তিস্কের তারতম্যের উপর নির্ভর করে। একজন নির্বোধ বোকা লোকের মস্তিস্ক হতে একজন অতি বুদ্ধিমান লোকের মস্তিস্কের ওজন ঢের বেশী। এরূপে

পুরুষদের মস্তিষ্কের ওজন নারীদের তুলনায় গড়পড়তা অনেক বেশী। পুরুষদের মস্তিষ্কের সাধারণ ওজন ৪৯ উকিয়া (এক তোলা সাত মাশা পরিমাণ) আর নারীদের হচ্ছে ৪৪ উকিয়া।

"দুইশত আটাত্তর জন পুরুষের মগজ ওজন করে দেখা গিয়েছে যে, বড়মগজের ওজন ৬৫ উকিয়া এবং সর্বাপেক্ষা ছোট ওজনের মগজ হলো ৩৪ উকিয়া। পক্ষান্তরে দুইশত একানব্বই জন নারীর মগজ মেপে দেখা গিয়েছে যে, সর্বাপেক্ষা বড় মগজের ওজন ৫৪ উকিয়া এবং সর্বাপেক্ষা ছোট মগজের ওজন দাঁড়ায় ৩১ উকিয়া।

কেউ যদি মনে করেন যে, যুগ যুগ ধরে নারীদেরকে চলাফেরা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র থেকে বঞ্চিত রাখার ফলেই তাদের মস্তিষ্ক এবং দৈহিক অন্যান্য বিশিষ্ট যন্ত্রের দুর্বলতা দেখা দিয়েছে, তার উত্তরে বলা যেতে পারে যে, সকল অসভ্য জাতির মেয়েরা আবহমান কাল থেকে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে থাকে এবং যে জাতির নারী-পুরুষ উভয়ে সমানভাবে অসভ্য। পরীক্ষায় তাদের নারী-পুরুষের মস্তিষ্ক ও দৈহিক অন্যান্য বিশিষ্ট যন্ত্রের তারতম্য দেখা যায় কেন?

'মহিলাদের কাছে পৌঁছলেন' ঃ হুযূরের সময় নারীগণ অত্যন্ত সাদাসিধাভাবে চলতেন। তাঁরা শরীর ঢেকে ঈদ ও জুমআর জামাআতে হাজির হতেন এবং পুরুষদের থেকে পৃথক হয়ে বসতেন। তাঁদের শরীর ঢেকে ও পবিত্রতা রক্ষা করে চলার উপদেশ কুরআন শরীফে রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ "হে নবী, আপনার বিবিগণকে, আপনার মেয়েগণকে এবং মু'মিনদের স্ত্রীগণকে বলে দিন যে, তারা যেন নিজেদের (শরীরের) উপর চাদর টেনে দেয়।" (সূরা আহ্‌জাব)

অপর জায়গায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ "(হে নবী,) আপনি মুসলমান পুরুষদের বলে দিন, তারা যেন নিজেদের নজর (দৃষ্টি)

নত করে চলে এবং নিজেদের গুপ্তস্থানকে হেফাযত করে। ইহা তাদের পবিত্রতার পক্ষে উত্তম। তারা যা করে আল্লাহ্ তা'আলা তা নিশ্চয় জানেন। (এরূপে) আপনি মুসলমান মেয়েদের বলে দিন, তারাও যেন নিজেদের নজর নত করে চলে এবং নিজেদের গুপ্তস্থানকে হেফাযত করে। নিজেদের জীনতকে (শোভাকে) প্রকাশ না করে, কিন্তু যা স্বভাবতঃ খোলা থাকে (যথা—পায়ের পাতা, হাতের কব্জি ও মুখমণ্ডল) এবং নিজেদের উড়নী যেন নিজেদের ছিনার উপর দিয়ে রাখে। পরন্তু নিজেদের জীনতকে এ সকল মাহরাম ব্যক্তি ব্যতীত কারো নিকট প্রকাশ না করে ঃ নিজেদের স্বামী, নিজেদের বাপ, স্বামীদের বাপ, নিজেদের সন্তান, নিজেদের স্বামীদের সন্তান, নিজেদের ভাই, ভাইদের সন্তান, নিজেদের বোনদের সন্তান, নিজেদের নারীগণ (অর্থাৎ মুসলমান নারীগণ), নিজেদের অধীনা বাঁদী-দাসীগণ, নারী সম্পর্কে অনুভূতিহীন অধীন পুরুষগণ অথবা সে সকল ছেলে যারা মেয়েদের গুপ্তস্থান সম্পর্কে অবগত নহে। এতদ্ব্যতীত মেয়েরা যেন এমন জোরে পা না ফেলে যাতে তাদের গুপ্ত জীনাত প্রকাশিত হয়ে পড়ে। হে মু'মিনগণ। (এতে যদি তোমাদের কোনরূপ ত্রুটি হয়ে যায় তাহলে) সকলে মিলে আল্লাহর নিকট তওবা কর যাতে তোমরা কৃতকার্য হতে পার।" (সূরা নূর, ৩০ আয়াত)

হাদীসে রয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকদেরকে (আপন স্বামীর গৃহ ব্যতীত) সুগন্ধি ব্যবহার করতে এবং সূক্ষ্ম বস্ত্র পরতে নিষেধ করেছেন। (মেশকাত)

মোটকথা, তখনকার নারীগণ আল্লাহ্ ও রসুলের এ সকল নির্দেশ পালন করে চলতেন। অতএব, তাদেরকে জুমআ-জামাআত ও ঈদে হাজির হতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু হুযূরের পর যখন নারীদের

মধ্যে বিলাসিতা ও লজ্জাহীনতার ভাব দেখা দিল তখন উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন ঃ "নারীগণ (এখন সাজ–সজ্জার ব্যাপারে) যা উদ্ভাবন করেছে তা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যক্ষ করলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে মসজিদে (ও ঈদগাহে) যেতে নিষেধ করে দিতেন—যেমন বনী ইসরাঈলদের নারীদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল।" (মুসলিম)

অতঃপর মেয়েদেরকে ঈদ বা জুমুআর জামাআতে হাজির হতে খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলেই নিষেধ করে দেওয়া হয় এবং যুগে যুগে মুসলমানগণ একেই সঙ্গত বলে মনে করেন।

٢- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها واحصنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من اى ابواب الجنة شاءت - طبرانى

হাদীস-২ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে মহিলা (নিয়মিত) পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েছে, রমযান শরীফের রোযা রেখেছে নিজের গুপ্তস্থানের হিফাযত করেছে, (অর্থাৎ ব্যভিচার থেকে বিরত রয়েছে) স্বামীর আনুগত্য করেছে (তার কথা মেনে চলেছে) এমন মহিলা বেহেশতের যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে। (তাবরানী)

٣- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة ستران الزوج والقبر استرهما القبر - طبرانى

হাদীস-৩ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মহিলাদের জন্য দুটি পর্দা রয়েছে,একটি হলো নিজের স্বামী অপরটি হলো কবর। এর মধ্যে কবর হলো অধিক পর্দার স্থান। অতএব এ দুটিকেই নিজের আওতায় আনতে পারলেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ হবে

٤- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الارملة الصالحة سميت فى السموت شهيدة — ديلمى

হাদীস-৪ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ নেককার বিধবা মহিলাকে আকাশে শাহীদা উপাধীতে ভূষিত করা হয়। অর্থাৎ আসমানে তার সকল কার্য বিবরণীতে তাকে শাহিদা (শাহাদাতপ্রাপ্তা) সম্মানজনক নামে ভূষিত করা হয়।

٥- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلى ولا تختضب ولا تكتحل - مشكوة

হাদীস-৫ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে মহিলার স্বামী মারা যায় সে যেন রঙিন কাপড়, অলংকার, মেহেদী এবং সুরমা ব্যবহার না করে। অর্থাৎ বিধবা মহিলা তার স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালনার্থে সাজগোজ ইত্যাদি পরিত্যাগ করবে (এটাকেই শরীয়তের পরিভাষায় ইদ্দত বলে)।

٦- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة - ترمذى

হাদীস-৬ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে মহিলা একান্ত অসুবিধা ছাড়া তার স্বামীর নিকট তালাক চায় তারজন্য বেহেশতের সুগন্ধি হারাম।

٧- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة غضبت زوجها فعليها لعنة الله - ديلمى

হাদীস-৭ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে মহিলা তার স্বামীর প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে তার উপর আল্লাহর লানত পতিত হয়।

٨- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة - ابن ماجه

হাদীস-৮ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে মহিলা তার স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে দুনিয়া হতে বিদায় নেয় সে অবশ্যই বেহেশতে প্রবেশ করবে।

٩- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرى فإنما هو جنتك أو نارك - طبقات ابن سعد

হাদীস-৯ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে মহিলাগণ! জেনে রাখ স্বামীই তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম।

অর্থাৎ মহিলা তার স্বামীর সন্তুষ্টির দরুন বেহেশতে যাবে এবং স্বামীর অসন্তুষ্টির কারণে দোযখে যাবে।

١٠- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء التي تسر زوجها إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا في مالها بما يكره - بيهقى

হাদীস-১০ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সর্বোত্তম মহিলা ঐ মহিলা যার দিকে তার স্বামী তাকালে স্বামীকে সে খুশী করে দেয় এবং স্বামী তাকে কোন কাজের হুকুম দিলে সে তা মেনে চলে এবং সে তার নিজের এবং স্বামীর ধন-সম্পদের ব্যাপারে স্বামীর অপছন্দনীয় কোন আচরণ করে না।

অর্থাৎ সে তার স্বামীকে খুশী রাখার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট থাকে

١١- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها - ابوداود

হাদীস-১১ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া বিবাদ বাঁধিয়ে দেয় সে আমার উম্মতের আওতাভুক্ত নয়।

সুতরাং মহিলাদের এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা দরকার। কেননা অনেক মহিলার মধ্যে এ অভ্যাস পাওয়া যায়। এমন মহিলাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতের বহির্ভূত বলে উল্লেখ করেছেন। তাই সকল মা-বোনদের তাওবা করতঃ এ কাজ হতে বিরত থাকা উচিত।

١٢- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَةً - ترمذى

হাদীস-১২ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে মহিলা সুগন্ধি লাগিয়ে পুরুষদের মজলিসের নিকট দিয়ে যাতায়াত করে সে মহিলা যিনাকারিনী।

কত বড় আফসোসের কথা যে, যেসব মহিলা সুগন্ধি লাগিয়ে হাটে-বাজারে ও রাস্তা-ঘাটে চলাফেরা করে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনাকারিনী বলে আখ্যায়িত করেছেন। এতদসত্বেও আজ মহিলারা বিনা দ্বিধায় সেজেগুজে রাস্তাঘাটে বিচরণ করে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন।

হাদীস-১৩ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি একদা একটি যুবককে জনৈকা বেগানা যুবতীর সাথে নির্জনে এক সাথে দেখতে পেয়ে আশংকা করলাম যে শয়তান হয়ত এ সুযোগের অপব্যবহার করে তাদেরকে গোনাহে লিপ্ত করার চেষ্টা করবে অর্থাৎ উভয়ের চরিত্র নষ্ট করে মেয়েটির ইজ্জত ভূলুণ্ঠিত করে দিবে।

١٤- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ

وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ الْحَمْوَ فَقَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ بخارى ومسلم

হাদীস-১৪ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা মহিলাদের নিকট আসা-যাওয়া করা থেকে বেঁচে থাক। তখন জনৈক সাহাবী আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! দেবর (স্বামীর ভাই) কি ভাবীর নিকট আসা-যাওয়া করতে পারবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দেবর (ভাবীর জন্য) মৃত্যুতুল্য। অর্থাৎ বিষপানে যেমন পার্থিব জীবনের মৃত্যু আনয়ন করে তেমনিভাবে ভাবীর নিকট দেবরের আসা-যাওয়াও ভাবীর ঈমান ও আখেরাতকে বরবাদ করে দেয়।

١٥- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمَّامُ حَرَامٌ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي - حاكم

হাদীস-১৫ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মতের নারীদের জন্য হাম্মামখানা হারাম।

অর্থাৎ মহিলাদের এমন গোসলখানা বা পুকুরের ঘাটে গোসল করা ঠিক নয় যেখানে বেগানা নারী-পুরুষের একত্রে সমাগম ঘটে

١٦- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمْرَأَةٌ أَصَابَتْ بَخُوْرًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ - ابوداود

হাদীস-১৬ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে মহিলা সুগন্ধি ব্যবহার করে সে যেন আমাদের সাথে ঈশার নামাযে অংশ গ্রহণ না করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মহিলারাও তাঁর পিছনে জামাআতের সাথে নামায আদায় করত। সে সময় তিনি তাদেরকে খুশবু ব্যবহার করে মসজিদে আসতে নিষেধ করেছেন কেননা খুশবু ছড়ালে মহিলার দিকে পুরুষের দৃষ্টি যেতে পারে এবং পরবর্তীতে এটা ফেৎনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

আমাদের মা-বোনদের চিন্তা করা উচিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেই মহিলাদের যখন সুগন্ধি লাগিয়ে পুরুষদের সংগে নামায পড়তে আসাও নিষেধ ছিল। তাহলে বর্তমান এই ফেতনা-ফাসাদের যুগে এ ব্যাপারে কতটুকু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে সেটা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। অথচ বর্তমানে আমাদের মা-বোনেরা সাজগোজ করে কড়া সুগন্ধি লাগিয়ে বিনা দ্বিধায় পার্ক, মেলা ও মার্কেটে যাতায়াত করে।এমন আত্মমর্যাদাহীন কার্যকলাপ ত্যাগ করে তাওবা করা উচিত।

١٧- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمَرْأَةِ فِى الزِّيْنَةِ فِىْ غَيْرِ اَهْلِهَا كَمَثَلِ ظُلْمَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا نُوْرَ لَهَا

হাদীস-১৭ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বেগানা পুরুষদের সামনে সাজগোজ করে হেলে দুলে চলাফেরাকারিনী মহিলারা কিয়ামতের অন্ধকারের ন্যায়, যার মধ্যে কোন আলো থাকবে না। আল্লাহ তাআলাও বলেছেন—তোমরা জমিনের

উপর দম্ভ করে চলাফেরা করো না কেননা ইহা তাকাব্বুরী যাহা আল্লাহ তাআলার অপছন্দ আর শয়তানের পছন্দ। অর্থাৎ এমন মহিলা, যে পুরুষের সাথে হেলেদুলে চলে তার মাঝে কোনই মঙ্গল নেই শুধুমাত্র অমঙ্গলই আসবে। কারণ শয়তান এর দ্বারা পুরুষদের যিনায় লিপ্ত করতে পারে। অতএব এটা কঠিন কাজ বলে বিবেচিত হবে।

١٨- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمُوْتُ لِاِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبُهُ اِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ

হাদীস-১৮ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে মহিলার তিনটি নাবালেগ শিশু মারা যায় আর সে সওয়াবের আশায় ধৈর্য ধারণ করে সে অবশ্যই বেহেশতে প্রবেশ করবে। অতএব যদি কেউ এ ধরনের মুসিবতের সম্মুখীন হয় সে যেন ধৈর্যধারণ করে এবং সওয়াবের আশা করে। বিলাপ করে কাঁদা বা অভিযোগসূচক বাক্য উচ্চারণ করা মুসলমানদের কাজ নয়। আল্লাহর সম্পদ আল্লাহ নিয়ে গিয়েছেন এ বলে মনকে সান্ত্বনা দিবে। তবে চিৎকার না করে এবং অভিযোগ বাক্য উচ্চারণ না করে নীরবে ক্রন্দন করা এবং অশ্রু বের হওয়াতে কোন অসুবিধা নাই।

١٩- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيَارُ نِسَاءِ اُمَّتِىْ اَحْسَنُهُنَّ وَجْهًا وَاَرْخَصُهُنَّ مَهْرًا - ديلمى

হাদীস-১৯ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম মহিলা হলো,

যে অতি সুন্দরী এবং তার বিয়ের দেনমোহর হয় অতি অল্প। (দায়লামী)

এসব গুণ হলো মহিলাদের প্রশংসনীয় গুণ স্বামীর ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত মোহরের বোঝা তার মাথায় চাপিয়ে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এর পরিণামও খারাপ হওয়ার আশংকা আছে। কেননা অনেক স্বামীই মনে করেন যে, মোহর তো দিতেই হবে না অথচ এরূপ নিয়্যত স্বামী গুনাহগার হবে। অতএব সর্বদা নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী মোহর ধার্য্য করবে।

২০- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَزّٰى ثَكْلٰى كُسِيَ بُرْدَةً فِي الْجَنَّةِ - مشكوة

হাদীস-২০ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সন্তান মারা যাওয়ার পর ঐ শোকাহত মহিলাকে যে ব্যক্তি সান্ত্বনা দিবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে বেহেশতের পোষাক পরিধান করাবেন।

অর্থাৎ কোন মহিলার সন্তান মারা গেলে তোমরাও তার সাথে কান্নাকাটিতে শরীক না হয়ে তাকে এমন সব সান্ত্বনামূলক কথাবার্তা বল যাতে সে ধৈর্যধারণ করতে পারে। তাহলে এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তোমাদিগকে রোজ কিয়ামতে বেহেশতের পোষাক দান করাবেন।

২১- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيْحِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّقْدِيْسِ وَاعْقِدْنَ بِالْاَنَامِلِ فَاِنَّهُنَّ مَسْئُوْلَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ وَلَا تَيْاَسْنَ الرَّحْمَةَ -

হাদীস-২১ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে মহিলাগণ! তোমরা তাসবীহ, তাহলীল, তাকদীস অর্থাৎ পাঠ করার প্রতি যত্নবান হও এবং তাসবীহ পড়ার সময় আঙ্গুলদ্বারা (কতবার পড়লে তা) গণনা করবে। নিশ্চয় এ আঙ্গুল-গুলোকে (কিয়ামতের দিন বাকশক্তি দিয়ে) জিজ্ঞাসা করা হবে এবং আল্লাহ তাআলার রহমত হতে কখনও নিরাশ হবেনা।

২২- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِيْ اِلٰى اِمْرَاَتِهٖ وَتُفْضِيْ ثُمَّ يُنْشِرُهَا. مسلم

হাদীস-২২ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে ঐ স্বামী সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি বলে প্রমাণিত হবে যে তার নিজ স্ত্রীর গোপন কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করে দেয় (এমনিভাবে কোন কোন মহিলার এমন অভ্যাস যে, স্বামী-স্ত্রীর গোপন ও বিশেষ অবস্থার কথা নিজের বান্ধবীদের কাছে প্রকাশ করে দেয়, এরূপ করা কবীরা গোনাহ। এ অভ্যাস অবশ্যই পরিহার করবে।

২৩- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَعَى الرَّجُلُ اِمْرَاَتَهٗ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَبَاتَ غَضْبَانَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ -بخارى

হাদীস-২৩ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন স্বামী সহবাসের উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে কাছে ডাকে এবং স্ত্রী কোন শরয়ী উযর ছাড়া স্বামীর ডাকে সাড়া না দেয় তবে ভোর

পর্যন্ত ঐ মহিলার উপর ফেরেশতারা লানত করতে থাকে।

٢٤- قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُقْبَلُ
لَهُمْ صَلٰوةٌ وَلَا تَصْعَدُ لَهُمْ حَسَنَةٌ اَلْعَبْدُ الْاٰبِقُ حَتّٰى
يَرْجِعَ اِلٰى مَوَالِيْهِ فَيَضَعَ يَدَهٗ فِيْ اَيْدِيْهِمْ وَالْمَرْاَةُ
السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَالسَّكْرَانُ حَتّٰى يَصْحُوَ -

হাদীস-২৪ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ধরনের মানুষের নামায কবুল হয় না এবং তাদের কোন নেক কাজ আকাশের দিকে (আল্লাহর দরবারে) উঠে না। (ক) পলাতক গোলাম যতক্ষণ সে তার মনিবের নিকট ফিরে না আসে এবং তার হাতে ধরা না দেয়। (খ) ঐ মহিলা যার প্রতি তার স্বামী অসন্তুষ্ট। (গ) নিশাগ্রস্ত ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত নেশামুক্ত হয়ে নেশা হতে তাওবা না করে।

কত বড় চিন্তার ব্যাপার যে স্ত্রী তার স্বামীকে অসন্তুষ্ট করল তার প্রতি আল্লাহ তাআলাও অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। ফলে তার নামায ও অন্যান্য নেক আমল কবুল হয় না।

٢٥- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيْ
نَفَرٍ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ فَجَاءَ بَعِيْرٌ فَسَجَدَ لَهٗ
فَقَالَ اَصْحَابُهٗ يَا رَسُوْلَ اللهِ تَسْجُدُ لَكَ الْبَهَائِمُ
وَالشَّجَرُ فَنَحْنُ اَحَقُّ اَنْ نَسْجُدَ لَكَ فَقَالَ اُعْبُدُوْا رَبَّكُمْ

وَاَكْرِمُوْا اَخَاكُمْ وَلَوْ كُنْتُ اٰمِرًا اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ
لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَوْ اَمَرَهَا
اَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ اَسْوَدَ اِلٰى جَبَلٍ اَبْيَضَ كَانَ
يَنْبَغِىْ لَهَا اَنْ تَفْعَلَهٗ - رواه احمد -

হাদীস-ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজির ও আনসারদের এক মজলিসে উপবিষ্ট ছিলেন এমন সময় একটি উট এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেজদা করল। সাহাবাগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনাকে যখন পশু-পাখী, বৃক্ষলতা সেজদা করে তবে তাদের চেয়ে তো আমরাও আপনাকে সেজদা করার বেশী হকদার। এ কথার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা একমাত্র স্বীয় মাবুদের ইবাদত কর এবং আমার সম্মান রক্ষা কর। যদি আমি কোন মানুষের জন্য কাউকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম তাহলে স্ত্রীকে আদেশ করতাম সে যেন তার নিজ স্বামীকে সেজদা করে। স্ত্রীর উপর স্বামীর এত হক রয়েছে যে, স্বামী যদি স্ত্রীকে হুকুম করে যে, হলুদ পাহাড়ের পাথর সাদা পাহাড়ে নিয়ে যাও তাহলে উক্ত কাজটি নিরর্থক হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীর জন্য এ আদেশ পালন করাও আবশ্যক হয়ে যায়। এখন বুঝা দরকার যে, স্বামীর আদেশ পালন করা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার

٢٦- قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْاَلُ الْمَرْاَةُ
طَلَاقَ اُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ فَاِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا
- بخارى ومسلم

হাদীস-২৬ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মহিলা যেন কোন পুরুষকে নিজে বিবাহ করে তার সমুদয় সুযোগ সুবিধা ভোগ করার হীন আশায় তার নিজ বোনকে (এই পুরুষের পূর্বের স্ত্রীকে) তালাক দিতে প্ররোচিত না করে। কেননা তুমি ততটুকুই পাবে যা তোমার ভাগ্যে নির্ধারিত আছে (এর বেশী কিছুই পাবে না)।

ব্যাখ্যা ঃ যেমন কোন ব্যক্তির অধীনে স্ত্রীরূপে একজন মহিলা আছেন।সে অন্য এক মহিলাকে বিবাহ করতে চায়। ঐ মহিলা তাকে বলল যে, তুমি যদি তোমার বর্তমান স্ত্রীকে তালাক দাও তাহলে তোমার সাথে আমার বিবাহ হতে পারে কিংবা এক ব্যক্তির ঘরে দুজন স্ত্রী আছে তাদের একজন তার সতীন সম্পর্কে বলল যে, তাকে যদি তালাক না দাও তাহলে আমি তোমার ঘরসংসার করব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন আচরণ করতে নিষেধ করেছেন। কেননা প্রত্যেকে তাই পাবে যা তার ভাগ্যে আছে

٢٧- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللّٰهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُوْرَ إِلَيْهِ -

হাদীস-২৭ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বেগানা মহিলার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপকারী পুরুষ এবং বেগানা পুরুষের প্রতি নজর দেয় এমন মহিলা (উভয়ের) প্রতি আল্লাহ তাআলার লানত।

বর্তমানে আমাদের মা-বোনেরা এ ব্যাপারে একেবারেই বেপরোয়া ও উদাসীন বিশেষতঃ বিবাহ-শাদীর অনুষ্ঠানে তারা খুবই উদাসীন

হয়ে যান এবং বেগানা পুরুষদের সামনে অবাধে আসা-যাওয়া করে মনে রাখবেন এমন মহিলাদের উপর আল্লাহ তাআলার লানত পতিত হয় এ ব্যাপারে আমাদের সকলের সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।

٢٨- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ - ترمذى

হাদীস-২৮ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখনই কোন পুরুষ কোন বেগানা মহিলার সাথে নির্জনে মিলিত হয় তখন শয়তান তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে তাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়।

অর্থাৎ শয়তান তাদেরকে প্ররোচনা দিয়ে কুকর্মে লিপ্ত করে।

٢٩- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلَنَّ هٰؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ

হাদীস-২৯ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তারা অর্থাৎ হিজড়ারা যেন তোমাদের ঘরে প্রবেশ না করে।

বর্তমানে দেখা যায় এসব কমবখত হিজড়াগণ কোন মহিলার সন্তানাদি হওয়ার সংবাদ পেলেই সেখানে নির্দ্বিধায় ঢুকে পড়ে আর মহিলারা এ কথা ভেবে পর্দা করে না যে, তারা তো পুরুষ নয় আসলে এটা একান্ত ভুল ধারণা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজড়াদের থেকে পর্দা করার নির্দেশ দিয়েছেন। পর্দার ব্যাপারে হিজড়ারাও পুরুষের ন্যায়।

٣٠- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَيْسَ هُوَ اَعْمٰى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَعَمْيَاوَانِ اَنْتُمَا اَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ - رواه احمد والترمذى

হাদীস-৩০ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (তাঁর দুজন সহধর্মিনীকে লক্ষ্য করে) তোমরা এর সাথেও পর্দা কর। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, এ আবদুল্লা ইবনে উম্মে মাকতুম তো অন্ধ ; সে আমাদেরকে তো দেখতেও পায় না, চিনতেও পারে না। এদের সাথে পর্দা কেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এরা অন্ধ বটে কিন্তু তোমরা তো অন্ধ নও। তোমরা তো তাদেরকে দেখতে পাচ্ছ।

অর্থাৎ নবী পত্নীগণ মনে করেছিলেন যে, অন্ধ পুরুষদের সঙ্গে মহিলাদের পর্দা করার প্রয়োজন নেই কারণ এরা তো দেখতে পায় না, এদের সাথে কিসের পর্দা? কিন্তু এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, যেমনিভাবে পুরুষের জন্য মহিলাদের প্রতি তাকানো বৈধ নয়, তদ্রূপ মহিলার জন্যও পরপুরুষের প্রতি তাকানো জায়েয নাই।

٣١- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَرْاَةُ عَوْرَةٌ فَاِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ - ترمذى

হাদীস-৩১ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মেয়েলোক পর্দার আড়ালে থাকার জিনিষ। যদি (বিনা দরকারে পর্দার আড়াল থেকে) বের হয় তখন শয়তান তার পিছনে লেগে যায়।

অর্থাৎ শয়তান পর পুরুষের নিকট তাকে আকর্ষণীয় করে তোলে এবং চরিত্রহীন লোকেরা তাকে সুন্দরী মনে করে তার পিছু লেগে যায়। অথবা শয়তান পুরুষের সঙ্গে বসে ঐ মহিলা সম্পর্কে আলোচনা জুড়ে দেয়। অর্থাৎ মহিলারা একান্ত প্রয়োজন ছাড়া যেন পর্দার আড়াল হতে বের না হয়।কেননা এ কমবখত শয়তান মানুষের দৃষ্টিকে ঐ মহিলার প্রতি ফিরিয়ে দেয়। আর বখাটে লোকেরা আমাদের মা-বোনদের সম্পর্কে কত সব বিশ্রী কল্পনায় মেতে উঠে।

বর্তমানে অনেকেই তো বোরকা পরে না আর যারা পরে তারা অনেকেই বোরকাকে সাজিয়ে গুছিয়ে একটি ফ্যাশনের বস্তু বানিয়ে নিয়েছে। তদ্রূপ পায়জামা কামিছে ফুল করা আবশ্যক মনে করা হয়। যাতে পর পুরুষের নজর এদিকে নিবদ্ধ হয়।

অথচ বোরকা তো বানানোই হয় পর্দার জন্য। আর আমরা এটাকে সৌন্দর্য ও আকর্ষণের বস্তু বানিয়ে নিয়েছি এটা কেমন উল্টা কাজ হলো।এ বেপর্দার কারণেই তো বহু মহিলা বিভিন্ন অনুষ্ঠান থেকে উধাও ও অপহৃত হয়ে গিয়েছে। আর তাদেরকে কি কাজে লাগানো হচ্ছে ও কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেটা কাহারো অজানা নয়। এসব কিছুই বেপর্দা ও শরীয়ত অনুযায়ী আমল না করার কুফল

٣٢- قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْظَمُ النِّكَاحِ بَرَكَةً اَيْسَرُهُ مُؤْنَةً - رواه البيهقى فى شعب الايمان

হাদীস-৩২ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঐ বিবাহ সর্বাধিক বরকতময় যে বিবাহ বোঝার দিক দিয়ে বেশী হালকা হয়

অর্থাৎ পাত্রপক্ষ বা পাত্রীপক্ষ কোন পক্ষের উপরই অধিক বোঝা চাপানো হয় না। আজকাল আমাদের সব বিবাহশাদী বরকতশূন্য। নাজায়েয ও অযথা রুসম ও রেওয়াজের কারণে কত গরীবের মেয়ের যে যৌবন শেষ হয়ে গেল তার ইয়ত্তা নেই। যৌতুক দেয়ার ক্ষমতা বেচারা অভিভাবকের না থাকায় কেউ তার মেয়ে বিয়ে করতে রাজি হয় না। কেননা বিনা যৌতুকে বিবাহ করলে সমাজে তারা ছোট হয়ে যাবে।

সুতরাং আমাদের বিবাহ শাদীকে বরকতময় বানানোর জন্য এ সমস্ত অহেতুক রুসুম রেওয়াজ ও কুসংস্কার পরিহার করা একান্ত প্রয়োজন।

٣٣- قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُبَاشِرُ الْمَرْاَةُ الْمَرْاَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَاَنَّهُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا - مسلم

হাদীস-৩৩ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মহিলা যেন অন্য মহিলার সাথে চলাফেরা করার পর নিজের স্বামীর নিকট তার বর্ণনা এমনভাবে না দেয় যেন স্বামী তাকে দেখছে। কেননা হতে পারে তার মন ঐ মহিলার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। অতঃপর তোমাকে কেঁদে বেড়াতে হবে।

হাদীস-৩৪ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঐ সমস্ত মহিলার উপর আল্লাহ তাআলার লানত যারা

পুরুষের আকৃতি গ্রহণ করে এবং ঐ সমস্ত পুরুষের উপর লানত যারা মহিলাদের আকৃতি গ্রহণ করে। অর্থাৎ মহিলাদেরকে পুরুষের লেবাস পোশাক ও চালচলন অবলম্বন করতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং আমাদের এ ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকা উচিত।

٣٥- قَالَ مُعَاوِيَةُ الْقُشَيْرِيُّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ زَوْجَةِ اَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ اَنْ تُطْعِمَهَا اِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوْهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ اِلَّا فِى الْبَيْتِ - رواه احمد وابوداود

হাদীস-৩৫ মুআবিয়া কুশায়রী নামক এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! স্বামীর উপর স্ত্রীর কি হক রয়েছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি খেলে তাকেও খাওয়াও। তুমি কাপড় পরলে তাকেও পরাও।

কখনও তার মুখমণ্ডলে প্রহার করোনা। তাকে গালমন্দ করো না এবং কোন কারণে তাকে পৃথক করতে হলে তাকে ঘর থেকে বের করে দিওনা। (তালাক দেয়া কিংবা পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিওনা) বরং ঘরে রেখেই তার বিছানাপত্র পৃথক করে দিও।

٣٦- قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمُوْا

نِسَاءَكُمْ سُوْرَةَ النُّوْرِ - اربعين للفقير

হাদীস-৩৬ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা নিজের স্ত্রীদেরকে সুরায়ে নূর শিক্ষা দাও কেননা আল্লাহ তাআলা এ সূরায় স্বামী–স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক, দায়িত্ব, কর্তব্য সতীত্ব ও পবিত্রতার বর্ণনা দিয়েছেন।

٣٧- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُهُوْنِسَائَكُمْ عَنْ لُبْسِ الزِّيْنَةِ وَالتَّبَخْتُرِ فِي الْمَسْجِدِ - رواه الترمذى

হাদীস-৩৭ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা মহিলাদেরকে আকর্ষণীয় লেবাছ পোশাক পরিধান করে এবং সুগন্ধী ব্যবহার করে মসজিদে যেতে নিষেধ কর।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো মহিলাদেরকে এভাবে মসজিদে যেতেও নিষেধ করেছেন। আর আমরা তাদেরকে সাজিয়ে গুছিয়ে সুগন্ধি স্নো, ক্রিম ও সেন্ট মাখিয়ে আরও কতস্থানে যে নিয়ে যাই তার কোন ইয়ত্তা নেই, এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

٣٨- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ -

হাদীস-৩৮ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সবচেয়ে পূর্ণ ঈমানওয়ালা হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে সর্বাধিক

চরিত্রবান। আর তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে আপন স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করে।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর সাথে ভালো আচরণ করে সে আল্লাহর কাছেও ভাল। আর যে খারাপ আচরণ করে সে আল্লাহর কাছেও খারাপ। তাই আল্লাহর কাছে ভালো হতে হলে স্বামীকে স্ত্রীর সাথে ভাল আচরণ করা উচিত। তার সাথে সহাস্য বদনে কথা বলা উচিত। অযথা তার সামনে মুখ ভার করে এবং মলিন করে রাখা উচিত নয়।

٣٩- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْمِلُوا النِّسَاءَ عَلٰى اَهْوَائِهِنَّ - شعرانى

হাদীস-৩৯ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা স্ত্রীদের বাসনা অনুযায়ী তাদের বোঝা বহন কর

অর্থাৎ বৈবাহিক জীবনের দায়িত্ব কর্তব্যের কথা চিন্তা করে নাও। বিবাহের পর তাদের মনের বাসনা পূরণ কর। মনের সখে বিবাহ করে স্ত্রীর ভরণ–পোষণ ইত্যাদির প্রতি মোটেই লক্ষ করলেনা এমন যেন না হয়। বরং মহিলাদের সবধরনের মনোবাসনা পূরণ করা চাই। এখন যদিও এ অবলা অসহায় মহিলা কিছুই করতে না পারে কিন্তু কাল হাশরে মহান আল্লাহর দরবারে তোমাকে এক একটি কাজের জওয়াবদেহী করতে হবে।

٤٠- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُؤْمِنُ يُوْجَرُ فِيْ كُلِّ اَمْرِهٖ حَتّٰى فِي اللُّقْمَةِ يَرْفَعُهَا اِلٰى فِيْ اِمْرَاَتِهٖ

হাদীস-৪০ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুমিন বান্দার প্রতিটি কাজেই সওয়াব আছে এমন কি তার নিজ হাতে লোকমা বানিয়ে তার স্ত্রীর মুখে দিলে এর পরিবর্তেও আল্লাহ তাআলার নিকট সওয়াব পাবে। কেননা এতে স্ত্রীর মন খুশী হবে যে, আমার স্বামী আমাকে ভালবাসেন। এবং ভাল করে জেনে রাখ স্ত্রীর মন তুষ্ট রাখা অনেক সওয়াবের কাজ। তেমনি স্ত্রীদেরও স্বামীর সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা চাই নিজ হাতে লুকমা বানিয়ে তুলে দিলে মহব্বত বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জিহ্বা ও গুপ্তাঙ্গের হেফাযত সম্পর্কীয় চল্লিশ হাদীস

চুপ থাকার উপকারিতা

(১) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার জন্য তার দু চোয়ালের মাঝখানের (জিহ্বা) এবং তার দু পায়ের মাঝখানের (জননেন্দ্রিয়) অঙ্গের জামিন হবে, আমি তার জন্য বেহেস্তের জামিন হব। —বুখারী

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ দুটি অঙ্গের যথাযথ ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে তারজন্য জান্নাতের পথ নিস্কন্টক থাকবে। কারণ এ দুটি অঙ্গের দ্বারা মানুষ অসংখ্য গোনাহে লিপ্ত হয়। তাই এ হাদীসে জিহ্বা ও জননেন্দ্রিয়ের সাথে সম্পর্কিত গোনাহসমূহ থেকে বিরত থাকার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মানুষ ইবাদত বন্দ্রেগীর প্রতি যতটা খেয়াল রাখে, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার প্রতি সে তুলনায়

সচেতন থাকে খুব কম। অথচ পরকালের মুক্তির জন্য নফল ইবাদত পালন করার চেয়ে গোনাহ থেকে বিরত থাকার গুরুত্ব বেশী। উল্লেখিত হাদীসে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(২) "হযরত মুআয (রাযিঃ) বলেছেন, একদা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমান, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, ছদকাহ্, খায়রাত, তাহাজ্জুদ ও জিহাদের আলোচনার পর বললেন, আমি তোমাদেরকে উল্লেখিত সকল ইবাদতের মূলভিত্তি বা উৎস কি বলব? প্রতিউত্তরে হযরত মুআয (রাযিঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অবশ্যই বলুন, হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজের জিহ্বা ধরে বললেন, এ জিহ্বাকে সংযত রাখ।" –তিরমিযী

উল্লেখিত হাদীছে চুপ থাকার বিশেষ উপকারিতার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ চুপ থাকলে এবং নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখলে মানুষের মনে এমন এক আত্মিক শক্তি বা নূর পয়দা হয় যার দ্বারা সে ব্যক্তির জন্য সকল ইবাদত-বন্দেগী করা অতি সহজ হয়ে যায়।

(৩) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– "প্রত্যহ সকাল বেলা শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জিহ্বাকে অনুরোধ করে যে, আপনি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করুন। আপনি সহজ-সরল পথে থাকলে আমরাও সহজ-সরল পথে থাকব। আপনি পথভ্রষ্ট হলে আমরাও পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ব। – তিরমিযী

এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নিজের যবানকে সংযত রাখতে পারলে সমস্ত আমল সঠিকভাবে পরিচালিত হয় এবং যবানের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে ফিত্না-ফাসাদ সৃষ্টি হয়।

(৪) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– চুপচাপ ও নীরব থাকলে মানুষের এমন মর্যাদা লাভ হয় যা ষাট

বছরের ইবাদতের চেয়েও অতি উত্তম। –বায়হাকী

অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা না বলে অধিক সময় চুপ থাকলে ষাট বছরের ইবাদতের চেয়ে বেশী ছাওয়াব হয়।

(৫) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু যর গিফারী (রাযিঃ)কে বলেছেন যে, তুমি নীরব থাক, কেননা নিরবতা শয়তানকে দূরীভূত করে দেয় এবং দ্বীনের কাজে বিশেষ সহায়ক হয়। –বায়হাকী

(৬) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, মানুষ নিজের অজ্ঞাতে অনেক সময় এমন কথা বলে ফেলে যার উপর আল্লাহ্ পাক চিরতরে নারায হয়ে যান। –শরহুচ্ছুন্নাহ

মুখের কথার বড়ই গুরুত্ব রয়েছে। অনেক সময় সহজ ও সাধারণ মনে করে এমন কথা মুখ থেকে বের হয়ে যায় যা আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাড়ায়। এ ছাড়া কুফর, গীবত, মিথ্যা, চোগোলখোরী ইত্যাদি গোনাহ জিহ্বার দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে। মুক্তির একটিই পথ যে, জিহ্বাকে সংযত রাখবে, কথা কম বলবে এবং অযথা কথা থেকে বেঁচে থাকবে।

গীবত বা পরনিন্দা

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন—

وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ۚ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا

"তোমরা একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি মৃত ভাই–এর গোস্ত খেতে রাজি হবে?" –সুরায়ে হুজরাত ঃ ১২

'গীবত করা ও মৃত মুসলমান ভাই–এর গোস্ত খাওয়া সমান।

আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত মুসলমান ভাইদের গীবত থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন।

(৭) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, গীবত জিনা হতেও নিকৃষ্ট। সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গীবত জিনা হতেও নিকৃষ্ট কিভাবে? রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কোন ব্যক্তি জিনা করার পর তাওবা করলে আল্লাহ তা'আলা তার তাওবা কবূল করবেন এবং তাকে মাফ করে দিবেন। কিন্তু গীবতকারীকে ততক্ষণ মাফ করা হবে না যতক্ষণ না যার গীবত করা হয়েছিল সে তাকে মাফ করে। –বায়হাকী

কেননা গীবত বান্দার হক। আর বান্দার হক বিনষ্টকারীকে বান্দা যতক্ষণ মাফ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে মাফ করা হবে না।

(৮) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মি'রাজের সময় আমি কতিপয় লোকের নিকট দিয়ে গিয়েছিলাম যাদের নখ ছিল তামার।তারা নিজের নখ দ্বারা নিজেদের চেহারা এবং বুকে আচড় দিয়ে জখম করছিল। আমি বললাম, হে জিব্রাঈল! এ লোকগুলি কারা? তিনি বললেন, তারা (দুনিয়াতে) মানুষের গোস্ত খেত এবং মানুষের ইজ্জতের ওপর হামলা করত (অর্থাৎ গীবত করত)। –আবু দাউদ

(৯) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা কি জান গীবত কি? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের চেয়ে ভাল জানেন। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তোমার মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কথা বল যা সে পছন্দ করে না। তারপর রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, যদি সত্যই

বর্ণিত দোষ আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে তাহলেও কি গীবত হবে? রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বর্ণিত দোষ যদি সত্য হয় তবেই তো গীবত হবে এবং বর্ণিত দোষ যদি তার মধ্যে না থাকে, তবে তা হবে বোহতান বা অপবাদ। –মুসলিম

উল্লেখিত হাদীছ হতে একথা বুঝা যায় যে, কারো ব্যাপারে এমন কথা বলা, যা তার সামনে আলোচনা করলে সে অসন্তুষ্ট হবে। যেমন কোন অন্ধলোক তার সামনে তাকে 'কানা' বললে সে অসন্তুষ্ট হয় তবে তার অনুপস্থিতিতে তাকে 'কানা' বললে তাও গীবত হবে। আর যদি সে ব্যক্তি অন্ধ না হয় তবে তা অপবাদ বা বোহতান হবে আর এমন দোষে আলোচনাকারী দ্বিগুণ গোনাহগার হবে।

মাসআলা ঃ যদি কারো অনুপস্থিতিতে বলা হয় যে, তার ঘোড়াটি গাধার মত, তার ঘরটি পায়খানার মত, তার ছেলেটি দুষ্ট বা বেয়াদব অথবা তার বাবা বড়ই বদমেজাজী ; তবে এসব কথাও গীবত হিসাবে পরিগণিত হবে।কেননা নিজের সমালোচনা যেমন অপছন্দনীয়, নিজের সম্পর্কীয় জিনিষও ব্যক্তিদের সমালোচনা আরও অধিক অপছন্দনীয়। অনেক সময় সম্পর্কীয় ব্যক্তিদের সমালোচনা করতে গিয়ে একই সাথে দু'জনের গীবত হয়ে যায়।যেমন—যায়েদের বাবা বা ছেলের সমালোচনা করলে যেমন বাবা ও ছেলের অবস্থা জানা যায় তেমনি যায়েদের অবস্থাও জানা যায়। কথা দ্বারা যেরূপ গীবত করা যায় অনুরূপভাবে ইঙ্গিত ও ভাবভঙ্গির মাধ্যমেও গীবত করা যায়। যেমন– কারো নাম নিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল যাতে ঐ ব্যক্তি যে অন্ধ তা বুঝা যায় অথবা হাত–পা ভেংচিয়ে বুঝালো যে, ঐ ব্যক্তি বেশী লম্বা বা বেটে বা বেশী মোটা, তবে এ ধরনের আকার ইঙ্গিতও গীবতের শামিল।

মিথ্যাকথা বলা

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন—

اِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ -

অর্থাৎ যাদের ঈমান নেই তারাই মিথ্যা বলতে পারে।

–সূরায়ে নাহল–১০৫

(১০) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, খিয়ানত ও মিথ্যার অভ্যাস ছাড়া সবকিছুই মুমিনের অভ্যাস হতে পারে অর্থাৎ খিয়ানত ও মিথ্যার সাথে ঈমান কখনও একত্র হতে পারে না। –বায়হাকী

(১১) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মিথ্যাবাদীর মুখ হতে নির্গত দুর্গন্ধের কারণে রহমতের ফেরেশতা দূরে সরে যায়। –তিরমিযী

(১২) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমের হতে বর্ণিত যে, একদা আমার আম্মা আমাকে ডেকে বললেন, তুমি এদিক আস, আমি তোমাকে একটি জিনিষ দেব। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে কি দিবে? আম্মা বললেন, খেজুর দিব। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তুমি তাকে কিছুই না দিতে তাহলে তোমার আমল–নামায় মিথ্যার গোনাহ লিখা হত। –আবু দাউদ

(১৩) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একজন মানুষ মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্যে এ–ই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে (কোন তদন্ত করা ছাড়া) তাই প্রচার করে বেড়ায়। –মুসলিম

মিথ্যা কসম খাওয়া ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া

(১৪) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কবীরা গোনাহ এই যে, (ক) খোদার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করা। (খ) মাতা-পিতার কথা অমান্য করা (গ) ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে হত্যা করা (ঘ) মিথ্যা ক্বসম খাওয়া। -বুখারী

(১৫) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা ক্বসমের মাধ্যমে কোন মুসলমানের সম্পদ ছিনিয়ে নিবে আল্লাহতা'আলা তার জন্য বেহেশত হারাম এবং দোযখ ওয়াজিব করে দিবেন।সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে জিনিষটি যদি সামান্যতম হয়? হুজুর বললেন, জিনিষটি (মেছওয়াকের জন্যে ব্যবহৃত) গাছের ডালই হোক না কেন। -নাছায়ী

মাসআলা ঃ যদি কেউ কোন ভাল কাজ ছেড়ে দেয়ার ক্বসম খায়।যেমন মাতা-পিতার সাথে কথা বলবে না, ইল্‌ম শিখবে না, নামায পড়বে না তাহলে এমন ক্বসম ভেঙ্গে ফেলা জরুরী।তবে কাফ্‌ফারা দিতে হবে।

মাসআলা ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে ক্বসম খাওয়া জায়েয নেই।

(১৬) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া শির্‌কের সমতুল্য এবং এ কথা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন বার বললেন। -তিরমিযী

অতএব রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন কারীমের আয়াত পড়লেন—

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ -

'তোমরা মূর্তির নাপাকী হতে বেঁচে থাক, মিথ্যাকথা পরিহার কর'

ওয়াদা-অঙ্গীকার ও চুক্তি ভঙ্গ করা

(১৭) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি (১) যখনই কথা বলবে মিথ্যা বলবে (২) যখনই ওয়াদা করবে ভঙ্গ করবে (৩) যখন তার নিকট আমানত রাখা হবে খিয়ানত করবে। -বুখারী, মুসলিম

(১৮) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ওয়াদা-অঙ্গিকার রক্ষা করে না তার মধ্যে ধর্ম (ধর্মীয় চেতনা) নেই অর্থাৎ যে ব্যক্তি ওয়াদা বা অঙ্গিকার রক্ষা করে না তার ঈমান খুবই দুর্বল। -বায়হাকী

(১৯) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি ওয়াদা করার সময় ওয়াদা রক্ষা করার ইচ্ছা না থাকে তবে তা মুনাফিকীর আলামত ও কবীরা গোনাহ। -আবুদাউদ

মাসআলা ঃ যদি কোন শরীয়ত বিরোধী মজলিসে যাবার বা কাউকে ঘুষ দেয়ার ওয়াদা করে থাকে তবে এমন ওয়াদা রক্ষা করা জায়েয নাই।

চোগলখুরী ও গোপন কথা ফাঁস করা

(২০) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, চোগলখোর বেহেশতে যেতে পারবে না। -বুখারী, মুসলিম

(২১) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি একটি গোপনকথা বলে চলে গেল তখন ঐ ব্যক্তির কথাটি আমানতস্বরূপ। যে ব্যক্তি ঐ গোপন কথা প্রকাশ করে দিল সে খিয়ানত করল। -আবু দাউদ

(২২) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَّا اَمَانَةَ لَهٗ -

যার আমানতদারী নেই তার (পরিপূর্ণ) ঈমান নেই।–বায়হাকী

মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি কাউকে অন্যায় ভাবে মেরে ফেলার বা যুলুম করার বা অসম্মান করার ষড়যন্ত্র করে তবে ঐ ব্যক্তির নিরাপত্তার খাতিরে তাকে জানিয়ে দেয়া আবশ্যক আছে।

আড্ডা, রসিকতা ও আনন্দ করা

(২৩) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষ অনেক কথা এ জন্যে বলে যে, লোকে তা শুনে হাসবে। কিন্তু সেসব কথার কারণেই সে আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্বের চেয়েও আল্লাহর রহমত হতে দূরে সরে যায়। –বায়হাকী

মাসআলা ঃ রসিকতার জন্য এমন কথা বলা জায়েয আছে যাতে কারো মনে আঘাত না লাগে এবং কারো সম্মানের হানি না হয়। কথাটিও ভুল না হয়। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপ রসিকতার কথাই বর্ণিত আছে।

(২৪) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বেশী হাসা-হাসিতে অন্তর মরে যায় এবং চেহারার নূর নষ্ট হয়ে যায়। –মিশকাত

অতএব যে কথা আনন্দদায়ক এবং তাতে অধিক হাসি ও খিলখিলিয়ে হাসির খোরাক হয়, তা প্রকৃতপক্ষে অন্তরকে মেরে ফেলে। অন্তর মরে যাবার অর্থ হলো অন্তর আল্লাহর প্রতি মনোযোগী থাকে না এবং মনে কোমলতা দয়া ও অনুকম্পা থাকে না। অন্তর সজীব থাকার অর্থ হলো, অন্তর আল্লাহর নূরে পরিপূর্ণ থাকে। দ্বীনের কথা

শুনে খুব কান্না আসে এবং দ্বীনের কথা শুনে মনে শান্তি অনুভব হয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, সাধারণ পরিভাষায় সজীব অন্তর বলতে বুঝায় যে ব্যক্তি নিজে খুব হাসে ও অন্যদের খুব হাসায়। কবির ভাষায়–

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد

"জ্ঞানের নাম রেখেছে পাগলামী আর পাগলামীর নাম দিয়েছে জ্ঞান"

সাধারণত মানুষ বলে থাকে–

زندگی زندہ دلی کا نام ہے ٭ مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں

সজীব হৃদয়ের নামই জীবন। নির্জীব হৃদয় মাটির জীবন যাপন করে

একটি অতি নিন্দনীয় আনন্দ উপভোগ হলো শ্বশুর বাড়ীর সম্পর্কের আত্মীয়ের সাথে রসিকতা ও কৌতুক করা। শালী, শালা বৌ, সম্বন্ধি, সম্বন্ধি বৌ, ভাবী, দেওর ইত্যাদির সাথে যে যে কৌতুক ও হাসি ঠাট্টা হয় তার অধিকাংশই অশ্লীলতা অনর্থক কথাবার্তা হয়ে থাকে। ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে এ প্রথাগুলো হিন্দুদের সাথে মেলামেশা ও তাদের প্রভাবে প্রবেশ করেছে। কতিপয় শহর ও পল্লীতে এর খুব প্রচলন রয়েছে। কিন্তু কৌতুক ও হাসি ঠাট্টায় কয়েক দিক থেকে গুনাহ হয়। (১) অনর্থক হাসি ঠাট্টা যার ফলে হাদীছে বর্ণনা করে হয়েছে যে, মানুষ আল্লাহর রহমত থেকে অনেক দূরে সরে যায়। (২) অশ্লীল ও অনর্থক কথাবার্তা।(৩) গায়রে মাহরাম স্ত্রীলোকের নাজায়েয পদ্ধতিতে সামনে আসা। (৪) গায়র মাহরম স্ত্রীলোকের সাথে নাজায়েয কথা বলা। আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলমানকে এসব গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দিন।

কাউকে অভিশাপ দেওয়া ও কাফের বলা

(২৫) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন মুসলমানকে অযথা অভিশাপ দেওয়া তাকে হত্যা করারই সমতুল্য। –বুখারী ও মুসলিম

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মুসলমানকে হত্যা করা কবীরা গোনাহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাই অভিশাপ দেওয়া যে কত মারাত্মক গোনাহ তা ধারণা করা যায়।

(২৬) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কেহ কোন কিছুর উপর অভিশাপ দেয় তখন এ অভিশাপ প্রথমতঃ আকাশের দিকে যায় এবং আকাশের দরজা বন্ধ পেয়ে যমীনের দিকে ফিরে আসে।যমীনে এসে যমীনের দরজাও যখন বন্ধ দেখে তখন ঘুরাফিরা করে। যখন কোথায়ও জায়গা না পায় তখন অভিশপ্ত ব্যক্তির দিকে যায়। যদি অভিশপ্ত ব্যক্তি অভিশাপের উপযুক্ত না হয় তবে উক্ত অভিশাপ অভিশাপকারী ব্যক্তির উপরই পতিত হয়। –আবু দাউদ

মাসআলা ঃ যদি কোন কাফের ব্যক্তির কুফুরী অবস্থায় মৃত্যু নিশ্চিত হয়। যেমন– ফেরাউন, আবু জাহিল তবে তার উপর অভিশাপ দেওয়া জায়েয আছে কিন্তু কোন জীবিত কাফেরকে অভিশাপ দেওয়া জায়েয নেই।কারণ এ কাফের হয়তো শেষ পর্যন্ত মুসলমান হয়ে যেতে পারে।

মাসআলা ঃ কোন বিশেষ সম্প্রদায়কে অভিশাপ দেয়া জায়েয আছে।যেমন কাফের বা চোরদের অভিশাপ দেয়া হয়। কিন্তু কোন বিশেষ ব্যক্তির নাম নিয়ে অভিশাপ দেয়া জায়েয নাই।

(২৭) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কাউকে কাফের বা আল্লাহ তা'আলার দুশমন বলা হয় আর আসলে

সে অনুরূপ না হয় তবে অভিশাপকারীই কাফের বা আল্লাহ তা'আলার দুশমন হিসেবে পরিণত হবে। –বুখারী

হাদীছ শরীফে উল্লেখিত অভিশাপ ফেরৎ আসার অর্থ এই যে, কোন সৎলোককে যদি ফাসেক বলা হয় তবে যে বলেছে সে নিজেই বড় গোনাহগার হবে। আর যদি কোন মুসলমানকে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে কাফের বলে থাকে তবে সে নিজেই কাফের হয়ে যাবে। আর যদি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে না হয় বরং কটুক্তি করে কাফের বলে তবে কাফের না হলেও বড়ই গোনাহগার হবে।

অশ্লীল ও অশোভনীয় কথাবার্তা

(২৮) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন মুসলমানকে গালী দেয়া কবীরা গোনাহ এবং কোন মুসলমানের সাথে ঝগড়া বিবাদ করা কুফুরী অর্থাৎ কুফুরীর সমতুল্য। –বুখারী

(২৯) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিজের মাতা–পিতাকে গালী দেয়াও কবীরা গোনাহ। সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) আশ্চর্য হয়ে আরয করলেন, মানুষ নিজের মাতা–পিতাকে আবার কিভাবে গালী দেয়? হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কেহ অন্যের মা–বাপকে গালী দেয় এবং সে তার মা–বাপকে গালী দেয়। –বুখারী

অর্থাৎ অপরের মাতাপিতাকে গালী দিয়ে যখন নিজের মাতা–পিতাকেই গালী দেওয়ার সুযোগ দিল। তখন সে নিজেই নিজের মাতা–পিতাকে গালী দেওয়ার কারণ হল। বর্তমান সময় তো আমরা সরাসরি মাতাপিতাকে গালী দিয়ে থাকি যা ছাহাবায়ে কিরামের সময় অসম্ভব বলে মনে হত। বর্তমানে এটা আমাদের জন্য সম্ভবে পরিণত হয়েছে।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে হিফাযত করুন।

(৩০) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা মৃত ব্যক্তিদেরকে কখনও গালী দিবে না, কেননা তারা কৃতকর্মের ফলাফল লাভ করার জায়গায় চলে গিয়েছে। –বুখারী

অর্থাৎ মৃতব্যক্তিদেরকে গাল মন্দ করা কিছুতেই ঠিক নয়। কেননা, তারা ভাল কাজ করলে ভাল কাজের ফলাফলের স্থান তথা পরজগতে চলে গিয়েছে, অযথা তাদের দোষ চর্চা করে নিজের আমলনামায় গোনাহ লেখাবার প্রয়োজন নেই।

অর্থাৎ এমন কোন লজ্জাজনক কাজ বা কথা যা লুকানো ছিল তা খোলাখুলি বলে ফেলাই অশ্লীলতা যেমন– পেশাব পায়খানার অঙ্গগুলির নাম বলা বা স্ত্রী সহবাস ইত্যাদির কথা কোন অশালীন ভাষায় প্রকাশ করা। সবচেয়ে মারাত্মক গোনাহ হলো, কোন নিষ্পাপ পুরুষ বা মহিলাকে যিনার অপবাদ লাগানো।

বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও বেয়াদবী

(৩১) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি কাউকে কিছু দান করে খোঁটা দেয়, মাতা–পিতাকে অসন্তুষ্ট করে ও সর্বদা মদ পান করে সে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করবে না। –নাসায়ী

(৩২) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ছোট ভাই–বোনদের প্রতি বড় ভাইয়ের এমন হক যেমন সন্তানের প্রতি মাতা–পিতার হক। –বায়হাকী

প্রশংসা, তোষামোদ ও অহংকারের অপকারিতা

(৩৩) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, ফাসেকের প্রশংসা করলে আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত হন এবং আল্লাহ তা'আলার আরশ কাঁপতে শুরু করে। –বায়হাকী

ফাসেকের প্রশংসার পরিণাম যখন এই হলো তাহলে কাফেরের প্রশংসার পরিণাম সহজেই বুঝা যায়।

(৩৪) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমার উপর অহী নাযিল করেছেন যে, তোমরা নম্রতা, ভদ্রতা, অবলম্বন কর, পরস্পর গৌরব করবে না। একে অপরের উপর অত্যাচারও করবে না। –মুসলিম

(৩৫) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিকট থেকে জাহিলিয়াতের যুগের অহংকার বা বংশ গৌরবকে বিলোপ করে দিয়েছেন। মানুষ নেক্‌কার বা বদকার ছাড়া আর কিছুই নহে। সবাই আদম সন্তান আর আদম আলাইহিস সালাম মাটির তৈরী। –তিরমিযী

অর্থাৎ মানুষের মূল্যায়ন তার স্বীয় গুণাবলীর মাধ্যমেই হয়ে থাকে। নেক কাজ করলে মুসলমান ও মুত্তাকী বা পরহেজগার আর খারাপ কাজ করলে বদকার হিসেবে পরিগণিত হবে। বংশের গৌরব অবান্তর, মৌলিক সত্বা সবারই এক, আমরা সবাই আদম সন্তান আর আদম আলাইহিস সালাম মাটিরই তৈরী ছিলেন।

মাসআলা ঃ ধর্ম যুদ্ধে দুশমনকে প্রভাবিত করার জন্য গৌরব করা জায়েয আছে এবং রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ছাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে। হাঁ যদি আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত নিয়ামত সমূহ প্রকাশের জন্য নিজের প্রশংসা করে

এবং এতে কারো অবজ্ঞা করার উদ্দেশ্য না থাকে তবে তা জায়েয আছে। অনুরূপ বাপদাদার উপর গৌরব না করার অর্থ এই নয় যে, শরীয়তে বংশের গুরুত্বই নাই। বরং বংশেরও বিশেষ গুরুত্ব আছে। এ কারণেই বিবাহ শাদীর ক্ষেত্রে সমগোত্রের কথা লক্ষ্য রাখতে বলা হয়েছে এবং কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষকে তার নিজের নাম ও পিতার নাম সম্বোধন করেই ডাকা হবে এবং বেহেশতেও সবাই এক সাথে বসবাস করবে। তবে কোন কোন পীরজাদাগণ মনে করেন যে, আমরা যত গোনাহই করি না কেন আমাদের মুরুব্বীরা সব গোনাহ আল্লাহর নিকট মাফ করিয়ে নিবেন এ সব ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, ভিত্তিহীন ও ইসলামী আক্বীদার পরিপন্থি।

বাক-বিতণ্ডা ও ঝগড়া-বিবাদ

(৩৬) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী অপ্রিয়, যে বেশী দাঙ্গাবাজ ও ঝগড়াটে। -বুখারী, মুসলিম

কিছু কিছু লোকের অভ্যাস হলো, কথাবার্তার মধ্যেই প্রত্যেকের সাথে তর্ক ও ঝগড়া করতে উদ্যত হয় এবং প্রতিটি ব্যাপারেই ঝগড়া করে।এ ধরনের লোকদের সম্পর্কেই মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি খুব অসন্তুষ্ট

(৩৭) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হিদায়েতের পর যে জাতিই পথভ্রষ্ট হয়েছে। তারা দ্বীনের বিষয়সমূহ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া-বিবাদের অভ্যাসের কারণেই পথ ভ্রষ্ট হয়েছে। -আহমদ, তিরমিযী

মোটকথা, দ্বীন শরীয়তের ব্যাপারে বুঝে শুনে শান্তভাবে কাজ

করতে হবে। দ্বীনের বিষয়সমূহ যুক্তি তর্ক ব্যতিরেকেই বুঝে নিতে হবে এবং তা বিশ্বাস করতে হবে। যাদের দ্বীনী বিষয়সমূহে যুক্তি তর্কের অভ্যাস হয় তারা প্রতিটি বিষয়েই তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া বিবাদে অভ্যস্ত হয়। এভাবে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যায় এবং হিদায়েত লাভের পরেও এমন লোক গোমরাহীর গর্তে পড়ে যায়। (আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন)

কুফরী বাক্য উচ্চারণ করা

(৩৮) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করবে না। (ক) মাদকাষক্ত ব্যক্তি (খ) আত্মীয় স্বজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী (গ) যাদু বিশ্বাসকারী অর্থাৎ যারা একথা বিশ্বাস করে যে, যাদু দ্বারাই সবকিছু সম্ভব ভাগ্যের কিছুই করার নেই। -আহমদ

(৩৯) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, যদি মদ্যপায়ী তাওবা করার পূর্বেই মারা যায় তবে সে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র দরবারে মূর্তি পূজারীদের ন্যায় উপস্থিত হবে। -ইবনে মাজাহ

সতর ঢাকা

(৪০) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,সতর যে দেখে এবং যে দেখায় উভয়ের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ।

-তিরমিযী, আবু দাউদ

এ হাদীছ থেকে সতর ঢাকার গুরুত্ব প্রকাশ পায়। সে কারণে প্রত্যেকের উচিত সতর সম্পর্কিত মাসআলাসমূহ ভালভাবে শিখে নেয়া যাতে আল্লাহর অভিশাপ থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

মাসআলা ঃ পুরুষের জন্য নিজ স্ত্রী ও শরয়ীবাঁদী ব্যতীত সকলের সামনে নাভির নীচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা ফরজ।

মাসআলা ঃ স্ত্রীলোকের জন্য ফরজ হলো, যে সব পুরুষের সাথে বিবাহ্ জায়েয আছে, তাদের সামনে নিজের সমস্ত শরীর আবৃত রাখা।শুধুমাত্র মুখমণ্ডল, হাতের কব্জি ও পায়ের টাখনু পর্যন্ত খোলা রাখা জায়েয আছে। টাখনু পর্যন্ত পা খোলা রাখা সম্পর্কে কতিপয় আলেম মতবিরোধ করেন। তবে সঠিক মত হলো– ফেতনার ভয় না থাকলে পা ও মুখমণ্ডল হাতের মত খোলা রাখা জায়েয আছে

মাসআলা ঃ যে অঙ্গ ঢেকে রাখা ফরজ সে অংগ শরীর থেকে পৃথক হয়ে গেলেও তা দেখা জায়েয নয়। সে কারণে স্ত্রীলোকদের উচিত চুল আচড়ানোর ফলে যে চুলগুলো উঠে যায় বা ছিড়ে যায় তা এমন স্থানে ফেলবে যেখানে কারো দৃষ্টি না পড়ে। পুরুষের জন্যও জরুরী হলো নাভীর নীচের চুল এমন স্থানে ফেলবে যেখানে কারো দৃষ্টি না পড়ে।

ভারত উপমহাদেশের অধিকাংশ স্ত্রীলোকের পোশাক এমন যে তাতে মাথার কিছু অংশ খোলা থাকে এবং হাতের বাহু খোলা থাকে। এরূপ পোশাকে মাহরাম ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের সামনে না আসা উচিত।যে পোশাকে পেটও খুলে থাকে, এমন পোশাকে মাহরামদের সামনে আসাও জায়েয নয়।

অনেক মহিলা মনে করে স্ত্রীলোকের সামনে স্ত্রীলোকদের কোন পর্দা নেই। এ কারণে এসব স্ত্রীলোক গোসল বা অন্যান্য সময়ে স্ত্রীলোকের সামনে পুরো শরীর খুলে ফেলে। এটি নিতান্তই ভুল। উপরের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, সতর যে দেখে এবং যে দেখায় উভয়ের উপর আল্লাহর অভিশাপ। পুরুষদের উচিত স্ত্রীলোকদের

এ মাসআলাটি ভালভাবে বুঝিয়ে দেওয়া।

মাসআলা ঃ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন পরিমাণ আবরণীয় অংগ দেখানো জায়েয আছে। যেমন চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের সামনে এবং সন্তান প্রসবের সময় ধাত্রী বা নার্সের সামনে সতর খোলা জায়েয আছে। তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণ খোলা জায়েয নয়।

মাসআলা ঃ হিজড়া ও খোঁজাদের হুকুম পুরুষদের মতই। স্ত্রীলোকদের জন্য তাদের থেকেও পর্দা করা জরুরী।

মাসআলা ঃ ছোট শিশুদের শরীর ঢেকে রাখা ফরয নয়। একটু বড় হলে তার আগের ও পিছের অংশ ঢেকে দেবে। যখন আরো বড় হবে, তখন তার শরীরের আরো অংশ ঢেকে দেবে। তার বয়স দশ বছর হলে বালেগ মানুষের মত তার শরীর ঢেকে রাখতে হবে

পর্দা ও সতরের পার্থক্য বুঝে নিতে হবে পর্দার আরেক নাম হিজাব। হিজাবের অর্থ হলো স্ত্রীলোক এমন কোন পুরুষের সামনে মোটেই না আসা, যার সাথে বিবাহ জায়েয আছে। সতরের অর্থ হলো যার সামনে শরীরের যে অংশটুকু আবৃত রাখা ফরয তা আবৃত রাখা।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলো খুব কড়াকড়ির সাথে পর্দা পালন করত এবং সকল স্ত্রীলোকের জন্য পর্দা অপরিহার্য করে দিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে অবস্থার এমন পরিবর্তন হয়েছে যে, পর্দাও নেই সতরও নেই।অনেক মহিলার পোশাক এমনই যে তা পরিধান করে কেবলমাত্র স্বামীর সামনেই যাওয়া যায়, অন্য কারো সামনে এ পোশাক পরে যাওয়া যায় না। মুসলমানদের উচিত এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা এবং মহিলাদের পর্দা পালনে বাধ্য করার সাথে সাথে সতরের প্রতিও গুরুত্বারোপ করা।

মাসআলা ঃ যে কাপড় এমন হালকা যা পরিধান করলে শরীর দৃষ্টিগোচর হয়, তা উলঙ্গেরই শামীল।

* হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন হযরত আবু বকরের (রাযিঃ) কন্যা হযরত আসমা (রাযিঃ) পাতলা কাপড় পরিধান করে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হলেন। মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন হে আসমা, কোন মহিলা যখন যুবতী হয়ে যায় তখন তার শরীরের মুখমণ্ডল ও হাতের হাতলী ছাড়া অন্য কোন অংশ দেখানো জায়েয নয়। –আবু দাউদ

এ হাদীছে পা খোলা রাখার কথা উল্লেখ নেই। আমরা উপরেই উল্লেখ করেছি যে, স্ত্রীলোকের পা সতরের মধ্যে শামিল নয়। এখানে পাতলা কাপড় পরিধানের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এর সম্পর্ক ও ব্যবহার পায়ের সাথে নয়। বরং শরীরের অন্য অংশের উপরই হয়ে থাকে। এ ধরনের কাপড়ে শরীরের যেসব অংশ দেখা যায় যা ঢেকে রাখতে বলা হয়েছে এবং যার উপর এ কাপড় পরিধান করা হয়েছে তা—পা নয়। সে কারণে মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতরের হুকুমের তাগিদ দেওয়ার সময় পায়ের কথা উল্লেখ করেননি

হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবি (রঃ) এ হাদীছের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, যে কাপড়ে শরীর দেখা যায় তা উলঙ্গের শামিল।অতএব,এরূপ হাল্কা ও স্বচ্ছ কাপড়ের পোশাক পরিধান করে বা এর দোপাট্টা মুড়ি দিয়ে মহিলাদের জন্য গায়র মাহরামের সামনে আসা উচিত নয়। যেসব মহিলা এরূপ হাল্কা দোপাট্টা মুড়ি দিয়ে নামায পড়ে যাতে তাদের মাথার চুল ও হাত দেখা যায় তাদের নামায হয় না। পুরুষদের উচিত মহিলাদের ভালভাবে বুঝিয়ে দেয়া।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানতের আওতাভুক্ত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!!

নামায সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস

* হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাযিঃ) নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ নকল করেন যে, ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি খুঁটির উপর প্রতিষ্ঠিত। সর্বপ্রথম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্–এর সাক্ষ্য দেওয়া অর্থাৎ এ কথা স্বীকার করা যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই এবং মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল, তারপর নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, হজ্জ্ব আদায় করা, রমযানুল মুবারকে রোযা রাখা। (বুখারী, মুসলিম)

* হযরত আবূ যর (রাযিঃ) বলেন, একবার নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শীতের মৌসুমে বাইরে তশরীফ নিলেন এবং ঐ সময়ে গাছের পাতা ঝরছিল। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাছের একটি শাখায় হাত দিয়ে ধরলেন, তার পাতা আরও বেশী ঝরতে লাগল।হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে, হে আবূ যর! মুসলমান বান্দা যখন ইখলাসের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশে নামায পড়ে তখন তার মধ্য হতে তার গুনাহ্ এভাবে ঝরে পড়ে, যেভাবে এ পাতাসমূহ গাছ হতে ঝরে পড়ছে। (আহমদ)

* এক হাদীসে বর্নিত আছে যে ব্যক্তি নামাযের ইহতিমাম করে আল্লাহ তা'আলা শানুহু তাকে পাঁচ প্রকারের দয়া ও সম্মানিত করেন, (১) রিযকের সংকীর্ণতা দূর করে দেন, (২) কবরের আযাব দূর করে

দেন, (৩) কিয়ামতের দিন তার আমলনামা ডান হাতে প্রদান করবেন, (এই সম্পর্কে সূরা আল হাক্কাহতে বর্ণিত আছে যে, যার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে সে খুশী এবং আনন্দ চিত্তে প্রত্যেককে দেখিয়ে ফিরিবে), (৪) পুলসিরাতের উপর দিয়ে বিজলীর মত পার হয়ে যাবে, (৫) হিসাব থেকে অব্যাহতি লাভ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নামাযে শৈথিল্য করে তাকে পনের প্রকার শাস্তি প্রদান করা হয়। পাঁচ প্রকার দুনিয়াতে, তিন প্রকার মৃত্যুকালে, তিন প্রকার কবরে এবং তিন প্রকার কবর থেকে পুনরুত্থানের পর।

দুনিয়াতে পাঁচ প্রকার শাস্তি এই যে— (১) তার জীবনে বরকত থাকে না, (২) তার মুখমণ্ডল থেকে নেক্কারদের জ্যোতি বিলোপ করা হয়, (৩) তার কোন নেক আমলের প্রতিদান দেওয়া হয় না, (৪) তার কোন দুআ কবুল হয় না, (৫) নেক বান্দাদের দুআয় তার কোন অধিকার থাকে না।

মৃত্যুকালীন তিন প্রকার শাস্তি এরূপ—(১) অপদস্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে (২) ক্ষুধার্ত অবস্থায় মারা যায় (৩) পিপাসার যন্ত্রণায় মারা যায়,সমস্ত সমুদ্রের পানিতেও পিপাসা মিটেনা।

কবরের তিনটি আযাব এই—(১) কবর এত সংকীর্ণ হয় যে পাঁজরের হাড় একটি অন্যটির মধ্যে ঢুকে যায়, (২) কবরে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, (৩) কবরে তার উপর এরূপ আকৃতির একটি সাপ নিযুক্ত করে দেওয়া হয় যার চোখগুলো আগুনের এবং নখগুলো লোহার, উহার দৈর্ঘ্য একদিনের পথের সমান। ইহার আওয়াজ বজ্রের গর্জনের ন্যায়। উহা বলবে যে, আমার 'রব' আমাকে তোর উপর নিযুক্ত করেছেন। ফজরের নামায বরবাদ করার জন্য সূর্যোদয় পর্যন্ত, যোহরের নামায বরবাদ করার জন্য আসর পর্যন্ত, আসরের নামায

বরবাদ করার জন্য সূর্যাস্ত পর্যন্ত, মাগরিবের নামায বরবাদ করার জন্য ইশা পর্যন্ত, ইশার নামায বরবাদ করার জন্য ভোর পর্যন্ত আমি তোকে দংশন করতে থাকব। যখন সে তাকে একবার দংশন করবে, তখন মুর্দা সত্তর হাত যমিনের ভিতর ঢুকে যাবে। এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

কবর থেকে উত্থানের পর তিনটি আযাব এই (১) হিসাবের কঠোরতা (২) আল্লাহ তা'আলার গোস্বা এবং (৩) জাহান্নামে নিক্ষেপ।এসব মিলিয়ে ১৪টি হলো। সম্ভবতঃ ভুলে ১৫নং বাদ পড়েছে। অন্য রেওয়ায়াতে ইহাও আছে যে,তার চেহারায় তিনটি লাইন লিখা থাকবে। প্রথম লাইনে, হে আল্লাহর হক নষ্টকারী। দ্বিতীয় লাইনে, হে আল্লাহ পাকের রোষাণলে পতিত এবং তৃতীয় লাইনে দুনিয়াতে যেরূপ আল্লাহর হক নষ্ট করেছিলি তদ্রূপ আজ তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত।

নামাযের ভিতরের ফরযসমূহ ৭টি

১। তাকবীরে তাহরীমা ২। কেয়াম (খাড়া হওয়া) ৩। ক্বেরাত কুরআন শরীফ হইতে কোন সূরা বা আয়াত পড়া ৪। রুকূ করা ৫। উভয় সিজদা করা ৬। কায়েদা আখিরা বা শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পরিমাণ সময় বসা ৭। নিজ ইচ্ছায় নামায হইতে ফারেগ হওয়া। এই সকল কাজের কোন একটি ছুটিয়া গেলে নামায বাতিল হইবে।

নামাযের ওয়াজিবসমূহ ১৮টি

১। সুরা ফাতিহা পড়া ২। সুরা ফাতিহার সহিত অন্য সুরা মিলান ৩। ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকায়াতে কেরাতের জন্য নির্ধারিত করা ৪। সুরা ফাতিহা অন্য সুরার পূর্বে পড়া ৫। সিজদার সময়

কপালের সহিত নাকও রাখা ৬। দ্বিতীয় সিজদা প্রথম সিজদার সাথে সাথে করা ৭। নামাযের রুকনসমূহ ধীরে সুস্থে আদায় করা ৮। কায়েদায়ে উলা অর্থাৎ ৪ রাকায়াত অথবা তিন রাকায়াত যুক্ত নামাযে দুই রাকায়াতের পরে বসা ৯।কায়েদায়ে উলায় বা প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া ১০। কায়েদায়ে আখিরা বা শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া ১১। তাশাহহুদের পরে তাড়াতাড়ি তৃতীয় রাকায়াতের জন্য খাড়া হওয়া ১২। লফজ সালাম যোগে ছালাম ফিরান ১৩। বেতেরের নামাযে দোয়া কুনুত পড়া ১৪। উভয় ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীরসমূহ বলা। ১৫। দুই ঈদের নামাযে ২য় রাকায়াতের রুকুর জন্য তাকবীর বলা ১৬। লফজ আল্লাহু আকবার বলিয়া নামায শুরু করা ১৭। ইমামের জোর আওয়াজে কেরাত করা ফজর, মাগরিব, এশা, জুমুয়া, দুই ঈদে ও তারাবীহ এবং রমজান মাসে বেতের নামাযে ১৮। যোহর আছরে এবং দিনের বেলায় সুন্নত ও নফল নামাযে নিজ কানে শুনতে পায় এই পরিমাণ আস্তে আওয়াজে কেরাত করা।

হুকুম এই যে যদি উক্ত ওয়াজিবসমূহ হইতে কোন ওয়াজিব ছুটিয়া যাইয়া থাকে তবে সিজদায়ে সোহো করিয়া নিলে নামায দুরস্ত হইবে।

মুফসেদাতে নামায

যে সমস্ত কারণে নামায ভঙ্গ হইয়া যায়

মুফসেদাতে নামায ঐ সকল বস্তুকে বলে যাহার কারণে নামায ফাসেদ হইয়া যায় অর্থাৎ নামায ভাঙ্গিয়া যায় এবং উহা দোহরাইয়া পড়া জরুরী।

১। নামাযের হালতে জবানে কোন বাক্য বাহির করা যদিও তাহা ভুলবশতঃ হোক না কেন। ২। মানুষের কথার মত কথার দ্বারা

দোয়া করা যথা ঃ আয় আল্লাহ আমাকে খানা দান করেন। ৩। সাক্ষাতের নিয়্যতে সালাম করা, যদিও তাহা ভুলবশতঃ করে।৪। জবানে উচ্চারণের দ্বারা অথবা মোসাফাহা বা করমর্দন দ্বারা কাহারো সালামের জওয়াব দেওয়া ৫। আমলে কাছির করা যথা উভয় হাতের দ্বারা পাজামা লুঙ্গী বান্ধা ৬। কেবলার দিক হইতে ছিনা ফিরিয়া যাওয়া ৭। যে বস্তু মুখের মধ্যে নাই এমন বস্তু খাওয়া যদিও তাহা সামান্যতম বস্তু হোক না কেন। ৮। দাঁতের মধ্যে আটকা পড়া কোন বস্তু যাহা চনা বুট পরিমাণ হয় উহা খাওয়া ৯। কোন বস্তু পান করা ১০। বিনা ওজরে কাশা ১১। উহ্ উহ্ করা ১২। আহ্ আহ্ করা ১৩। ওহ্ ওহ্ করা ১৪। মুছীবত এবং ব্যথার কারণে উচ্চস্বরে কাঁদা ১৫। হাঁচি দাতা ব্যক্তির আলহামদু লিল্লাহ বলার জবাবে ইয়ারহাম কুমুল্লাহ বলা ১৬। কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করিল আল্লার সহিত অন্য কোন শরীক আছে? নামাযে রত ব্যক্তির উহার জওয়াবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা ১৭। কোন মন্দ খবরের উপর ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজেঊন পড়া ১৮। খোশ খবরির উপর আলহামদু লিল্লাহ বলা ১৯। আশ্চর্যজনক খবর শুনিয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অথবা সুবহানাল্লাহ বলা ২০। কোন ব্যক্তিকে কোন কিছুর প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য কোরআন পাকের কোন আয়াত পড়া, যেমন ঃ ইয়া ইয়াহ ইয়া খুযিল কিতাবা বি কুওয়াতিন ইত্যাদি ২১। তাইয়্যাম্মুমকারী ব্যক্তির পানি প্রাপ্তির সামর্থ্য হওয়া ২২। মোজার উপর মুসেহ করার মুদ্দত পূর্ণ হওয়া ২৩। মোজা পরিহিত ব্যক্তির মসেহ করা মোজা খুলিয়া ফেলা ২৪। নামায না জানা ব্যক্তি নামাযে রত অবস্থায় নামায জায়েজ হওয়া পরিমাণ কোরআন পাক শিক্ষা নেওয়া ২৫। বস্ত্রহীন উলঙ্গ ব্যক্তির ছতর ঢাকার পরিমাণ কাপড় পাইতে সক্ষম হইয়া যাওয়া ২৬। ইশারায় নামায

আদায়কারী ব্যক্তির রুকু সিজদা করার সামর্থ্য হইয়া যাওয়া ২৭। ছাহেবে তরতীব বা পাঁচ ওয়াক্তের কম নামায পর পর যাহার জিম্মায় রহিয়াছে, এমন ব্যক্তির নামাযের মধ্যে ফউত হওয়া নামাযের কথা স্মরণে আসা এবং সময়ের গুনজায়েশ অর্থাৎ না পড়া নামায পড়ার সময় ও থাকা ২৮। ইমামের নামায ছুটিয়া গেলে ইমামের অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে খলীফা বানান ২৯। ফজরের নামায পড়ার সময় সূর্য উদয় হইয়া যাওয়া ৩০। দুই ঈদের নামাযে সূর্য ঢলিয়া জাওয়ালের সময় হইয়া যাওয়া ৩১। জুমুয়া নামায পড়ার হালতে আছরের অক্ত হইয়া যাওয়া ৩২।জখমের পট্টি শুকাইয়া নামাযের হালতে পট্টি খুলিয়া পড়িয়া যাওয়া ৩৩। মায়াযুর ব্যক্তির ওজর খতম হইয়া যাওয়া। ৩৪। স্বেচ্ছায় হদছ করা অর্থাৎ অজু ভাঙ্গিয়া দেওয়া ৩৫। অপরের কোন আমলের কারণে হদছ বা অজু ভঙ্গ হইয়া যাওয়া, যেমন নামাযের হালতে বাঘ আসিল, বা শত্রু আক্রমন করিল, ভয়ে অজু ছুটিয়া গেল ইত্যাদি ৩৬। বেহুশ হইয়া যাওয়া ৩৭। মজনুন বা পাগল হইয়া যাওয়া ৩৮। কাহারো উপর নজর করায় গোসলের প্রয়োজন হওয়া ৩৯। নামাযের মধ্যে এমন ভাবে ঘুম আসিতেছে, সেই ঘুমে নামায ভাঙ্গে না অথচ স্বপ্নদোষ হইয়া যাওয়া ৪০। বেগানা মেয়েলোকের পর্দা ব্যতীত কোন পুরুষের পাশে নামাযে দাঁড়ান এমতাবস্থায় যে উভয়ে একই নামাযে রত এবং একই তাহরীমায় যুক্ত এবং পুরুষ ব্যক্তি এই মহিলার ইমামতির নিয়্যতও করিয়াছে। ৪১। হদছ লাহেক হওয়া ব্যক্তির ছতর খুলিয়া যাওয়া, যদিও সে মজবুরীর জন্য ছতর খুলিতে বাধ্য ৪২।যাহার অজু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহার অজু করিতে যাওয়ার সময় অথবা অজু করিয়া আসার সময় কেরাত করা ৪৩। হদছ লাহেক হওয়ার কথা জানা সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় এক রুকন পরিমাণ

বিলম্ব করা ৪৪। হদছ লাহেক যুক্ত ব্যক্তির নিকটস্থ স্থানে পানি থাকা অবস্থায় দূরে গিয়া অজু করা ৪৫। হদছ লাহেক হওয়ার সন্দেহে মসজিদের বাহিরে যাওয়া ৪৬। মসজিদ ছাড়া অন্য কোনস্থানে নামায পড়া অবস্থায় হদছ লাহেক হওয়ার সন্দেহে কাতার ডিঙ্গাইয়া বাহিরে আসা ৪৭। অজু নাই সন্দেহ করিয়া অথবা মোজা মুছেহ করার মুদ্দত শেষ হইয়া গিয়াছে অথবা জিম্মায় ফরয নামায রহিয়াছে অথবা কাপড় নাপাক মনে করিয়া নামায হইতে বিরত রহিয়াছে কিন্তু ঘটনা সবই বিপরীত অথচ সে যদিও মসজিদ হইতে বাহিরে যায় নাই ৪৮। অন্য মোক্তাদীদের ইমামকে লোকমা দেওয়া ৪৯। এক নামায হইতে অন্য নামাযে লিপ্ত হওয়ার তাকবীর বলা ৫০। তাকবীরের হামজার উপর মদ করা ৫১। যেই সুরা বা যেই আয়াত মুখস্থ নাই উহা নামাযে পড়া ৫২। ছতর খোলা অবস্থায় এক রুকন আদায় করা অথবা ঐ পরিমাণ ছতর খোলা রাখা ৫৩। এমন নাপাক থাকা যাহার কারণে নামায হয় না। চাই সেই নাপাক হাকিকী হোহ অথবা হুকমী হোক ৫৪। মোক্তাদীর কোন রুকুনে ইমামের আগে বাড়িয়া যাওয়া, সেই রুকুনে ইমাম মোক্তাদীর সহিত শরীক হইল না ৫৫। ইমামের সিজদায়ে সোহোর মধ্যে মসবুকের এত্তেবা করা, অর্থাৎ ইমামের উপর সিজদায়ে সোহো ওয়াজীব ছিল, ভুলবশতঃ ছালাম ফিরাইছে মসবুক তার নামায পূরণ করিতেছিল, হঠাৎ ইমামের স্মরণ হইল যে, সিজদায়ে সোহো জিম্মায় রহিয়াছে, সে তখনই সিজদায়ে সোহো আদায় করিল মসবুক ব্যক্তি যদিও ইমামের সহিত এত্তেবা করে ৫৬। শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পরিমাণ বসার পর মনে হইয়াছে যে, ভুলবশতঃ সিজদা করা বাকী রহিয়াছে, সিজদা আদায় করিয়া পুনরায় তাশাহহুদ পরিমাণ না বসা ৫৭। ঘুমন্ত অবস্থায় আদায় করা রুকনকে জাগ্রত অবস্থায়

পুনরায় আদায় না করা ৫৮। আখেরী বৈঠকে তাশাহহুদ পরিমাণ বসার পর ইমাম খিলখিলাইয়া হাসিলে মসবুকের নামায ফাসেদ হওয়া এবং ইমামের ফাসেদ না হওয়া। কিন্তু ইমামের পুনরায় অজু করিয়া নামায দোহরান ওয়াজিব ৫৯। যেই নামায দুই রাকায়াত যুক্ত নয় যেমন এশা ও মাগরিব নিজকে মুসাফের মনে করিয়া দুই রাকায়াত পড়িয়া সালাম ফিরাইলে। আসলে সে মুসাফের নহে বরং মুকীম ৬০। নূতন মুসলমান হওয়া ব্যক্তি দুই রাকায়াত ওয়ালা নামায ব্যতীত তিন ও চার রাকায়াত ওয়ালা ফরয নামাযকে দুই রাকায়াত ফরয মনে করিয়া দুই রাকায়াতে সালাম ফিরান। (নুরুল ইযা হইতে সংগৃহীত)

মহিলাদের নামাযের বিস্তারিত নিয়ম

নামাযের সময় হলে সর্বশরীর পাক করে পাক কাপড় পরিধান করবে, গোছলের হাজত হলে গোছল করবে, নতুবা ওযূ করে পাক জায়গায় কেবলার দিকে মুখ করে আল্লাহর সম্মুখে নম্র ভাবে কায়মনবাক্যে নত শিরে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তৎপর সর্বপ্রথমে নামাযের নিয়্যত করে মুখে 'আল্লাহু আকবর' বলবে। দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠাবে। দু'হাত কাপড় হতে বের করবে না।

এরূপে তকবীরে তাহরীমা বলে বুকের উপর হাত বেঁধে দাঁড়াবে। হাত বাঁধার নিয়ম এই যে, স্তনদ্বয়ের উপরিভাগে বামহাত নীচে রেখে তার উপর ডান হাত রাখবে। তারপর এ ছানা পড়বে ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ

অর্থ ঃ আল্লাহ! তুমি পাক, তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, তোমার নাম পবিত্র এবং বরকতময়, তুমি মহান হতে মহান, তুমি ব্যতীত

অন্য কেহ উপাস্য নেই।

তারপর 'আউযুবিল্লাহ' 'বিসমিল্লাহ' পড়ে 'আলহামদু' সূরা পড়বে; সূরা ফাতেহা শেষ করার পর 'আমীন' বলবে। তারপর আবার বিসমিল্লাহ পড়ে কোন একটি 'সূরা' পড়বে। তারপর আবার 'আল্লাহু আকবর' বলে রুকূতে যাবে।রুকূতে তিন, পাঁচ বা সাতবার সুবহানা রাব্বিয়াল আযিম বলবে।

রুকূ করার নিয়ম

স্ত্রীলোকগণের রুকূ করার নিয়ম এই যে, বাম পায়ের টাখনু ডান পায়ের টাখনুর সঙ্গে মিলিয়ে মাথা ঝুকিয়ে দু'হাতের অঙ্গুলিসমূহ যুক্ত অবস্থায় দু'হাঁটুর উপর রাখবে এবং হাতের বাজু ও কনুই শরীরের সঙ্গে মিশিয়ে রাখবে।

এরূপে রুকূ শেষ করে তারপর সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ অর্থ—যে কেহ আল্লাহর প্রশংসা করবে আল্লাহ তার শ্রবণ করবেন, অর্থাৎ গ্রহণ করবেন বলতে বলতে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। দাঁড়ায়ে রাব্বানা লাকাল হামদ ('হে আল্লাহ! আমরা তোমারই প্রশংসা করছি) বলবে এবং ঠিক সোজা ভাবে দাঁড়িয়ে তারপর আল্লাহু আকবর বলতে বলতে সেজদায় যাবে।

সেজদা করার নিয়ম

মহিলাদের সেজদা করার নিয়ম এই যে, মাটিতে প্রথমে দু হাঁটু রাখবে, তারপর দু হাতের পাতা মাটিতে রেখে তার মাঝখানে মাথা রেখে নাক এবংকপাল উভয়ই মাটিতে ভালমত লাগিয়ে রাখবে। সেজদার স ময় দু হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিত অবস্থায় কেবলা দিক করে রাখবে ও দু পায়ের আঙ্গুলও কেবলার দিকে রোখ করে মাটিতে

লাগিয়ে রাখবে। পায়ের পাতা খাড়া রাখবে না উভয় পায়ের পাতা ডান দিকে বের করে দিয়ে মাটিতে শোয়ায়ে রাখবে এবং যথাসম্ভব পশ্চিম দিকে মুখ করে রাখবে। স্ত্রীলোকগণ সর্বাঙ্গ মিলিত অবস্থায় সেজদা করবে; মাথা হাঁটুর নিকটবর্তী রাখবে এবং উরু পায়ের নলার সঙ্গে ও হাতের বাজু শরীরের পার্শ্বের সঙ্গে মিলিত রাখবে। সেজদায় অন্ততঃ তিন, পাঁচ কিংবা সর্বোপরি সাতবার সুবহানা রাব্বিয়াল আলা (অর্থাৎ আমার সর্বোপরি প্রভু আল্লাহ তিনি পবিত্র) বলবে। এরূপে এক সেজদা করে আল্লাহু আকবার বলে মাথা উঠিয়ে ঠিক সোজা হয়ে বসবে। ঠিক হয়ে বসার পর দ্বিতীয় বার আল্লাহু আকবার বলে পূর্বের মত সেজদা করবে। দ্বিতীয় সেজদায় উপরোক্তরূপে অন্ততঃ তিনবার (কিংবা ৫ বার কিংবা ৭ বার) সুবহানা রাব্বিয়াল আলা বলবে। এরূপে সেজদা শেষ করে আল্লাহু আকবর বলে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবার সময় বসবেনা বা হাতের দ্বারা টেক লাগাবেনা

(দ্বিতীয় সেজদা থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে) যখন দ্বিতীয় রাকআত শুরু করবে তখন আবার বিসমিল্লাহ পড়বে। তারপর আলহামদু সূরা পড়বে। তারপর অন্য কোন একটি সূরা পড়বে। তারপর প্রথম রাকআতের মত রুকূ, সেজদা করে দ্বিতীয় রাকআত পূর্ণ করবে।

বসার নিয়ম

যখন দ্বিতীয় রাকআতের দ্বিতীয় সেজদা থেকে মাথা উঠাবে, তখন স্ত্রীলোকগণ উভয় পায়ের পাতা ডান দিকে বের করে দিয়ে চোতড় মাটিতে লাগিয়ে বসবে। এরূপে বসে হাতের দু পাতা উরুদেশের উপর হাঁটু পর্যন্ত আঙ্গুলগুলো মিলিতাবস্থায় বিছিয়ে রাখবে। এরূপে বসে খুব মনোযোগের সাথে আত্তাহিয়্যাতু পড়বে ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

অর্থ ঃ সমস্ত তাযীম, সমস্ত ভক্তি, নামায, সমস্ত পবিত্র এবাদত–বন্দেগী আল্লাহর জন্য, আল্লাহর উদ্দেশ্য। হে নবী ! আপনাকে সালাম এবং আপনার উপর আল্লাহর অসীম রহমত ও বরকত। আমাদের জন্য এবং আল্লাহর অন্যান্য সমস্ত নেক বন্দার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি অবতীর্ণ হোক।আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই এবং ইহাও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর (সত্য) রাসূল।

যদি (তিন বা) চার রাকাআত ওয়ালা নামায হয়, তবে 'আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু' পর্যন্ত পড়ে আর বসবে না, তৎক্ষণাৎ 'আল্লাহু আকবর' বলে উঠে দাঁড়াবে এবং পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে তৃতীয় ও চতুর্থ রাক্আত পূরা করবে, (কিন্তু নফল, সুন্নত বা ওয়াজিব নামায হলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে সূরা–ফাতেহার সঙ্গে অন্য সূরা মিলাবে,) আর ফরয নামায হলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাক্আতে সূরা মিলাবে না।

এরূপে তৃতীয় ও চতুর্থ রাক্আত শেষ করে পুনরায় বসবে এবং আবার আত্তাহিয়্যাতু পড়ে পরে এ দুরূদ শরীফ পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ
مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

অর্থ—হে আল্লাহ্! হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আওলাদগণের উপর তোমার খাছ রহ্মত নাযিল কর, যেমন ইব্রাহীম (আঃ) এবং ইব্রাহীম (আঃ)-এর আওলাদগণের উপর তোমার খাছ রহ্মত নাযিল করেছ, নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসার যোগ্য এবং সর্ব্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। হে আল্লাহ্! মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আওলাদগণের উপর তোমার খাছ বর্কত চিরবর্ধনশীল নেয়ামত নাযিল কর, যেমন ইব্রাহীম (আঃ) এবং ইব্রাহীম (আঃ)-এর আওলাদের উপর তোমার খাছ বর্কত নাযিল করেছ ; নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসার যোগ্য এবং সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী।

এ দরূদ শরীফ পড়ার পর নিম্নের দোআ পড়বে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ
اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ
اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

হে আল্লাহ! আমি অনেক গোনাহ করেছি এবং তুমি ব্যতীত গোনাহ মাফকারী অন্য কেউ নেই। অতএব, নিজ দয়াগুণে আমার সব গোনাহ মাফ করে দাও এবং আমার উপর তোমার রহমত নাযিল কর। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল এবং দয়াশীল।

এরূপে দোআ মাছুরা পড়ে প্রথম ডান দিকে তারপর বাম দিকে সালাম ফিরাবে। সালাম ফিরাবার সময় মুখে, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া-রাহমাতুল্লাহ এবং দেলে দেলে ফেরেশতাদের সালাম করার নিয়্যত করবে।

এ পর্যন্ত নামাযের নিয়ম বর্ণনা করা হলো। কিন্তু এর মধ্যে যেসব কাজ ফরয যদি কেউ তা তরক করে জেনে করুক বা ভুলেকরুক তার নামায আদৌ হবে না। নামায পুনরায় পড়তে হবে। আর যেসব কাজ ওয়াযিব যদি কেউ তা স্বেচ্ছায় তরক করে তবে সে অতি বড় গোনাহ্গার হবে এবং নামায দোহরাইয়া পড়তে হবে। ভুলে কোন ওয়াজিব তরক করলে সহো সেজদা করতে হবে। যে সব কাজ সুন্নত বা মোস্তাহাব সেগুলো তরক করলে নামায হয়ে যায় কিন্তু সওয়াব কম হয়।

পুরুষ ও মহিলাদের নামাযের ২৫ প্রকার পার্থক্য

খাজাইনুল আছরার নামক কিতাবে লিখেছে যে, মহিলা এবং পুরুষের নামাযের মধ্যে পঁচিশ প্রকার পার্থক্য আছে ঃ

১। মহিলাগণ তাকবীরে তাহরিমা বলার সময় হাত গর্দান পর্যন্ত উঠাবে এবং পুরুষগণ উভয় হাত উভয় কানের লতি পর্যন্ত উঠাবে

২। মহিলাগণ তাকবীরে তাহরিমার সময় উভয় হাত শাড়ির ভিতর হতে বের করবে না এবং পুরুষগণ আস্তিন হতে বের করবে।

৩। মহিলাগণ ডান হাতের কব্জা বাম হাতের কব্জার উপর শুধু রেখে দিবে এবং পুরুষগণ ডান হাতের আঙ্গুল দ্বারা বাম হাতের কব্জাকে শক্ত করে ধরবে।

৪। মহিলাগণ হাত বুকের উপর বাঁধবে এবং পুরুষগণ নাভীর নীচে বাঁধবে।

৫। মহিলাগণ রুকূর মধ্যে সামান্য মাত্র নত হবে এবং পুরুষগণ এমনভাবে নত হবে যেন তার পিঠ মাথা ও পাছা সমান থাকে

৬। মহিলাগণ রুকূর মধ্যে উভয় হাতের দ্বারা হাঁটুতে ঠেক দিবেনা এবং পুরুষগণ উভয় হাত দ্বারা হাঁটুতে ঠেক দিবে।

৭। মহিলাগণ রুকূর মধ্যে হাতের আঙ্গুলসমূহ হাঁটুর উপর মিলিয়ে রাখবে এবং পুরুষগণ উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে হাঁটুকে শক্ত করে ধরবে।

৮। মহিলাগণ রুকূর মধ্যে উভয় হাত হাটুর উপর মাত্র রেখে দিবে।

৯। মহিলাগণ রুকূর মধ্যে উভয় হাটু ঝুকিয়ে রাখবে এবং পুরুষগণ সোজা করে রাখবে।

১০। মহিলাগণ রুকূতে জমাট হয়ে থাকবে এবং পুরুষগণ তার বিপরীত।

১১। মহিলাগণ সেজদার মধ্যে বগলকে চাপিয়ে রাখবে এবং পুরুষগণ বগল খুলে রাখবে।

১২। মহিলাগণ সেজদার মধ্যে উভয় হাত মাটির উপর বিছিয়ে রাখবে এবং পুরুষগণ জমিন হতে পৃথক রাখবে।

১৩। মহিলাগণ আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় উভয় পা ডান দিকে বের করে দিবে এবং পাছার উপর বসবে এবং পুরুষগণ বাম পা

বিছিয়ে বসবে এবং ডান পা দাঁড়ানো রাখবে।

১৪। মহিলাগণ আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করার সময় হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখবে এবং পুরুষগণ স্বাভাবিক ভাবে রাখবে।

১৫। মহিলাগণ নামায পড়ার সময় যখন কোন পুরুষ তার সামনে আসবে তখন রানের উপর হাত মেরে তালি বাজাবে এবং পুরুষগণ ছোবহান আল্লাহ বলবে।

১৬। মহিলাগণ পুরুষের ইমামতি করতে পারবে না, পুরুষগণ মহিলাদের ইমামতি করতে পারবে।

১৭। মহিলাদের জামাত মাকরুহ এবং পুরুষগণের জামাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা।

১৮। মেয়েরা জমাতে উপস্থিত হওয়া মাকরূহ এবং পুরুষগণের জন্য সুন্নত।

১৯। মেয়েরা জমাতের মধ্যে পুরুষদের পিছনে দাঁড়াবে।

২০। মেয়েদের উপর জুমার নামায ফরয নহে, পুরুষদের উপর ফরয।

২১। মেয়েদের উপর ঈদের নামায ওয়াযিব নহে এবং পুরুষদের উপর ওয়াযিব।

২২। মেয়েদের উপর আইয়ামে তাশরিকের মধ্যে তাকবীর বলা ওয়াযিব নহে; পুরুষদের উপর ওয়াযিব।

২৩। মেয়েদের জন্য ফযরের নামায অন্ধকার থাকতে পড়া মুস্তাহাব এবং পুরুষদের জন্য ফরসা করে পড়া মুস্তাহাব।

২৫। মেয়েরা জেহেরী নামাযে চুপে চুপে কেরাত পাঠ করবে আর পুরুষরা আওয়াজ করে পড়বে। বাহরুররায়েক নামক কিতাবে আছে যে, মেয়েরা সেজদার মধ্যে উভয় পা জমিনে বিছিয়ে রাখবে এবং

পুরুষগণ উভয় পা দাড় করিয়ে রাখবে। এবং আল্লামা তাহতাবি আরও দুটি পার্থক্য বৃদ্ধি করেছেন, মেয়েরা আযান দিবে না এবং মসজিদে এতেকাফ করবে না এবং পুরুষগণ এর বিপরীত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সামাজিক আচরণের আলোকে মাতৃজাতির সংশোধন

একান্ত নির্বুদ্ধিতা ও বোকামী

যেমনিভাবে হাতের পাঁচটি আঙ্গুল একরকম নয় তেমনিভাবে সকল মহিলা একরকম নয়। সকল পুরুষও একরকম নয়।

(১) কোন কোন মহিলা স্বামীকে মোটেও সম্মান করে না বরং তাকে বেইজ্জত করার চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগে থাকে। তারা মনে পুরুষ মানেই আমাদের গোলাম ও সেবাকারী। তাদের তো আমাদের অধীনে থাকা উচিত।এমনভাবে স্বামীর উপর কর্তৃত্ব চালাতে চায় যেন একজন পুরুষ আর তার স্বামী একজন মেয়েলোক।

(২) কোন কোন মেয়ে আবার বিবাহের দিনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেলে যে, শ্বশুর শাশুড়ীর সাথে থাকবে না। এরা স্বামীর বাড়ী এসেই শাশুড়ী ননদদের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি শুরু করে দেয়। রাত দিন শুধু ঝগড়া বাধানোর ছুতা খুঁজে বেড়ায়। কত আশা বুকে রেখে ছেলেকে বিয়ে দিয়েছে। সেই আশা তাদের ভেঙে চুরমার করে দেয়। এ সমস্ত ভাগ্যবান বধুর সময় সুযোগের অপেক্ষা করার মত ধৈর্যও নেই। এতটুকু চিন্তা করে না বাস্তবিকই একদিন পৃথক সংসার করতে হবে। চিরদিন কেউ শ্বশুর শাশুড়ীর সঙ্গে থাকে না।যদি তাই হতো তবে এই পৃথিবীটা

অগণিত পরিবার ও অগণিত গ্রাম গঞ্জ শহর বন্দর ইত্যাদি দ্বারা আবাদ হতো কিভাবে? কিন্তু সে এ বাস্তবতাকে অনুধাবন করতে মোটেও সক্ষম নয়। সে চায় আজই এখনই সবকিছু পেতে চায়। স্বামীকে নানাভাবে উত্যক্ত করতে থাকে। নানান রঙের কথা শুনিয়ে তাকে অতিষ্ঠ করে তুলে অবশেষে সে বাঁধ্য হয় পিতামাতাসহ পরিবারের সকলকে ছেড়ে পৃথক ঘর বাঁধতে।

কোন কোন মহিলা স্বামীকে এমন সব কথা বলে যে, শুনামাত্র শরীরে আগুন ধরে যায়। কিন্তু চুপ থাকা ছাড়া উপায় থাকে না। কেননা স্ত্রীকে মুখের দ্বারা বা চোখের ইশারায়ও যদি কিছু বলা হয় তবে দেখা যায় তামাশা কাকে বলে। স্ত্রীর বিলাপ আর চীৎকারে বাড়ীঘর মহল্লাবাসী সব একত্রিত হয়ে যায়। স্বামী অবস্থাদৃষ্টে বাড়াবাড়ি করাটা সমীচীন মনে করে না। কথাগুলো গায়ে না মেখে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। কিন্তু নির্বোধ মহিলা একে নিজের বিজয় মনে করে ভাবতে থাকে স্বামী তাকে ভয় করে।

পরবর্তীতে আরও বেশী বেপরোয়া হয়ে উঠে। অথচ আল্লাহ তাআলা পুরুষদেরকে যুদ্ধমাঠে তোপ-কামানের সামনে নির্ভয়ে বুক পেতে দাঁড়িয়ে থাকার মত সাহস দিয়েছেন। এমন সাহসী বীর পুরুষরা অবলা নারীকে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। এরা শুধু ইজ্জতের ভয়ে পাশ কেটে যায়।কিন্তু মেয়েরা মোটেও এর পরোয়া করেনা। চিন্তাও করেনা যে,পুরুষরা কত কষ্ট করে উপার্জন করে আনে আমাদের সামনে রেখে দেয়। আমাদের এটাকে মূল্যায়ন করা উচিত। কিন্তু তারা ভুলেও এ চিন্তা কোনদিন করে না।

মোটকথা মহিলাদের নির্বুদ্ধিতা এবং দুর্ব্যবহারের কারণে পুরুষরা অতিষ্ঠ হয়ে যায়। শান্তির কোন পথ ও পন্থা আর তাদের সামনে

বাকী থাকে না। অনন্যোপায় হয় বিদেশে পাড়ি জমায়। যখন কামাই রোজগার হাতে এসে যায় ওখানেই মনমত বিয়ে করে শান্তির অন্বেষায় মেতে উঠে। এদিকে স্ত্রীর তো শ্বশুর শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া লেগেই আছে যে কেন তাকে স্বামীর নিকট পাঠানো হচ্ছে না এবং ঘুনাক্ষরেও একবার ভেবে দেখে না যে তারই কারণে স্বামী আজ ঘরছাড়া হয়েছে

মেয়েরা যদি বিবাহের দিন হতে স্বামীর মতের সঙ্গে মত মিলিয়ে নেয় এবং শ্বশুর শাশুড়ীর অনুগত থাকে তবে এটা কেউ কল্পনাও করে না যে বউ কোনদিন তাঁদের থেকে পৃথক হবে। সারা ঘরই তখন তার নিজের হয়ে যায়। ধরে নাও যে স্বামী বা শ্বশুর শাশুড়ীর কোন আচরণ তোমার মনের বিপরীত হলো তবে আস্তে আস্তে নম্রতার সাথে বুঝিয়ে শুনিয়ে এমনভাবে সংশোধন করা চাই যেন তারা কথাটা অপছন্দ না করে বরং বুঝতে সক্ষম হয় এবং সংশোধন হয়ে যায়। জোরপূর্বক কারো অভ্যাস পরিবর্তন করা যায় না। বিশেষ করে এতে করে স্বামী আরও বেশী জেদি হয়ে বসে। আলসে মেয়েরা পুরুষদের মন জয় করতে পারে না।

কোন কোন মেয়ে মনে করে আমি বড় ঘরের মেয়ে। কত যৌতুক নিয়ে এসেছি সুতরাং স্বামী শাশুড়ীর আনুগত্য স্বীকার করাটা আমার মানহানিকর ব্যাপার। এমন কি যে স্বামীর সাথেও ভালভাবে কথা বলতে রাজি নয়। অন্যের সেবা তো দূরের কথা নিজের কাজ পর্যন্ত করে না। বালিশে হেলান দিয়ে শুয়ে বসেই দিন রাত কেটে যায়। আর মেজাজ তো সর্বদাই পঞ্চমে চড়ে থাকে।

কোন কোন মহিলা আবার অসুস্থতার অজুহাতে দিন রাত শুয়ে থাকে।মাথা ব্যথা মাথায় চক্কর এটা সেটা মোট কথা বাড়ীর সকলকে বিরক্ত করে ফেলে। হাজারো চিকিৎসা, ঔষধ পথ্য, মোরব্বা, হালুয়া,

টনিক, ভিটামিন ও পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে যাচ্ছে কিন্তু মাথার চক্কর কমছে না। আবার কখনো জিনে ভূতে ধরারও ভান করা হয়। স্বামীকে কতভাবে যে দৌড়ায় নাচায়, শেষ পর্যন্ত তাকে পাগল বানিয়ে ছাড়ে। উদ্দেশ্য একটিই যে, স্বামী তার বাধ্যতা স্বীকার করে। যখন যা আদেশ করা হয় বিনা বাক্য পালন করে চলে। সর্বদা স্ত্রীর সেবা যত্নের জন্য কোমর বেধে প্রস্তুত থাকে। এ কয়েকটি উপদেশ লেখা হলো। এ ধরনের মেয়েরা আল্লাহ তাআলার নাফরমান, তারা দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্থ।

দোষণীয় কিছু অভ্যাস যা ত্যাগ করা একান্ত জরুরী

(১) মেয়েদের একটি দোষ হলো এরা কথার সোজা উত্তর না দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এদিক সেদিকের বার কথা মিলিয়ে কথা বলে। এরপরও আসল কথার হদিস পাওয়া যায় না। মনে রেখ কেউ কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে আগে এর অর্থ ভাল করে বুঝে নাও। তারপর প্রয়োজনমত উত্তর দিয়ে দাও।

(২) অনেক সময় দেখা যায় কোন কাজের কথা বললে হাঁ-না উত্তর দিয়ে চুপ থাকে। বলনেওয়ালা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যায়—আল্লাহই জানে শুনল কি না। অনেক সময় সে আশায় থাকে কাজ হয়ে যাবে কিন্তু দেখা গেল কাজের জায়গায় কাজ পড়ে আছে—জিজ্ঞাসা করলে বলে আমি তো শুনিই নি আপনি কিসের কথা বলেছেন।আবার অনেক সময় শুনেনি মনে করে দ্বিতীয় বার বললে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে বলে শুনছি তো একশ বার বলতে হবে নাকি? অথচ কথা শুনামাত্র সে যদি বলে দিত,

আচ্ছা ঠিক আছে। সব ঝামেলা চুকে যেত।

(৩) অনেক সময় আবার চাকরানীকে বা অন্য কাউকে কোন আদেশ করতে হলে দূরে থেকে চিৎকার করে বলে। এতে দুটি অসুবিধা হয়—(ক) একে তো বেপরদেগী ও নির্লজ্জতা বৈঠক ঘরে বরং কোন সময় রাস্তায় পর্যন্ত আওয়াজ শুনা যায় (খ) দূরে থেকে কিছু কথা বুঝা যায় কিছু যায় না। যতটুকু বুঝতে পারে অতটুকু কাজ হয় বাকী কাজ পড়ে থাকে। এখন মেম সাহেব চটে যান, কেন কাজ হলো না। অন্যে জবাব দিচ্ছে শুনিনি।এখন সাজতো হয়নি বলেছি শুনিনি, বলেছি শুনিনি খুব চলতে থাকে।এমনি চাকরানী কোন খবর নিয়ে আসলে বাহির থেকেই চিৎকার করে বলতে শুরু করবে। অথচ ভদ্রতা ছিল কোন কথা বলতে হলে কাছে গিয়ে বলত বা কাছে ডেকে বলত কোন ঝামেলা হতো না।

(৪) আর একটি দোষ হলো কোন জিনিস প্রয়োজন হোক বা না হোক পছন্দ হলেই কিনে ফেলবে। যদিও কর্জ করতে হয়। এতে পরোয়া নেই।আর কর্জ না হলেই বা কি এভাবে অযথা পয়সা খরচ করার কোন দরকার।এটা তো অপব্যয় এবং গুনাহের কাজ। সুতরাং যেখানে খরচ করবে ভেবে চিন্তে দেখ প্রথমে যে এখানে খরচ করলে দ্বীনি বা দুনিয়াবী কোন ফায়দা আছে কি না। যদি ফায়দা থাকে তবে খরচ কর নতুবা অযথা পয়সা নষ্ট করবে না। কিছু কষ্ট হলেও সহজে ঋণ করবেনা

(৫) মহিলারা কোথাও যাওয়ার মনস্থ করলে সাজতে সাজতে অনেক দেরী করে ফেলে। নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে রওয়ানা হয়। পথে রাত হয়ে গেলে জানমালের আশংকা হয়। গরমের দিন হলে নিজেও রোদে পুড়ে বাচ্চাদেরও কষ্ট হয়।

(৬) কোথাও যাবার বেলায় এক গাধা আসবাবপত্র সাথে নিয়ে রওয়ানা হয়। এতে ছফরে কষ্ট হয়। বহন খরচ, ছামান নিয়ে গাড়ী ঘোড়ায় চড়া এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ বেচারা সাথের পুরুষের জান শেষ। কি দরকার এতসব নিয়ে যাওয়ার। নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে যাবে। ছফর আরামদায়ক ঝামেলামুক্ত হবে।

(৭) অনেক সময় দেখা যায় গাড়ী ঘোড়ায় উঠার সময় পর্দার খেয়াল রাখা হয় না। এমন হওয়া উচিত নয়। যেমনি ভাবে ঘরে পর্দা করা হয় ছফরের সময়ও পর্দা করা আবশ্যক।

(৮) অনেক সময় কোথাও যাওয়ার জন্য গাড়ী বা নৌকা ঘাটে এসে উপস্থিত কিন্তু তৈরী হতে দেরী এটা ওটা করে এক ঘন্টা বিলম্ব। এতে করে ভাড়া বেশী দিতে হয়। সময়মত কাজ করা যায়না।

(৯) যে বাড়ীতে যাচ্ছে সেখানে গিয়ে কোনরূপ সংবাদ ছাড়াই সোজা ঘরে ঢুকে পড়ে। অনেক সময় পরপুরুষ ঘরে থাকতে পারে। বেপর্দা হবে।তার চেয়ে বরং সংবাদ দিয়ে ঘরে পরপুরুষ কেউ থাকলে সরে গেলে পরে প্রবেশ করাটা বাঞ্ছনীয়।

(১০) মেয়েদের মধ্যে দেখা যায় এক সাথে দুজনে কথা বলতে থাকে। কেউ কারোটা শুনেনা। এতে কোন ফায়দা নেই। বরং একজন বললে আর একজন শুন। পরে তার কথা শেষ হলে তুমি বল

(১১) অনেক সময় দেখা যায় এক কাজে পাঠালে যেয়ে আর এক কাজে লেগে যায় যখন উভয় কাজ শেষ হয় তখন ফিরে আসে এতে যে কাজে পাঠাল তার খুব কষ্ট হয়। সে ভাবে একটা কাজ করতে এতক্ষণ সময় লাগবে কেন? অধীর অপেক্ষায় প্রহর গুণতে থাকে। এজন্য যে কাজে পাঠানো হয় প্রথমে সেটা শেষ করে ফিরে এসে খবর দিয়ে পরে অন্য কাজ কর।

(১২) অলসতাও মেয়েদের একটি বদঅভ্যাস, অনেক সময় দেখা যায় সময়মত কাজ না করে রেখে দিয়েছে। এতে অনেক সময় ক্ষতি হয়।

(১৩) অনেক মেয়েদের দ্রুত সংক্ষেপে কোন কাজ শেষ করার মানসিকতা নেই। সময়ও বুঝে না যে এখন তাড়াতাড়ি কোনরকম কাজ শেষ করা উচিত। বরং সে তার আপনগতিতে কাজ করে যাচ্ছে। এদিকে চাই কিয়ামত হয়ে যাক। এতে করে অনেক সময় মেহনত বিফলে যায়।

(১৪) কোন কিছু হারিয়ে গেলে যাচাই করা ছাড়াই কারো প্রতি অপবাদ দিয়ে দেয়। কেউ অন্য কোনকিছু চুরি করেছিল। ব্যাস, অকপটে বলে দিবে এটা তারই কাজ। অথচ এটা কোন কথা নয় যে একটা দোষ কেউ করেছে বলে সব দোষ সেই করবে। এমনি ভাবে অন্যান্য ব্যাপারেও সামান্য সন্দেহ হলেই দৃঢ়বিশ্বাস করে ফেলে এবং তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে দেয়।

(১৫) কেউ আবার চা পানে এত বেশী খরচ করে যে, গরীব স্বামীর তা বহন করা কষ্ট হয়। ধনী হলে এ খরচ দিয়ে এক ফ্যামিলি দিব্বি চলতে পারে। অনেক সময় বিনা প্রয়োজনেই খেতে শুরু করে। অথচ বেশী চা পান খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

(১৬) এদের সামনে দু ব্যক্তি কথা বলতে থাকলে জিজ্ঞাসা না করলেও আগে বেড়ে তাদের কথায় দখল দিতে চেষ্টা করে। এটা উচিত নয়। বরং তোমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করলে তখন তুমি বল

(১৭) কোন মজলিস থেকে ফিরে এসে সকল মেয়েদের আকৃতি প্রকৃতি পোষাক অলংকারের কথা স্বামীর নিকট বলতে শুরু করে। যদি স্বামীর মন কারো দিকে আকৃষ্ট হয়ে যায় তবে তোমারই তো ক্ষতি হবে।

(১৮) কারো নিকট কোন প্রয়োজনীয় কথা বলতে গেলে তার ব্যস্ততার প্রতি লক্ষ্য না করে নিজের কথা বলতে শুরু করে। এমন করা ঠিক নয়।বরং অপেক্ষা করা উচিত সে কাজ বা কথা শেষ করে এদিকে তাকালেই তার নিকট নিজের প্রয়োজনীয় কথা বলবে

(১৯) সব সময় কথা অর্ধেক ও অসম্পূর্ণ বললে খবর পৌছায় অসম্পূর্ণ।এতে অনেক সময় ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়।

(২০)পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে কারো কথা শুনবেনা। বরং মাঝে মাঝে নিজের কাজও করছে অন্যের সাথে কথাও বলছে। এটা ভাল নয়

(২১) নিজের ভুল কখনো স্বীকার করবে না। খাটুক বা না খাটুক জবাব একটা দিয়েই দিবে। অযথা কথা বানিয়ে নির্দোষ হওয়ার চেষ্টা করে।

(২২) কেউ কোন অল্প বা সাধারণ জিনিস দিলে নাক সিটকাবে তিরস্কার করবে। এমন জিনিস পাঠাতে বলেছিল কে। এত ছোট জিনিসটি পাঠাতে লজ্জা করল না ইত্যাদি বলে বেড়াবে এটা খুব খারাপ কথা। সে তোমার কোন ক্ষতি করেনি। সামর্থ্য অনুযায়ী পাঠিয়েছে। এমনি আচরণ স্বামীর সাথেও করে থাকে। কোন বস্তু সাচ্ছন্দে গ্রহণ করেনা। আগে দোষ বের করবে পরে গ্রহণ করবে

(২৩) কোন কাজের কথা বললে আগে কিছু বক বক করবে পরে অবশ্য কাজ এটা করে দিবে। কাজ যখন করবেই তাহলে হা-হুতাশ করে কি লাভ। খামাখা অন্যের মনে কষ্ট দেওয়া।

(২৪) পরিধানে রেখেই কাপড় সেলাই করবে। কোন সময় সুই ফুটে যায়। দরকার কি অনর্থক এই কষ্ট স্বীকার করার।

(২৫) কোথাও আসা-যাওয়ার সময় সকলে মিলে কান্নাকাটি করবে।চাই কান্না না আসুক তবুও এরূপ করবে। কারণ না কাঁদলে

অন্যেরা মনে করবে যে, তাদের প্রতি মহব্বত নাই।

(২৬) বালিশে বা অন্য কোথাও সুই রেখে উঠে যাবে। এতে অনেক সময় অন্য কারো গায়ে সুই ফুটার আশংকা থাকে।

(২৭) বাচ্চাদেরকে শীত গরম থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে না। অনেক বাচ্চা এ কারণে অসুস্থ হয়ে যায়। পরে তাবিজ-তুমারের পিছনে ছুটতে থাকে কিন্তু তারপরও সতর্ক হয়না।

অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু জরুরী কথা

(১) একই সাথে নিজের দুই মেয়ের বা দুই ছেলের বিবাহ অনুষ্ঠান করতে নাই। কেননা দুই বধুর বা দুই জামাতার মাঝে দেখায়-শুনায়, টাকা-পয়সায়, শিক্ষা-দীক্ষায় পার্থক্য থাকাটা স্বাভাবিক। বাড়ীর আশে পাশের লোকেরা এগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলবে। যার দরুন পুত্রবধুদের ও জামাতাদের মন খারাপ হবে।

(২) যার তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে না এবং যার তার নিকট ঘর ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে না। সব দিক থেকে যাচাই-বাছাই না করে কাউকে বিশ্বাস করবে না। বিশেষ ঐ সমস্ত বেদেনীদেরকে তো ঘরে ঢুকতেই দেবে না। যারা নানা ভাবে ঝাড়ফুক,খেলাধুলা, ভেলকী তামাশা দেখিয়ে বেড়ায় এ ধরনের প্রতারক মেয়েরা অনেক ঘর উজাড় করে নিয়ে গেছে বলে সংবাদ পাওয়া যায়।

(৩) সিন্ধুক, আলমারী যেখানে টাকা-পয়সা, গয়নাপত্র রাখা থাকে এগুলো খোলা রেখে কোথাও চলে যেও না। বরং সবসময় তালা দিয়ে রাখ।

(৪) যথাসম্ভব কোন সদাইপত্র বাকী আনবে না।অগত্যা আনতে হলে তারিখ দিয়ে লিখে রাখ। হাতে টাকা আসা মাত্র ঋণ পরিশোধ করে নাও।

(৫) লণ্ড্রিতে কাপড় পাঠালে বা দোকান থেকে নিয়মিত সদাইপত্র আসলে এগুলো লিখে রাখ মুখে মুখে হিসাবের কোন নিশ্চয়তা নাই

(৬) যতটুকু সম্ভব সংসারের খরচপাতি সীমিত রাখ যেন বেহিসাব খরচ না হয়।

(৭) বাহির থেকে আগত মহিলাদের নিকট ঘরের এমন কথা বলবে না যা বাহিরে প্রচার হওয়া পছন্দ কর না এসব মেয়েরা এক ঘরের কথা দশ ঘরে বলে বেড়ায়।

(৮) ভাত পাকানো ও রুটি বানানোর সময় আটা চাউল পরিমাণ মত মেপে দাও। এতে কেউ তিরস্কার করলেও ভ্রূক্ষেপ করবে না

(৯) বাহিরে আসা-যাওয়া করে এমন ছোট মেয়েকে স্বর্ণ-রূপার জিনিস পড়াবে না। এতে জানমাল উভয়টার আশংকা আছে।

(১০) কোন অপরিচিত ব্যক্তি তোমার স্বামী, বা বাপ-ভাইয়ের পরিচয় দিয়ে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়। তাকে কোন অবস্থায় বাড়ীর ভিতরে ডাকবে না। পর্দা করেও না। তার দেয়া কোন খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করবে না।বরং বাহিরের ঘরে তার মেহমানদারীর ব্যবস্থা কর। সে খারাপ মনে করলেও বাড়ীর কোন পুরুষ লোক তাকে চেনার আগ পর্যন্ত তাকে প্রশ্রয় দিবেনা।

(১১) এমনিভাবে কোন অপরিচিত মহিলা রিক্সা বেবী বা কোন যানবাহন নিয়ে এসে তোমার কোন আত্মীয়ের কথা বললে যে, অমুক আপনাকে নিতে পাঠিয়েছেন—কখনো তার সাথে যাবে না। অর্থাৎ অপরিচিত কোন নারী পুরুষের কথায় কর্ণপাত করবে না। যতক্ষণ না নির্ভরযোগ্য সূত্রে তার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত না হও।

(১২) বাড়ীর উপর এমন ফলের গাছ রাখবে না যার ফল পড়ে মানুষ আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে যেমন তালগাছ ও বেলগাছ

(১৩) শীতের দিনে একটু বেশী কাপড় ও গরম পরিধান কর যেন সর্দি না লেগে যায়। অনেক মহিলাদেরকে এ ব্যাপারে বড় উদাসীন দেখা যায়।পরে ঠাণ্ডা কাশিতে কষ্ট ভোগ করে

(১৪) ছোট বাচ্চাদেরকে পিতামাতা, দাদা নানার নাম ও বাসার ঠিকানা শিখাও। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা কর যেন ভুলে না যায়। তাহলে 'আল্লাহ না করুন' কোন সময় হারিয়ে গেলে পিতা, দাদা, নানার নাম বললে কেউ না কেউ তোমার বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দিবে। আর যদি কারো নাম না বলে শুধু আব্বু, আম্মু করে কাঁদতে থাকে তবে মানুষ কিভাবে জানবে কে তার আব্বা আম্মা।

(১৫) একবার এক মহিলা বাচ্চাকে একা ফেলে কোথাও গেলে বিড়াল এসে বাচ্চাকে খামছি দেয়। ফলে বাচ্চাটা প্রাণে মারা যায়। এ থেকে দুটি কথা বুঝা গেল।

(ক) বাচ্চাদেরকে একা একা রেখে কোথাও যেতে নেই।

(খ) বিড়াল কুকুর ইত্যাদি হিংস্র জীবের কোন ভরসা নেই। অনেক নির্বোধ মহিলারা বিড়ালকে নিজের সাথে শুতে দেয়। বলত বিড়ালের কি বিশ্বাস। রাতে যদি খামছি বা কামড় দেয় তবে কি করবে?

(১৬) কোন ভাল ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া নিজের মনমত বা কোন আনাড়ি হাতুড়ে ডাক্তারের দেয়া ঔষধ ব্যবহার করবে না। এতে অনেক সময় হিতে বিপরীত হয়। এবং ঔষধের গায়ে নাম চিহ্ন ও ব্যবহার বিধি লিখে রাখবে। অনেক সময় উল্টা পাল্টা হয়ে যায়। ভালর জায়গায় আরো খারাপ হয়।

(১৭) বেশী ঘনিষ্ঠদেরকে কর্জ দিওনা। বেশী টাকা ঋণ দিবেনা। এমন অল্প দিবে যেন সময়মত না পেলেও তোমার কষ্ট না হয়

(১৮) কোন বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দিলে আগে কোন অভিজ্ঞ

দ্বীনদার হিতকাঙ্খী ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করে নাও।

(১৯) নিজের টাকা পয়সা ধনসম্পদ গোপন রাখ যার তার নিকট বলে বেড়াবে না।

(২০) কারো নিকট চিঠি দিলে তোমার পূর্ণ ঠিকানা চিঠিতে লিখে দাও। এই ভরসায় লিখতে ভুল করো না যে আগের চিঠিতে লিখেছ। এমন তো হতে পারে যে, পূর্বের চিঠি হারিয়ে গেছে ঐ ব্যক্তির স্মরণ নেই, তাহলে সে কিভাবে তোমার চিঠির উত্তর দিবে?

(২১) রেলগাড়ীতে ও বাসে চলার সময় টিকিট খুব সাবধানে নিজের কাছে রাখ। যানবাহনে অচেতন হয়ে ঘুমাইও না। কোন মহিলার সাথে মনের কথা। সামানপত্র টাকা পয়সা জেওর জিনিসের কথা বলবে না। কারো দেয়া পান মিষ্টি বা কোন খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করবে না। অলংকারাদী পরিধান করে ছফর করবে না। বরং খুলে সংগোপনে নিয়ে যাও। বাড়ী যাওয়ার পর যা ইচ্ছা কর। কোন বাধা নেই।

(২২) কোথাও যাবার সময় কিছু পথ খরচ নিজের কাছে অবশ্যই রাখ।বিপদে কাজে আসবে।

(২৩) পাগল কে কখনো উত্যক্ত করবে না। তার সাথে কথাও বলবে না। কেননা সে কখন কি করে বসে বা বলে বসে ঠিক নেই। পরে তোমাকেই লজ্জিত হবে হবে।

(২৪) অন্ধকারে কোথাও খালি পা বা খালি হাত রাখবে না। আগে বাতি জ্বাল পরে নড়াচড়া কর।

(২৫) নিজের গোপন কথা কারো নিকট প্রকাশ করবে না। অনেকে নিজের ভেদ অন্যকে বলে নিষেধ করে দেয় কাউকে বলতে। সেও এরূপ অপরকে বলে আবার নিষেধ করে দেয়। এমনি ভাবে পাড়াময় এটা ফাঁস হয়ে যায়।

(২৬) প্রয়োজনীয় ঔষধ সব সময় ঘরে রাখ।

(২৭) প্রত্যেক কাজের পরিণাম ভেবে চিন্তে কাজ শুরু কর

(২৮) চিনামাটির ও কাঁচের বাসন পেয়ালা প্রয়োজন ব্যতীত বেশী কিনবে না। এতে অনেক টাকা নষ্ট হয়।

(২৯) রেলগাড়ীতে ভ্রমণকালে মেয়েলোক এক জায়গায় আর সাথের পুরুষ অন্য জায়গায় বসলে যে ষ্টেশনে নামার কথা সে ষ্টেশনের নাম শুনে বা সাইনবোর্ডে নাম দেখেই নেমে যাবে না। যতক্ষণ তোমার সাথের লোক এসে নামতে না বলে, নিজের সিটে বসে থাকবে। অনেক সময় এ কারণে অনেক পেরেশানী হয়। কেননা এক শহরে কয়েকটি ষ্টেশন থাকতে পারে অথবা কোন কারণে সাথের লোক নামতে পারল না, তুমি নেমে গেলে তাহলে উভয়েই পেরেশান হবে।

(৩০) ছফরে নিজের সাথে বই-পুস্তক কাগজ, কলম, অজু করার ভাণ্ড নিজের সাথে রাখা উচিত।

(৩১) কেউ কোথাও রওয়ানা হলে তাকে কোন কিছু নিয়ে যাওয়ার বা আনার অথবা চিঠিপত্র পৌঁছানোর ফরমায়েশ করবে না। অনেক সময় সামান্য কাজের জন্য অনেক কষ্ট করতে হয়। খামাখা অন্যকে বিব্রত করার দরকার কি? তুমি দু/চার টাকা খরচ করে ডাকে চিঠি পাঠাতে পার। যা কিছু কোথাও পাঠাতে চাও, ডাক মারফত পাঠাতে পার। আর নিজ শহর থেকেই একটু চড়া দামে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে নিতে পার। কিন্তু যদি তোমার শহরে পাওয়া না যায় আর খুব দরকারী কিছু হয়। কারো দ্বারা আনাতে চাও তাহলে তাকে আসা-যাওয়ার ভাড়া সহ পার্শেল খরচ সবকিছু দিয়ে দিবে।

(৩২) রেলে বাসে চলার সময় অপরিচিত লোকের হাতে কিছু খেও না। অনেক সময় বিষাক্ত খাবার বা নেশাযুক্ত খাবার খাইয়ে বেহুশ করে সব মালসামান নিয়ে পালায়।

(৩৩) রেলগাড়িতে উঠার সময় যে শ্রেণীর টিকেট নিয়েছ তাড়াহুড়া করে তারচেয়ে উপরের শ্রেণীতে চড়ে বসবে না। গাড়ীর দরজায় লেখা নাম্বার দেখে উঠ।

(৩৪) সেলাই করার সময় যদি কাপড়ে সুই আটকে যায় তবে দাঁত দিয়ে খোলার চেষ্টা করবে না। অনেক সময় ফসকে গিয়ে বা ভেঙে মুখের তালু কিংবা জিহ্বায় বিঁধে যায়।

(৩৫) নখ কাটার মেশিন বা ব্লেড সব সময় নিজের কাছে রাখবে যখন প্রয়োজন হয় কেটে নিবে। এ সমস্ত ছোট খাট জিনিসের জন্য এ ঘরে ও ঘরে ধর্না দিয়ে ফিরবেনা।

(৩৬) ঘরে পড়ে থাকা ঔষধ ভাল ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া নিজে নিজে কখনো ব্যবহার করবে না।

(৩৭) যে কাজের নিশ্চয়তা নেই এমন ব্যাপারে অন্যকে পূর্ণ নিশ্চয়তা দিবে না। এতে তার কষ্ট হবে।

(৩৮) আগে বেড়ে কোথাও শলা-পরামর্শ দিতে যেওনা। অগত্যা যদি কেউ পরামর্শ চায় তাকে বলতে পার।

(৩৯) কাউকে থাকার জন্য খাওয়ার জন্য বেশী জোর জবরদস্তি করবে না। অনেক সময় মেহমানের এতে কষ্ট ও তার কাজের ব্যাঘাত হয়। এমন আদর যত্নে লাভ কি যার পরিণাম কষ্ট ও বিরক্তি।

(৪০) সর্বশক্তি ব্যয় করে অতি কষ্টে উঠাতে হয় এমন ভারী বুঝা কখনো উঠাবে না। এমন অনেককে দেখা যায় ছোট বেলায় বাহবা নেয়ার জন্য খুব ভারী বস্তা উঠাতে যেয়ে চোট পেয়েছে আর সারা জীবন কষ্ট করতে হচ্ছে। বিশেষ করে মহিলাদের তো এ কাজ করা মোটেই উচিত নয়। কেননা তাদের শরীরের জোড়া-পেশী সব দুর্বল ও অত্যন্ত নাজুক।

(৪১) সেলাই কাজের পর যেখানে সেখানে সুই ফেলে রেখে উঠে যাবে না। কেউ এসে এর উপর না জেনে বসে পড়তে পারে।

(৪২) কোন ভারী জিনিস বা খাদ্যদ্রব্য কারো মাথার উপর দিয়ে নিবে না। হাত থেকে ছুটে পড়ে গেলে মুশকিল হবে।

(৪৩) নিজের ছেলেমেয়ে বা ছাত্রদেরকে কিল ঘুষি বা মোটা লাঠি দিয়ে মারিও না। কোন নাজুক জায়গায় আঘাত লাগলে বিপদ হবে এমনি ভাবে কাউকে মাথায়, চেহারায় মারবেনা।

(৪৪) কোথাও বেড়াতে গেলে খাবার চাহিদা না থাকলে যেয়েই বলে দাও যে আমরা খেয়ে এসেছি। এমন যেন না হয় যে,তোমরা কিছু বললে না আর বাড়ীওয়ালা চুপে চুপে সব ব্যবস্থা করে সামনে রাখল তখন তুমি বললে যে,আমি খেয়ে এসেছি এখন তার কেমন আফসোস হবে। তার চেয়ে বরং তুমি আগেই বলে দিতে যে, কোনকিছু করার প্রয়োজন নেই আমি খেয়ে এসেছি। এমনি ভাবে কোথাও তোমার খাবার দাওয়াত থাকলে ঘরে আগেই খবর পাঠিয়ে দাও যেন তোমার খানা প্রস্তুত না করে।

(৪৫) খোলাখুলি কথা বলা যাবে না ইজ্জত সম্মানের প্রশ্ন এমন লোকের সংগে লেনদেন করবে না। এর পরিণাম ভাল হয় না।

(৪৬) চাকু, ছুরি, লোহা, ব্লেড ইত্যাদির দ্বারা দাঁত খুটবে না

(৪৭) লেখাপড়ায় লিপ্ত ছেলেদেরকে পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার চেষ্টা কর যেন তার মস্তিষ্ক সতেজ থাকে।

(৪৮) যথাসম্ভব রাতে কোন নির্জন ঘরে শুবে না। যে কোন বিপদ আসার আশংকা আছে।

(৪৯) ছোট বাচ্চাদের কুয়ায় চড়তে দিও না। তাদের পুকুর ঘাটে, নদীর ঘাটে একা একা যেতে দিও না।

(৫০) ইট পাথর পাটা অনেক দিন এক জায়গায় রাখা থাকলে হঠাৎ করে এগুলো উঠাবে না।অনেক সময় এগুলোর নীচে বিচ্ছু, চেলা, বিষাক্ত প্রাণী লুকিয়ে থাকে। কাজেই আগে ভাল করে দেখে নিয়ে পরে উঠাও।

(৫১) শোয়ার আগে ভাল করে বিছানা ঝেড়ে নাও। যেন কোন বিষাক্ত প্রাণী বিষাক্ত বস্তু এর মাঝে না থাকে।

(৫২) রেশমী কাপড় উঠিয়ে রাখতে হলে এগুলোর ভাঁজের মধ্যে নিমপাতা বা নেপতালিন ইত্যাদি রেখে দাও।এতে কিড়ায় ধরবেনা

(৫৩) কোন টাকা পয়সা যদি গোপনে মাঠিতে পুঁতে রাখতে চাও তবে বিশ্বস্ত দু একজনকে জায়গা দেখিয়ে রাখ। এক মহিলা স্বামীর পাঁচশত টাকা মাটিতে পুঁতে রেখেছিল। তার এন্তেকালের পর সারাঘর খোঁজ করেও টাকার হদিস পাওয়া যায়নি। এটা কাউকে না বলে যাওয়ার খেসারত।

(৫৪) অনেকে আলমারীর চাবি পাশেই কোথাও খোলা জায়গায় রেখে দেয়। ইহা ঠিক নয়। তাহলে তালা দিয়ে লাভ কি হল?

(৫৫) রাতের বেলা টাকা গুনতে হলে আস্তে আস্তে গণনা কর। কেননা টাকার দুশমনের অভাব নেই।

(৫৬) খালি ঘরে চেরাগ জ্বালিয়ে রেখে কোথাও যেওনা। এমনি ভাবে দিয়াশলাইর কাঠি আগুনসহ কোথাও ফেলবে না। হয়ত আগুন নিভিয়ে ফেলবে নতুবা মাটিতে ফেলে জুতা দিয়ে দলেমলে দেবে যাতে আগুনের স্ফুলিঙ্গ না থাকে।

(৫৭) বাচ্চাদেরকে দিয়াশলাই আগুন পটকা ইত্যাদি নিয়ে খেলতে দিবে না। অনেক সময় দেখা যায় মেচের কাঠির আগুন লেগে জামা ও শরীর পুড়ে গেছে। আবার পটকা ফুটাতে গিয়ে হাত উড়ে গেছে

(৫৮) রাতে পায়খানা প্রস্রাব করতে চেরাগ নিয়ে গেলে খুব সাবধানে রাখবে। যেন কাপড়ে আগুন না লাগে। বিশেষ করে কেরোসিনের চেরাগ তো খুব মারাত্মক। হারিকেন ব্যবহার করাটা নিরাপদ।

(৫৯) বাতি বন্ধ করার সময় সাবধানতার সাথে বন্ধ করবে

(৬০) বিদ্যুৎ লাইনে কাজ করতে খুবই সাবধান থাকবে।

হাদীসের আলোকে মহিলাদের জন্য মাওলানা সায়ীদ আহমদ খান সাহেবের মূল্যবান নসীহত

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে

১। একজন নেককার মহিলা সত্তর জন আউলিয়া থেকে উত্তম।

২। একজন বদকার মহিলা এক হাজার বদকার পুরুষের চেয়ে খারাপ

৩। একজন গর্ভবতী মহিলার দুই রাকাত নামায গর্ভবতীহীন মহিলার আশি রাকাত নামায অপেক্ষা উত্তম।

৪। যে মহিলা সন্তানকে দুধপান করায় আল্লাহতাআলা তার এক এক ফোঁটা দুধের জন্য এক এক নেকী দান করেন।

৫। যে স্বামী পেরেশান অবস্থায় ঘরে ফিরে এবং তার স্ত্রী তাকে মোবারকবাদ জানায়, আল্লাহতাআলা ঐ স্ত্রীকে জিহাদের অর্ধেক সওয়াব দান করেন।

৭। যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর দিকে দয়ার দৃষ্টিতে দেখেন আর স্ত্রীও তার স্বামীর দিকে দয়ার দৃষ্টিতে দেখে, আল্লাহতাআলা উভয় জনকে রহমতের দৃষ্টিতে দেখেন।

৮। যে মহিলা তার স্বামীকে আল্লাহর রাস্তায় পাঠায় আর নিজে ঘরে আদবের সাথে থাকে, ঐ স্ত্রী পুরুষদের চেয়ে পাঁচ শত বছর আগে বেহেশতে যাবে এবং সত্তর হাজার ফেরেশতা ও বেহেশতের হুরদের সরদার হবে এবং ঐ মহিলাকে বেহেশতে গোসল দেওয়া হবে এবং ইয়াকুতের তৈরী ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে নিজের আত্মীয়-স্বজনকে স্বাগত জানাবে।

৯। যে মহিলা সন্তানের অসুখের সময় রাত্রে ঘুমায় না এবং সন্তানের আরাম দেওয়ার জন্য কষ্ট স্বীকার করে আল্লাহতাআলা ঐ মহিলার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন এবং তাকে বার বছরের কবুল ইবাদতের সওয়াব দান করেন।

১০। যে মহিলা গাভী দোহনের সময় বিসমিল্লাহ শরীফ পড়ে, ঐ গাভী ঐ মহিলার জন্য দোআ করে।

১১। যে মহিলা পানিতে আটা মিশানোর সময় বিসমিল্লাহ শরীফ পড়ে, আল্লাহতাআলা তার রুজিতে বরকত বৃদ্ধি করে দেন।

১২। যে মহিলা বেগানা পুরুষকে দেখতে যায় আল্লাহ তাআলা তাকে অভিশাপ দিতে থাকে। যেমন বেগানা মহিলা দেখা হারাম তেমন বেগানা পুরুষকে দেখা হারাম।

১৩। যে মহিলা ঝাড়ু দেওয়ার সময় জিকির করে, আল্লাহতাআলা তাকে কাবা শরীফ ঝাড়ু দেওয়ার সমান সওয়াব দান করেন।

১৪। যদি তুমি লজ্জা না কর তবে তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার

১৫। যে মহিলা নামায ও রোযার পাবন্দী করে এবং পবিত্র থাকে আর নিজের স্বামীর হুকুম মান্য করে, ঐ মহিলা বেহেশতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারে।

১৬। দুই ব্যক্তির নামায আল্লাহর দরবারে পৌছেনা, এক ঐ ব্যক্তি যে মালিকের থেকে আত্মগোপন থাকে, দুই ঐ মহিলা যে স্বামীর অবাধ্য।

১৭। যে মহিলা গর্ভবতী, তার রাত্র ইবাদতের এবং দিন রোযার সমতুল্য।

১৮। যে মহিলা সন্তান প্রসব করে, ঐ মহিলাকে সত্তর বছর নামায ও রোযার সওয়াব দেওয়া হয়। প্রসব মুহূর্তের সবরকম কষ্ট সহ্যের বিনিময়ে এক একটি হজ্জের সওয়াব দেওয়া হয়।

১৯। যে মহিলা সন্তান প্রসবের ৪০ দিনের মধ্যে মারা যায়, তাকে শহীদের মর্যাদা দান করা হয়।

২০। যখন সন্তান রাত্রে কাঁদে আর মা তাকে রাগ না করে দুধ পান করায়, তার জন্য সে এক বছর নামায ও রোযার সওয়াব পাবে।

২১। যে সন্তানের দুধ খাওয়ানো শেষ হয়ে যায়, আকাশ থেকে একজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়ে ঐ মহিলাকে এ সুসংবাদ প্রদান করে যে, হে মহিলা আল্লাহতাআলা তোমার জন্য বেহেশতে ওয়াজিব করে দিয়েছেন

২২। যে স্বামী সফর থেকে ফিরে আসে আর স্ত্রী তাকে খানা খাওয়ায় আর স্বামী সফরকালীন সময়ে স্ত্রী তার সতীত্ব বজায় রাখে, ঐ মহিলা বার বছর ইবাদত করার সওয়াব পাবে।

২৩। যে মহিলা তার স্বামীকে নিজ আগ্রহে তার শরীরের খেদমত করে ঐ মহিলা সাত তোলা স্বর্ণ সদকা করার সওয়াব পায় আর যদি স্বামীর আদেশে শরীরের খেদমত করে সাত তোলা রূপা সদকা করার সওয়াব পায়।

২৪। যে মহিলা স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে মারা যায়, তার জন্য বেহেশত ওয়াজিব হয়ে যায়।

২৫। একজন সতী-সাবিত্রী মহিলা সত্তরজন পুরুষ অপেক্ষা উত্তম

২৬। যদি কেউ তার স্ত্রীকে একটি মাসআলা শিক্ষা দেয়, আশি বছর ইবাদতের সওয়াব পায়।

২৭। বেহেশতে মানুষ আল্লাহর সান্নিধ্যে যেতে চাইবে কিন্তু যে মহিলা লজ্জা ও পর্দা করেছিল আল্লাহতাআলা তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসবেন।

২৮। বে-পর্দাশীল এবং পাতলা কাপড় পরিহিতা মহিলা, পরপুরুষকে আকর্ষণ সৃষ্টিকারিণী মহিলা এবং নিজেও পরপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া মহিলা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি বেহেশতের ঘ্রাণও পাবে না।

ইছলাহুন নিসা

মূল ঃ

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দেদুল মিল্লাত

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনীর

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংগৃহীত

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

(দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে)

মহিলাদের প্রতি রাসূলের (সাঃ) ভাষণ

الحمد لله نحمده ونستعينه ... الخ اما بعد: فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم

يا معشر النساء تصدقن فانى اريتكن اكثر اهل النار فقلن وبم يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال اليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلها قال اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم قلن بلى قال فذلك من نقصان دينها - متفق عليه

"অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ হে মহিলা সম্প্রদায়! তোমরা বেশী বেশী সদকা করবে, কেননা, জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে আমাকে অধিকাংশই মহিলা দেখানো হয়েছে। মহিলাগণ বিনীত স্বরে জিজ্ঞাসা করল ঃ

হুযূর! এর কারণ কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যেহেতু তোমরা অধিক পরিমাণে নিন্দাবাদ ও অভিসম্পাত করে থাক এবং তোমরা জ্ঞান ও ধার্মিকতার দিক থেকে অসম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও স্বামীর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাছাড়া বিচক্ষণ পুরুষকে বিবেকশূন্য করার ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে অধিক পারদর্শী আর কোন সম্প্রদায়কে দেখিনি। মহিলারা জিজ্ঞাসা করল, হুযূর! আমাদের জ্ঞান ও ধার্মিকতায় অসম্পূর্ণতার কারণ কি? হুযূর বললেন ঃ মহিলাদের সাক্ষী পুরুষদের সাক্ষীর অর্ধেক নয় কি? মহিলারা উত্তর দিল ঃ জ্বি অবশ্যই। হুযূর বললেন ঃ এটা হলো জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা। পুনরায় হুযূর বললেন ঃ যখন কারও ঋতুস্রাব হয় তখন সে নামায, রোযা আদায় করতে পারে না এটা বাস্তব নয় কি? মহিলাগণ উত্তর দিল, জ্বি অবশ্যই। হুযূর বললেন ঃ এটা হলো দ্বীনের অসম্পূর্ণতা।"

(হযরত থানভী বলেন) আমি এ সময়ে আমার বয়ানে মহিলাদের সম্পর্কীয় উপরোক্ত হাদীসখানা নির্বাচন করলাম অথচ এখানে অনেক পুরুষ লোকও রয়েছেন, এর কারণ হলো, মহিলাদের ওয়ায নসিহত শ্রবণ করার তেমন সুযোগ হয় না। ফলে তারা নিজেদের সম্পর্কে অত্যন্ত উদাসীন থাকে এবং নানারকম অপকর্মের মাঝে লিপ্ত থাকে। অবশেষে সেসব অপকর্ম মহিলাদের অতিক্রম করে পুরুষ ও ছোট বাচ্চাদের পর্যন্ত পৌঁছে। তাই তাদের সংশোধনের উপর গোটা পরিবারের সংশোধন নির্ভর করছে। সে দৃষ্টিকোণ থেকে এ আলোচনা অত্যন্ত ফলপ্রসু এবং এর উপকারিতা ব্যাপক। হাদীসটির মধ্যে এমন বিষয়বস্তুও রয়েছে যা পুরুষ মহিলা উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। যদিও মূল উদ্দেশ্য হলো মহিলাদেরকে শুনানো।

উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের

পাঁচটি দোষ বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে দুটি দোষ এমন রয়েছে যেখানে ইচ্ছার কোন ভূমিকা নেই। তা হলো, জ্ঞান ও দ্বীনের অসম্পূর্ণতা। অবশিষ্ট তিনটি দোষ এমন যেখানে ইচ্ছার ভূমিকা রয়েছে। তা হলো বেশী বেশী অভিশাপ দেওয়া ও নিন্দাবাদ গাওয়া এবং স্বামীর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও বুদ্ধিমান পুরুষকে বুদ্ধিহারা করে ফেলা।

ইচ্ছাধীন দোষগুলো বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো, উহা জেনে নিয়ে চিকিৎসার চিন্তা ভাবনা করা আর অনিচ্ছাধীন দোষ (যার চিকিৎসা অসম্ভব)। বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো, সে দোষগুলো মনের মধ্যে উপস্থিত থাকার দ্বারা অহংকার ও গর্ব দূর হয়ে যাবে।

মহিলাদের মাঝে অহংকার মাত্রাতিরিক্ত

সামান্য যোগ্যতা অনুভূত হলেই মহিলারা উহাকে পাহাড় সমান মনে করে বসে। বস্তুতঃ অহংকার ব্যাধিটি অজ্ঞতা থেকেই জন্মলাভ করে থাকে। বড় আলেম সর্বদা নিজের ব্যাপারে এ ধারণা পোষণ করেন যে, 'আমার মাঝে কোন যোগ্যতা নেই, আমি অপদার্থ, কিছুই হতে পারিনি।' কারণ হলো যে ব্যক্তি প্রকৃত বড় আলেম তার দৃষ্টি সর্বদা যোগ্যতার শেষ প্রান্তে থাকবে। ফলে তিনি নিজেকে সেই যোগ্যতার তুলনায় অতি ক্ষুদ্র দেখতে পেয়ে সর্বদা বিনয়াবনত থাকেন।

যার দৃষ্টি রুস্তম পাহলোয়ানের শক্তি ও হাতেম তাঈয়ের দানশীলতার প্রতি থাকবে সে কি কখনও নিজেকে শক্তিশালী ও দানশীল মনে করতে পারে? কিছুতেই না। এভাবে যার দৃষ্টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অগাধ ইলমের প্রতি থাকবে সে কি কখনও নিজেকে আলেম ভাবতে পারে? কখনও না। কিন্তু আজকাল মানুষের মস্তিষ্ক এমন বিকৃত হয়েছে যে, তিল পরিমাণ যোগ্যতার মালিক

হলে তাল ভাবতে শুরু করে। বিশেষ করে মহিলাদের মাঝে এ ব্যাধিটি অধিক পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। কোন মহিলা যদি নিয়মিত নামায পড়ে ও কুরআন তেলাওয়াত করে তাহলে একেবারে নিজেকে রাবেয়া বসরী মনে করে নেয় এবং নিজেকে ছাড়া অন্য সকলকে হেয় মনে করে। এর কারণ হলো, কেউ তাদেরকে সংশোধণ করেনি। কিতাব পড়ে তারা দ্বীনদার হয়েছে। তাদের দৃষ্টান্ত হলো, যেমন কোন ব্যক্তি ডাক্তারী বই পড়ে ঔষধ সেবন আরম্ভ করল এবং অন্যদেরকে ঔষধ দিল। এতে উপকারের তুলনায় অপকারের সম্ভাবনা বেশী রয়েছে। অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সেবন না করা পর্যন্ত কোন উপকার হবে না।

যেহেতু মহিলারা কারও নিকট আত্মশুদ্ধি করে না। নিজেদের যেভাবে বুঝে আসে সেভাবে কাজ করে তাই তারা নিজেদেরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে।

এক অহংকারিনী মহিলার ঘটনা

এক মেয়ের কোন এক লোকের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল। মেয়েটি নামায রোযার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগিনী ছিল কিন্তু তার স্বামী ছিল ভবঘুরে। সে নামায রোযার প্রতি তেমন অনুরাগী ছিল না। ফলে সে মেয়ে আক্ষেপ করে বলছে, আমার কপাল মন্দ। আমি একটি খোদাভীরু মেয়ে অথচ আমি এমন অসৎ লোকের জালে আবদ্ধ হয়েছি!

বোকা মেয়ে বুঝল না, সে যদি নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং কুরআন তেলাওয়াত করে তবে সে নিজেরই উপকার করল, তাতে অন্যের প্রতি তার কিসের অবদান? মজার ব্যাপার, কেউ কেউ ঔষধ

সেবন করেও ভাবে আমি বড় বুযুর্গ হয়ে গিয়েছি। এভাবে আমরা যত প্রকারের ইবাদত করে থাকি সব কিছুর লাভ আমাদের নিজেদেরই।

তবে যে সকল ইবাদত সম্পর্কে বলা হয় যে, উহা আল্লাহর হক বা হুকুকুল্লাহ। তার অর্থ এটা নয় যে, উহা দ্বারা আল্লাহ উপকৃত হন এবং তাঁর পাওনা পরিশোধ হয়ে যায়। আশ্চর্য! আমাদের ইবাদত দ্বারা তাঁর হক কি করে পরিশোধ হতে পারে। কখনও চিন্তা করে দেখেছি কি, তাঁর কত নেয়ামত রাশির মাঝে আমরা সদা ডুবন্ত? তাঁর অসীম নিয়ামতরাজির সম্মুখে আমাদের ক্ষুদ্র ইবাদত বন্দেগীর কোন তুলনাই হয় না। যেখানে লক্ষ লক্ষ নবী ওলী ও কোটি কোটি ফেরেশতাগণের রাশি রাশি ইবাদতের ভাণ্ডার স্তূপীকৃত হয়ে আছে তার সামনে আমাদের নামায রোযার উদাহরণ হলো— যেমন মনি মুক্তার সম্মুখে সরিষার তুষ। মূলতঃ অবদান হলো আল্লাহর যিনি আমাদের অযোগ্য ইবাদতগুলো কবূল করে নিয়েছেন।

এর দৃষ্টান্ত হলো, যেমন এক বুযুর্গ তাঁর আদৌ খেদমতের প্রয়োজন নেই। এমন সময় এক লোক এসে তাঁর খেদমত আরম্ভ করল। লোকটির খেদমতের তরিকা না জানা থাকার কারণে তাঁর আরামের পরিবর্তে কষ্ট হয়েছে, কিন্তু সেই বুযুর্গ ভদ্রতার কারণে নিরব হয়ে থাকলেন। লোকটিকে কিছুই বললেন না। এমতাবস্থায় সে খাদেম লোকটি অজ্ঞতাবশতঃ মনে করবে সে বুযুর্গের বিরাট কাজ করে ফেলেছে। বস্তুতঃ বড় কাজটি সেই বুযুর্গই করেছেন, যেহেতু লোকটির খেদমত মনোপূত না হওয়া সত্ত্বেও তিনি তা বরণ করে নিয়েছেন।

দেখুন! শরীয়ত ও যুক্তির মানদণ্ডে একথা স্বীকৃত, যে জিনিস ভাল ও মন্দের সংমিশ্রনে গঠিত উহা যেমন মন্দ তেমনিভাবে পাক

ও নাপাক মিশে যা তৈরী উহা নাপাকই হয়ে থাকে। তাহলে বলুন আমাদের নামাযের মধ্যে সন্দেহ, উদাসীনতা, অলসতা, সুন্নতবিরোধী কাজ, একাগ্রতার অভাব থাকা সত্ত্বেও উহা সম্পূর্ণ হয় কিভাবে?

সারকথা, আমাদের অসম্পূর্ণ ইবাদতকে ইবাদত হিসেবে গণ্য করা আল্লাহ তা'আলার একমাত্র অনুগ্রহ। নচেৎ অসম্পূর্ণ ইবাদত আদৌ ইবাদত নাম পাওয়ার এবং তার পরিবর্তে পুণ্যলাভ করার উপযুক্ত নয়। এতদসত্ত্বেও এ ধরনের ইবাদতের উপর আনন্দিত হওয়া ও গর্ব করা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

অজ্ঞতা থেকেই অহংকারের উৎপত্তি

মূর্খতা ও অজ্ঞতার ফলেই অহংকার ও গর্ব প্রকাশ পেয়ে থাকে। জ্ঞান যত কম হবে অহংকার তত বেশী হবে। তাই পুরুষের তুলনায় মহিলাদের মাঝে এ ব্যাধিটি অধিক পরিলক্ষিত হয়। এ ব্যাধিটি নিরাময়ের উপায় হলো, ইচ্ছা বহির্ভূত দুটি দোষ সর্বদা স্মরণ রাখা। উপরে বর্ণনা করা হয়েছে ইচ্ছা বহির্ভূত দোষ (যা সংশোধন করা অসম্ভব) দুটি, এক হলো—জ্ঞানের স্বল্পতা এবং দ্বিতীয় হলো দ্বীনের অসম্পূর্ণতা। জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলামত দ্বারা বর্ণনা করে দিয়েছেন। দু'জন মহিলার সাক্ষী একজন পুরুষের সাক্ষীর সমতুল্য। এ কথা থেকে স্পষ্ট বুঝা গেল মহিলাদের জ্ঞানের মধ্যে অসম্পূর্ণতা রয়েছে। এবং দ্বীনের ব্যাপারে অসম্পূর্ণতা এ দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে— অর্থাৎ মহিলাদের নামায পড়ার সুযোগ কম হয়, কেননা ঋতুস্রাব কালে তারা নামায পড়তে পারে না। নামাযের মধ্যে অসম্পূর্ণতা থাকা দ্বীনের মধ্যে অসম্পূর্ণতা থাকার ইঙ্গিত বহন করে। নামাযের অসুবিধার কারণ হলো ঋতুস্রাব।

আর স্পষ্ট কথা ঋতুস্রাব আসা সৃষ্টিগত ব্যাপার, তাতে ইচ্ছার কোন ভূমিকা নাই, তাই এ দোষটিও প্রথম দোষের ন্যায় এখতেয়ার বহির্ভূত। অনুরূপভাবে ইচ্ছাধীন তিনটি দোষ যার প্রতিকার সম্ভব পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যেমন ঃ স্বামীর কৃতঘ্নতা, জ্ঞানবান পুরুষকে জ্ঞানহারা করা এবং অধিক পরিমাণে অভিসম্পাত করা।

ইচ্ছা বা এখতেয়ার বহির্ভূত দুটি দোষের চিকিৎসার চিন্তা করা অর্থহীন। উপরন্তু উহার প্রতিকার কামনা করতেও নিষেধ করা হয়েছে। যেমন ঃ হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত উম্মে সালমা (রাযিঃ) পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব শুনে আবেগ জড়িত কণ্ঠে বললেন, আহ! আমরাও যদি পুরুষ হতাম তাহলে পুরুষদের ন্যায় আমরাও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারতাম। তাঁর উক্তির প্রেক্ষিতে নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয়—

অর্থাৎ, যদ্দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কাউকে কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তোমরা তার লালসা করোনা। পরের আয়াতে আল্লাহ বলছেন, পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ। উদ্দেশ্য হলো, অমূলক আশা আকাংখা পরিত্যাগ করে ক্ষমতাধীন কাজের মধ্যে লেগে থাকা।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সন্দেহ জাগতে পারে আমরা মহিলারা যদি সদা সর্বদা নেক কাজের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকি তবুও আমরা অসম্পূর্ণই থেকে যাব। তাহলে আমাদের অসম্পূর্ণতা দূর হলো কোথায়? আল্লাহ এ সংশয় নিরসনকল্পে বলছেন—

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। উদ্দেশ্য হলো তোমাদের নেক কাজ দ্বারা যদি আল্লাহর তরফ থেকে তোমাদের উপর অনুগ্রহ হয় তাহলে পুরুষদের চেয়েও অগ্রগামী হতে পারবে। মোদ্দা কথা হলো, যে দোষগুলো আয়ত্ব বহির্ভূত তা নিয়ে অযথা মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে, যে দোষগুলো আয়ত্বাধীন উহার সংশোধন অত্যাবশ্যকীয়। এ ধরনের দোষ সর্বমোট তিনটি। অভিসম্পাত করা, স্বামীর অকৃতজ্ঞ হওয়া, বুদ্ধিমান পুরুষকে বুদ্ধিহারা করে ফেলা।

মহিলাদের অভিসম্পাত ও নিন্দাবাদের বর্ণনা

সকাল থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত মহিলারা অভিসম্পাত ও নিন্দাবাদ গাওয়ার মাঝে লিপ্ত থাকে। যার সঙ্গে শত্রুতা রয়েছে তাকে অভিশাপ প্রদান, তার গীবত ও দুর্নাম রটনায় লিপ্ত থাকে, যার সঙ্গে ভালবাসা রয়েছে তাকেও অভিশাপ দেয়। নিজের পেটের সন্তানদেরকেও অভিশাপ দেয়, এমন কি তার অভিশাপ হতে আপন সত্তাও রেহাই পায় না। সকলকে অভিশাপ দিবে চাই সে অভিশাপের যোগ্য হোক কিংবা না হোক।

মনে রাখবে, কিছু সময় এমন আছে যখন দুআ কবুল হয়। সে সময়ে বদ দুআ করা হলে তাও কবূল হয়ে যাবে। অবশেষে অনুশোচনায় বৃদ্ধাঙ্গুলী কর্তন করতে হবে।

বদদুআ কবূল হওয়ার একটি বাস্তব ঘটনা

আমাদের এখানে একজন লোক ছিল, তার কোন এক দুষ্টামীর ফলে তার মা তার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন, আল্লাহ তোর শরীর খাটের সঙ্গে লাগিয়ে রাখুন। আল্লাহর কুদরতে তার অবস্থা তেমনই হলো। তার শরীর অবশ হয়ে গিয়েছিল, ফলে সে খাট থেকে শরীর নাড়াতে পারত না। পরবর্তীতে সে ছেলের সকল বিপদ মাকেই বহন করতে হয়েছে।

মহিলাকে যত কিছু দেওয়া হোক সে তাতে আপত্তি উঠাবে এবং স্বামীর কৃতঘ্নতা প্রকাশ করবে। বাস্তবিকই মহিলাদের নিকট যদি শাড়ীর স্তূপ থাকে এবং তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার কাপড় আছে কি? সে বলবে, কি আছে! চারটা পুরনো কাপড়ের টুকরা ছাড়া আর কি? শত জোড়া জুতা থাকার পর যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার জুতা আছে কি? বলবে হাঁ, দু'জোড়া পুরাতন ছেঁড়া জুতা আছে। আলমারী ভর্তি উন্নতমানের থালাবাসন থাকা সত্বেও যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, থালাবাসন আছে কি? বলবে কি আছে, আছে শুধু মৃতপাত্রের ভাঙ্গা টুকরা।

মহিলাদের লোভের একটি দৃষ্টান্ত

জনৈকা মহিলা নিজেই তার অবস্থা বর্ণনা করে বলে যে, আমাদের অবস্থা হলো, জাহান্নামের ন্যায়, কিয়ামতের দিন যখন জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করা হবে তুমি তৃপ্ত হয়েছ? জাহান্নাম উত্তর দিবে আরও আছে কি?

তাদের মধ্যে আর একটি ব্যাধি রয়েছে যাকে একপ্রকারের অকৃতজ্ঞতা বলা যায়, তাহলো— কোন জিনিস কাজের হোক কিংবা অকেজো, তাদের পছন্দ হয়ে যায়। ভাবনা চিন্তা না করেই উহা খরিদ করে নেবে। আর যুক্তি দিবে জিনিস ঘরে থাকলে একদিন কাজে আসবে। এটাও একপ্রকারের অকৃতজ্ঞতা, কারণ এতে স্বামীর

সম্পদ নষ্ট করা হয়। এমনকি নিজের মাল নিজে নষ্ট করাও অকৃতজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই। শয়তান তার প্রভুর অকৃতজ্ঞ। তাই বুঝা গেল অপব্যয়কারী আল্লাহর অকৃতজ্ঞ। স্ত্রী স্বামীর সম্পদের মালিক না হওয়া সত্ত্বেও অপব্যয় করছে। সুতরাং সেখানে আল্লাহর অকৃতজ্ঞতার পাশাপাশি স্বামীর অকৃতজ্ঞতাও অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে।

স্মরণ রাখবে, অপব্যয় না হলেও মুসলমানের অন্তর অতিরিক্ত সাজসজ্জায় শঙ্কিত হওয়া চাই। নিষ্প্রয়োজনে কিছু খরিদ করা স্পষ্ট অপব্যয়। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পদ নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন।

বড় লোকদের ঘরে অপচয় বেশী

আজকাল সব বাড়ি ঘরে বিশেষ করে বড় লোকদের বাড়িতে অপচয় বেশী হয়। তাদের থালাবাসনের দাম আকাশ চুম্বী। কিন্তু মজবুতীর দিক থেকে নামের খসম আজিজে মিসর, সামান্য একটু আঘাত লাগলে কয়েক টুকরা হয়ে যাবে। তাছাড়া তাদের পাত্রগুলো প্রয়োজনাতিরিক্ত। কোন কোন ঘরে অসংখ্য সীসা ও চিনির বর্তন রয়েছে। হয়ত উহা সারা জীবনে একবারও ব্যবহারের সুযোগ আসবে না। এভাবে শাড়ীর মধ্যেও তারা অপচয় করবে। বেশী দামী কাপড় পরিধান করবে যা একবারে পাতলা ও নাজায়েয। ঘটনাক্রমে কোন জায়গা থেকে একটি সুতা বের হয়ে আসলে বা সামান্য ছিঁড়ে গেলে তা আর ব্যবহারের যোগ্য থাকে না। পক্ষান্তরে মোটা কাপড় পুরাতন হলেও দরিদ্র লোকের কাজে আসবে। এ সকল সাজসজ্জার মূল কারণ হলো, কোন মহিলা নিজের অবস্থার প্রতি তাকায় না। প্রত্যেকে চায়

তার নিকট যেন বেশী পরিমাণে ও সুন্দর কাপড় থাকে যা অন্যের নিকট নেই। থালা-বাসন, জামা-কাপড় ও ঘরের জিনিসপত্র প্রদর্শনী, আস্ফালন, উচ্চাভিলাষ তাদের অন্তরের মধ্যে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। এ-ত হলো তাদের নিত্যদিনের অবস্থা, আর যদি ভাগ্যক্রমে কোথাও বিবাহ-শাদির অনুষ্ঠানে যাওয়ার সুযোগ আসে তবে তো কোন কথাই নাই। সর্বপ্রকার প্রচলিত প্রথা আঞ্জাম দিবে। যা লৌকিকতা বৈ কিছুই নয়।

কোন কোন মহিলা আত্মপ্রশংসায় লিপ্ত হয়ে বলে, আমরা সকল কুপ্রথা ছেড়ে দিয়েছি। তাদের দাবী সঠিক নয়। কেননা প্রথা দুপ্রকার। এক হলো—শিরক ও বেদআত প্রথা, যেমন—নববধুকে চাটাইয়ের উপর বসিয়ে তার কোলে ছোট্ট শিশুকে রেখে জননী হওয়ার শুভলক্ষণ নেওয়া। তবে এই কুপ্রথাটি অধিকাংশ জায়গা থেকে বিদায় নিয়েছে।

দ্বিতীয় প্রথা হলো, সুনাম সুখ্যাতি লাভের চেষ্টা। এ প্রথাটি সর্বত্র বিরাজমান। ধনৈশ্বর্যের আধিক্যের ফলে শেষোক্ত প্রথাটি পূর্বের তুলনায় আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আগেকার যুগে এমন লৌকিকতা ও অহংকার ছিল না। এর দুটো কারণ, এক হলো—ধনসম্পদ কম ছিল। দ্বিতীয় হলো—তারা সরল প্রকৃতির লোক ছিল। এখন খাওয়া দাওয়ার মধ্যে পূর্বের সে সারল্যতা নেই। বরং সেখানে কৃত্রিমতা এসে জায়গা করে নিয়েছে। দস্তরখানে পোলাও, কোর্মা, কাবাব, ফিরনী, জর্দা, বিরিয়ানী ইত্যাদি সর্বপ্রকার থাকতে হবে। শাড়ীর কৃত্রিমতা পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে।

জনৈকা নববধুর কাহিনী

এক নববধুর বিবাহে শুধু দেড় লক্ষ টাকার শাড়ী প্রদান করা হয়েছে। হয়তঃ সে শাড়ী কাপড় তার মৃত্যু পর্যন্ত শেষ হবে না। তাই প্রায়ই দেখা যায় স্বামী মারা যাওয়ার পর তার হাজার হাজার টাকার সম্পদ বিনষ্ট হয়। আর একটি অপব্যয় হলো, নববধূর কাপড় ছাড়াও তার পরিবারের লোকদের জন্যে এক জোড়া করে কাপড় উপহার দিতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় সে কাপড় তাদের পছন্দসই হয় না। ফলে তারা উহাতে বিভিন্ন ধরনের দোষত্রুটি প্রকাশ করে বেড়ায়। এটা কতবড় নির্মম আচরণ তা ব্যক্ত করা কঠিন।

এতদসত্বেও তারা সকল কুপ্রথা ছেড়ে দেওয়ার বুলি আওড়ায়।

মহিলাদের একটি বাহানার জবাব

অনেকে বলে আমরা সর্বপ্রকার কুপ্রথা ছেড়ে দিয়েছি। কারণ আমরা যৌতুকের জিনিস কারো সামনে প্রদর্শনী করি না। তাদের একাজের মধ্যে কোন কৃতিত্ব নেই, কারণ মেয়ে বিবাহ দেয়ার কয়েক বছর আগ থেকে ঘরের মধ্যে রঙ–বেরঙের দামী দামী জিনিসপত্র যোগাড় করে রাখে। যখনই বাড়ীতে কোন মেহমান কিংবা আত্মীয়-স্বজন আসেন তার সামনে উহা পেশ করে বলেন, ইনশাআল্লাহ আমার মেয়ের বিবাহে এ সমস্ত জিনিস দেব। এমনকি জিনিস আনার সময় ঢাক–ঢোল পিটিয়ে উহা প্রচার করা হয়। যেমন বলবে, আজ দিল্লি থেকে শাড়ী আসবে। মুরাদাবাদ গিয়েছিলাম সেখান থেকে উন্নতমানের থালাবাসন এনেছি। বাইতুল মুকাররম থেকে গয়নাপাতি আনা হয়েছে, ইত্যাদি। এ সকল জিনিসপত্র বাপের বাড়ীতে আলমারী ভরে রাখা হয়। স্বামীর বাড়ী যাওয়ার আগে উহার ভাজ খোলা হয় না। মেয়ে

শ্বশুরালয়ে যাওয়ার মুহূর্তে জিনিসগুলো তার সঙ্গে দেওয়া হয়। শ্বশুর বাড়ীতে সকলের সামনে এক একটি করে প্রদর্শন করা হয়। বলুন! এটা কি ইচ্ছাকৃত সুনাম সুখ্যাতি অর্জন নয়? মজার ব্যাপার হলো, পাত্রীর সঙ্গে কি কি জিনিস দেওয়া হচ্ছে তা সে নিজেও ভাল করে বলতে পারবে না। তা সত্বেও তার সাথে এতগুলো জিনিস দেওয়ার অর্থ লৌকিকতা ছাড়া আর কি?

তাকে যদি কোন জিনিস দেওয়ার একান্ত সাধ জাগে তাহলে জিনিসগুলো সংরক্ষণ করে রেখে দিবে। মেয়ে শ্বশুর বাড়ী থেকে ফিরে আসার পর সেই জিনিস তার সামনে উপস্থিত করে বলবেঃ এ সমস্ত জিনিস তোমার জন্যে এনেছি। তোমার যখনই মনে চায় নিয়ে যাবে, এখন তোমার না নেওয়ার মাঝেই কল্যাণ রয়েছে। কারণ এখন তোমার কোন প্রয়োজন নেই। এটাই হলো বিবেক সম্মত, এভাবে কেউ আমল করার পর যদি বলে আমি লৌকিকতা বর্জন করেছি তাহলে তাকে তার দাবীতে সত্যবাদী বলা যায়। কিন্তু কেউ এ পদ্ধতিতে আমল করে না, কারণ বিবাহ অনুষ্ঠান পর্ব শেষ হওয়ার পর নাম কামাইয়ের কোন সুযোগ থাকে না।

বিচক্ষণ পুরুষকে বিবেকশূন্য করার আলোচনা

মহিলাদের তৃতীয় দোষ হলো, অত্যন্ত বুদ্ধিমান পুরুষকে বুদ্ধিশূন্য করে দেওয়া। যেমন দেখা যায় তারা চতুরতা বশতঃ এমন হৃদয়গ্রাহী কথা বলে যা শুনে বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ পুরুষ বিবেকহারা হয়ে যায়। তাদের কথাও স্বরের মাঝে জন্মগতভাবে এমন আকর্ষণ রয়েছে যা পুরুষকে বিমোহিত করে তোলে।

মহিলাদের বুদ্ধি কম কিন্তু চালাকি ও চতুরতা বেশী

মহিলারা চালাকি ও প্রবঞ্চনার দিক থেকে পুরুষ থেকে অগ্রণী হওয়ার অর্থ এ নয় যে, তারা জ্ঞান বুদ্ধির দিক থেকেও পুরুষের চেয়ে অগ্রগামী। কেননা প্রতারণা ভিন্ন জিনিস। শয়তানের মধ্যে চালাকি ও প্রতারণা ছিল কিন্তু বুদ্ধি ছিল না। বুদ্ধি না থাকার ফলেই সে প্রতারিত হয়েছে। যখন আল্লাহ আদম (আঃ)কে সেজদা করার নির্দেশ দিয়েছেন তখন সে আদমকে সেজদা করেনি। উপরন্তু এ বলে তার স্বপক্ষে যুক্তি পেশ করেছে যে, আমাকে আপনি আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং মাটি থেকে আদমকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আগুন মাটির সামনে মাথা নত করে কি ভাবে? কিন্তু নির্বোধ আদৌ চিন্তা করল না, আল্লাহ যখন তাকে সেজদা করার হুকুম করেছেন নিশ্চয় তাতে কোন কল্যাণ ও রহস্য নিহিত রয়েছে। মূলতঃ সে কল্যাণ রয়েছে তাতো স্পষ্ট, যেমন আল্লাহ বলছেন—

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ،

'আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাব।"

চিরাচরিত নিয়ম হলো, যখন কোন বাদশা কাউকে স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন এবং তাকে সিংহাসনে উপবিষ্ট করেন তখন তাকে বিভিন্ন রকমের উপঢৌকন দেওয়া হয় এবং বাদশার সাথে যেরূপ আচরণ করা হয় প্রতিনিধির সঙ্গেও অনুরূপ আচার-ব্যবহার করা হয়।

তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা হুকুম করলেন, তোমরা আদমকে সেজদা কর। যেমন আমাকে সেজদা করতে, কেননা সে আমার প্রতিনিধি।

তবে উভয় সেজদার মাঝে অবশ্যই তফাৎ রয়েছে। আদমকে যে সেজদা করার হুকুম করা হয়েছে উহা সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ছিল। পক্ষান্তরে আল্লাহকে সেজদা করার হুকুম হলো, ইবাদতের উদ্দেশ্য। এতটুকু সহজ সরল কথা শয়তান বুঝতে পারে নাই। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শয়তানের মধ্যে বুদ্ধি ছিল না। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, চতুরতা ও ছলনার দিক থেকে শয়তানের তুলনা বিরল।

জনৈক শিক্ষকের ঘটনা

এ প্রসঙ্গে এক শিক্ষকের একটি ঘটনা মনে পড়ল। তাঁর নিকট এক জায়গা থেকে কিছু বাতাসা হাদিয়া এসেছিল। কোন ছেলে যেন না খেতে পারে সেজন্যে শিক্ষক মহোদয় বাতাসাগুলো বদনার ভিতরে রেখে আটা (গাম) দিয়ে উপর থেকে মুখ বন্ধ করে দিলেন। ছেলেরা পরামর্শ করল, বদনার মুখ না খুলে কিভাবে বাতাসাগুলো খাওয়া যায় এবং তাদের গোমরও যেন ফাঁক না হয়। দীর্ঘ চিন্তা-ভাবনার পর তারা বদনার নালী দিয়ে পানি ঢুকিয়ে বাতাসাগুলো শরবতে পরিণত করে পান করে নিল।

সুতরাং এখানে এ কথা বলা যাবে না যে, ছেলেগুলো খুবই বুদ্ধিমান ছিল। হাঁ এতটুকু বলা যাবে ছেলেগুলো খুবই দুষ্ট, চালাক ও প্রতারক ছিল। কেননা বুদ্ধির দাবী তো হলো, নিজের ওস্তাদের সেবাযত্ন ও আনুগত্য করা, ওস্তাদের ক্ষতি করা বুদ্ধির দাবী নয়।

'আকল'-এর মূল অর্থ হলো, ফিরিয়ে রাখা, আটকে রাখা। সুতরাং বুদ্ধি উহাকে বলা হবে যা মন্দ ও গর্হিত কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে।

অন্যথায় বানরকে বুদ্ধিমান বলতে হয়। কেননা সে অনেক বিস্ময়কর কাজ প্রদর্শন করে থাকে তাই একে প্রতারক ও চালাক বলা হবে

মোটকথা, বুদ্ধি এক জিনিস এবং চতুরতা অন্য জিনিস। বুদ্ধি খুবই প্রয়োজনীয় জিনিস, উহা না থাকা খুবই খারাপ। পক্ষান্তরে চতুরতা ও প্রতারণা খারাপ জিনিস এবং উহা না থাকাই ভাল। তাই তো কাউকে কষ্ট দেওয়া শরীয়ত অনুমোদন করে না, কেননা উহা প্রতারণা। তেমনিভাবে নিজেকে ক্ষতিকর জিনিস থেকে রক্ষা না করার মাঝে কোন রকম শ্রেষ্ঠত্ব নেই বরং তা স্বল্প বুদ্ধির পরিচায়ক।

হাদীস শরীফে আছে—মুসলমান এক গর্তে দুবার দংশিত হয় না। উদ্দেশ্য হলো, মুসলমান কোথাও একবার ক্ষতিগ্রস্ত হলে পুনরায় তার সেখানে পা বাড়ানো উচিত নয়। অথবা সে কারো দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হলে পুনরায় তার সাথে লেনদেন করা সঙ্গত নয়। এতে বুঝা গেল, নিজেকে ক্ষতিকর বস্তু থেকে বাঁচানোর মত জ্ঞান বুদ্ধি থাকা মুসলমানের জন্যে শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়। তাই তো ধর্মের উপকার সর্বদা বুদ্ধিমানদের দ্বারা হয়েছে।

নবী ও ওলী সকলেই বুদ্ধিমান ছিলেন

এ পৃথিবীতে যত নবী ওলী ও ধর্মীয় নেতা এসেছেন সকলেই বুদ্ধিমান ছিলেন। কোন নবী সম্পর্কে এমন ঘটনা শোনা যায় নাই যিনি নির্বোধ ছিলেন, এবং তাঁর দুনিয়ার ব্যাপারে কোন খোঁজখবর ছিল না। একথা নিশ্চিত যে, তাঁরা চতুর ও ধোকাবাজ ছিলেন না। কিন্তু বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও মহাজ্ঞানী ছিলেন। আর জ্ঞান বুদ্ধি এমন দৌলত যারফলে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে আপন প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন।

মহিলাদের চতুরতার বর্ণনা

মহিলাদের মাঝে বুদ্ধি নেই, চালাকি ও প্রতারণা রয়েছে প্রচুর। চতুরতা ও প্রতারণার মাধ্যমে তারা বুদ্ধিমান পুরুষকে বুদ্ধিশূন্য করে দেয়। তারা নির্জনে বসে এমন রসালো আলাপ জুড়ে দিবে যারফলে স্বামীর মন সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার প্রতি নিবিষ্ট হয়। প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর স্বামীর বাড়ী গিয়ে সর্বপ্রথম চেষ্টা চালাবে স্বামীর মনকে মাতাপিতা থেকে উদাসীন করার জন্যে। যে জননী অক্লান্ত পরিশ্রম করে তার স্বামীকে লালনপালন করেছেন, নিজের কলিজার খুন পান করিয়েছেন, নিজে সীমাহীন কষ্টে থেকে তাকে আরামে রেখেছেন, তার সর্বপ্রকার অভিমান সহাস্য বদনে মেনে নিয়েছেন। যে পিতা প্রচণ্ড রৌদ্রে পুড়ে ছেলের জন্যে সুশীতল ঘর বিসর্জন দিয়েছেন, কষ্ট করে দুধ কলা খাওয়ায়ে বড় করেছেন, আজ তাদের সেসব ত্যাগের বিনিময়ে তাদেরকে কি বিরহ উপহার দেওয়া হচ্ছে? এ কত বড় পাশবিক আচরণ! আল্লাহ তা'আলা সকলকে হেফাযত করুন।

এতটুকুতেও স্ত্রী ক্ষান্ত হয় না বরং বলবে, তুমি যখন তোমার মাতাপিতা থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছ সুতরাং তোমার উপার্জন তারা ভোগ করবে কেন? সে কখনও তার মাকে জুতা কিংবা টাকা পয়সা প্রদান করলে তাও সে সহ্য করে না এবং সর্বপ্রকার সাহায্য সহানুভূতি থেকে স্বামীকে পৃথক রাখার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে। এত কিছুর পরেও তার অন্তরের হিংসার আগুন নির্বাপিত হয় না। পুনরায় চেষ্টা চালিয়ে ভাইবোনদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে। এভাবে প্রথম স্ত্রী থেকে যদি ছেলে সন্তান থাকে তাদের থেকেও সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। মোটকথা দিবানিশী তার একই চেষ্টা একই ভাবনা

তাহলো—সে ও তার সন্তানসন্ততি ছাড়া বাড়ীতে যেন আর কেউ না থাকে।

মহিলাদের কারণেই বহু পরিবারের মধ্যে বরং বহু বংশের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়ে যায়।

পুরুষদের অসাবধানতা

পুরুষদের মাঝে অসাবধানতার ব্যাধি রয়েছে। তারা মহিলাদের কথা কান পাতিয়া শুনে এবং সে অনুযায়ী চলে। পুরুষকে এ থেকে সতর্ক থাকা উচিত।

স্বামীর অকৃতজ্ঞতা ও বিচক্ষণ পুরুষকে বিবেকশূন্য করার দুটো কারণ—এক হলো, সে নিজেকে স্বামীর সমকক্ষ মনে করে, তার বিশ্বাস হলো সে কি তার স্বামীর চেয়ে কোন অংশে পিছিয়ে আছে? তাহলে সে স্বামীর সম্মুখে অপরাধীর মত কেন নত হয়ে থাকবে? তাই তো সে স্বামীর সঙ্গে কখনও বিতর্ক যুদ্ধে লিপ্ত হলে স্বামী থেকে তর্কে প্রাধান্য নেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। স্বামীর প্রতিটি কথার সে উত্তর দেয়ার চেষ্টা করে, চাই তা স্বামীর মনোপুত হোক কিংবা না হোক এবং চাই তা বিবেকসম্মত হোক কিংবা বিবেক বিবর্জিত হোক। উত্তরের কায়দা দেখে মনে হবে পূর্ব থেকেই যেন তার নিকট উত্তরমালা তৈরী ছিল। মহিলারা নিজেদেরকে পুরুষের সমকক্ষ দাবী করার ফলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে থাকে।

এবার সেসব ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যারা মহিলাদের সমতা দাবীর প্রেক্ষিতে খুবই জোরদার এবং তা বাস্তবায়নের জন্য হামেশা সোচ্চার।

বলুন, আপনার বেগম সাহেবা যদি আপনার সমকক্ষতার দাবী

করে এবং আপনার সাথে বাকযুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহলে আপনি তার প্রতি অবশ্যই অসন্তুষ্ট হবেন ; তাই না? কেননা প্রত্যেক গৃহকর্তা চায় যেন তার পরিবার পরিজন তার অনুগত থাকে, বিশেষ করে আধুনিক ভদ্রলোকেরা মহিলাদের পক্ষ হতে সমকক্ষতার দাবী পূরণ করা দূরের কথা তাদের প্রাপ্য অধিকারটুকুও আদায় করতে চরম কার্পণ্যতার পরিচয় দিয়ে থাকে।

সম্মানিতা মহিলাবৃন্দ! আপনারা কি করে পুরুষদের সমান হওয়ার আকাশ কুসুম চিন্তায় মগ্ন হয়েছেন। ইসলাম তো প্রতিটি কাজে আপনাদেরকে পুরুষ থেকে পিছিয়ে রেখেছে। দেখুন! সামনে দাঁড়িয়ে ইমামতি করার অধিকার আপনাদের নেই। উত্তরাধিকার সূত্রে লভ্যসম্পদে এবং সাক্ষ্য প্রদানের ব্যাপারেও আপনারা পুরুষ থেকে পিছনে। তাহলে বলুন, পুরুষকে ডিঙ্গিয়ে আগে বাড়ার নিস্ফল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেন আপনারা মাঠে নেমেছেন? আপনাদের সম্পর্কে ইমাম আযম হযরত আবু হানীফা (রহঃ) কি ফতোয়া দিয়েছেন শুনবেন কি? ইমাম সাহেব বলেন, মহিলা যদি কাতারের মধ্যে পুরুষের বরাবর দাঁড়ায় তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

যখন ইবাদতের ব্যাপারে পুরুষের সমকক্ষ হতে পারলেন না অথচ সেখানে অত্যাধিক সাহস ও গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন নেই ; তাহলে লেনদেনের ব্যাপারে যেখানে এমন কতিপয় গুণাবলীর প্রয়োজন যা পুরুষদের সঙ্গেই বিশিষ্ট সেখানে আপনারা পুরুষদের সমকক্ষ হবেন কি করে?

অপনারা সমতার শ্লোগান তুলছেন, অথচ শরীয়তের মানদণ্ডে বিচার করলে দেখা যাবে আপনাদের মর্যাদা ক্রীতদাসীর চেয়েও নিকৃষ্ট। কারণ হাদীস শরীফে এসেছে—'আমি যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে

সেজদা করার অনুমতি দিতাম তাহলে মহিলাকে হুকুম করতাম তার স্বামীকে সেজদা করার জন্যে। লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, হাদীসের মধ্যে ক্রীতদাসী তার মনিবকে সেজদা করার ব্যাপারে কোন কথা বলা হয়নি। সুতরাং হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, আপনাদের মর্যাদা ক্রীতদাসীর চেয়েও নিম্নস্তরে।

সেদিকে আপনাদের স্বামীদের মর্যাদা মনিবের চেয়েও ঊর্ধ্বে। এতদসত্ত্বেও আপনারা স্বামীর সামনে নত হওয়া অপমানজনক মনে করছেন। পক্ষান্তরে আপনাদেরকে যদি হাজার বার সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ-এর তাসবীহ জপতে বলা হয় আপনারা সেজন্যে সন্তুষ্টচিত্তে প্রস্তুত। এতে বুঝা যায়, স্বামীর আনুগত্য করাকে দ্বীনের কোন অংশ বলে মনে করছেন না। মনে রাখবেন লক্ষ কোটি অযীফা পড়ার চেয়ে স্বামীর আনুগত্যের মূল্য খোদার কাছে অনেক বেশী। কারণ প্রকৃত শ্রেস্ঠত্ব হলো প্রবৃত্তির বিরোধিতার মধ্যে।

একটি গোপন ধোকা

শরীয়তের অসংখ্য বিধানের মাঝে একমাত্র যিকির করাকে অধিকাংশ মহিলা পছন্দ করার মাঝে এক গভীর ধোঁকা নিহিত রয়েছে। কারণ যিকির দ্বারা জনসাধারণের মাঝে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। মানুষ যিকিরকারীকে সাধু ভেবে খুব খাতির যত্ন করে। এতে অন্তর অপূর্ব তৃপ্তি লাভ করে। অপরদিকে স্বামীর আনুগত্য করা মনের চাহিদার বিপরীত। তাই সে ব্যাপারে তারা চরম উদাসীন থাকে। যা হোক মহিলাদের বিনষ্টের এক কারণ তো গেল স্বামীর সমকক্ষতা দাবী। আর দ্বিতীয় কারণটি হলো হিংসা।

হিংসা

হিংসা রোগটি মহিলাদের মাঝে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় ছড়িয়ে রয়েছে। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে হিংসা এসে তাদের অন্তরে বাসা বেঁধে ফেলে। উদাহরণ স্বরূপ— স্বামী যদি তার মাতাপিতাকে কিছু প্রদান করে তাতে তারা হিংসায় ফুলতে থাকে। আর বলে, শ্বশুর-শাশুড়ি না থাকলে আমি একাই সব কিছুর মালিক হতাম।

মাননীয়া মহিলাবৃন্দা! আপনাদেরকে এ ব্যাপারে প্রশংসা না করে পারছি না যে, পুরুষের তুলনায় ভাগ্যের প্রতি আপনাদের অধিক বিশ্বাস রয়েছে। পুরুষের মাঝে নানারকম সন্দেহ ও সংশয়ের উদ্রেক হয়, এমন কি আলেমগণ তাকদীরের ব্যাপারে উপদেশ দান করলে তারা উল্টো তর্কে লিপ্ত হয়। কিন্তু আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ আপনাদের প্রতি। কেননা আপনাদের তেমনটি হয় না। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, অন্যের একটু সুবিধা দেখলেই হিংসায় জ্বলে উঠেন—তখন আপনাদের তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস কোথায় গিয়ে হারিয়ে যায় তা আমাদের বোধগম্য নয়। খুব ভাল করে স্মরণ রাখবেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার ভাগ্যে যে পরিমাণ বরাদ্ধ রয়েছে তা আপনার নিকট অবশ্যই পৌছুবে। তাহলে হিংসার আগুনে বিদগ্ধ হওয়ার সার্থকতা কি? এই হিংসার ফলেই স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সর্বদা বিবাদ-বিসম্বাদ লেগে থাকে।

কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, কোন মহিলাই তার মধ্যে হিংসার ব্যাধি রয়েছে বলে স্বীকার করবে না। যদিও তার অবস্থা দৃষ্টে উহা সম্পূর্ণ প্রকাশিত সত্য। ধাপে ধাপে সে তার অন্তরের প্রচ্ছন্ন হিংসার আগুন প্রকাশ পেয়ে থাকে। কখনও বলবে, অমুক ব্যক্তির মাঝে এ দোষ রয়েছে, কেননা সে পরদেশী। সে আভিজাত্যের দিক দিয়ে

আমাদের সমকক্ষ হতে পারে না।

আমাদের এতদাঞ্চলে আভিজাত্যের ব্যাধি মানুষকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছে যে, অন্য অঞ্চল বা অন্য দেশের পুরুষ কিংবা মহিলা যতই উচ্চ বংশের হোক না কেন নিজেদের আভিজাত্যের বড়াই উহা প্রকাশে সর্বদা প্রতিবন্ধক হয়।

আভিজাত্যের ব্যাপারে সংশয়

আমরা যে আভিজাত্যের দোহাই দিয়ে মর্যাদার বড়াই করছি তার বাস্তবতা সম্পর্কে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। আমার খুবই অবাক লাগে, যত বুযুর্গ রয়েছেন তাদের কেউ বা নিজেকে সিদ্দীকী, কেউ বা আলবী, কেউ বা ফারুকী, ওসমানী, কিংবা আনসারী বংশের দাবী করেন। কিন্তু কেউ এ কথা বলেন না, আমি হযরত বেলাল (রাযিঃ) কিংবা হযরত মেকদাদ (রাযিঃ)এর বংশধর। তাহলে কি উল্লেখিত চার পাঁচজন সাহাবী ছাড়া (আল্লাহ মাফ করুন) আর কোন সাহাবীর কি বংশধর ছিল না? প্রসিদ্ধ ও বড় বড় সাহাবীদের মাধ্যমে বংশ পরিচয় দেয়ার হিড়িক থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, এর পিছনে ইসলামের শত্রুদের প্রচ্ছন্ন হাত সক্রিয় রয়েছে। যাদের নিকট বংশ তালিকা সংরক্ষিত নেই তাদের দাবী ভিত্তিহীন হওয়া তো সুনিশ্চিত।

পক্ষান্তরে যাদের নিকট বংশ তালিকা সংরক্ষিত তাদের ব্যাপারেও উপর দিক হতে সন্দেহ থাকার কারণে সংশয় মুক্ত হওয়া যায় না। যেমন ধরুন, আমরা থানাভবন এলাকায় ফারুকী বংশ হিসাবে প্রসিদ্ধ। কিন্তু ইতিহাস তালাশ করার পর দেখা গেল তাতে সন্দেহ রয়েছে। কারণ আমাদের বংশ পরিক্রমায় ইবরাহীম বিন আদহাম

রয়েছেন। আর তাঁর ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কেউ তাঁকে আজলী, কেউ তামিযী এবং কেউ সায়্যেদ বংশ লিখেছেন। তাহলে অপরকে নিম্নবংশের আখ্যা দিয়ে ঘৃণা করা কি করে সমীচীন হবে। খুব ভাল করে স্মরণ রাখবেন, কিয়ামতের দিন কৃতকর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে বংশ মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না।

হযরত আদম (আঃ) সকলের বংশের উৎস

পৃথিবীতে যত সম্প্রদায় রয়েছে সকলের বংশ ধারা নিঃসন্দেহে হযরত আদম (আঃ) পর্যন্ত গিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু মানুষ তাঁর মাধ্যমে কেন বংশ পরিচয় দেয় না তা আমার বোধগম্য নয়। যদি উত্তর দেয়া হয় যেহেতু তিনি বংশ পরিক্রমায় অনেক দূরে রয়েছেন; অথচ বংশের ব্যাপারে নৈকট্যের প্রাধান্য অধিক। আমি বলব, যদি বিষয়টি এমনই হয় তাহলে আমি আরও অধিক নিকটের একটি বস্তুর সন্ধান দিচ্ছি উহা দ্বারা পরিচয় দেয়া হোক। সেটা কি? একটি অপবিত্র পানির ফোটা যা থেকে আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।

বংশের ব্যাপারে নৈকট্যের প্রাধান্য--এ উক্তির জবাব

জনৈক বুযুর্গের সামনে দিয়ে এক যুবক অত্যন্ত অভিমান ও দম্ভভরে যাচ্ছিল। বুযুর্গ তাকে উপদেশ দিয়ে বললেন, ভাই! বেশী গর্ব করো না। যুবক বললো, আপনি জানেন আমি কে? বুযুর্গ বললেন, হাঁ অবশ্যই জানি। তোমার সূচনা একফোঁটা নাপাক পানি, তোমার শেষাবস্থা গলিত লাশ, উভয়ের মাঝখানে বহন করছে দুর্গন্ধময় মলমূত্র।

আভিজাত্যের গুরুত্ব শুধু দুনিয়াতেই

উপরের আলোচনা থেকে একথা বুঝবেন না যে, বংশ মর্যাদা বলতে কোন কিছু নেই। তবে একথা বাস্তব সত্য যে, পরকালে আভিজাত্যের কোন স্থান নেই একমাত্র আমলই সেদিন কাজে লাগবে। কিন্তু তাই বলে উহা দুনিয়াতেও গুরুত্বহীন নয়। কেননা স্বয়ং ইসলামী শরীয়ত উহাকে মূল্যায়ন করেছে। যদি আভিজাত্য বলতে কিছু না থাকত তাহলে শরীয়ত কুফুবিহীন বিবাহ করা থেকে কখনও নিষেধ করত না এবং খলীফা কোরাইশ বংশ থেকে হওয়ার বিধান জারী করত না। শরীয়তের বিধানমালা হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম বংশের ব্যাপারে উঁচু ও নীচুর অবশ্যই পার্থক্য রেখেছে। এ পার্থক্যের উদ্দেশ্য হলো, পৃথিবীর শৃঙ্খলা অটুট রাখা। পৃথিবীতে প্রত্যেকে যদি সমান হতো তাহলে পৃথিবীর ভারসাম্যতা আদৌ ঠিক থাকত না। বরং কোন কাজই চলত না।

যদি কাউকে ঘর নির্মাণের জন্যে ডাকা হতো সে বলত, তুমি এসে আমার ঘর নির্মাণ করে যাও। কাউকে চিঠি লিখার জন্যে বলা হলে সে উত্তর দিত, আমার সময় নেই তুমি আমার চিঠিখানা লিখে দাও। অনুরূপভাবে ধোপা ময়লা জামা কাপড় ধৌত করতে অস্বীকার করত। মিস্ত্রী এবং শ্রমিকের প্রয়োজন হলে পাওয়া যেত না। ফলে মানুষের জীবন–যাপন খুবই দুর্বিষহ হয়ে পড়ত। তাই বুঝা গেল ছোট–বড়, উঁচু–নীচু এর মধ্যে পার্থক্য থাকার ফলেই আজ জগতের শৃঙ্খলা অক্ষুন্ন রয়েছে। হাদীস দ্বারা কুরায়েশ বংশ থেকে ইমাম হওয়ার যে নির্দেশ প্রদান করেছে তাতে শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়টি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। আল্লাহ পাক কুরায়েশ বংশকে স্বভাবগতভাবে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন।

সুতরাং কুরায়েশ বংশ থেকে খলীফা নিযুক্ত হলে অন্যেরা তার আনুগত্য করতে কোনরকম সংকোচ বোধ করবে না। পক্ষান্তরে অন্য বংশ হতে রাষ্ট্রপ্রধান হলে কুরায়েশ বংশের লোকগণ তার আনুগত্য করতে সংকোচ বোধ করতো। ফলে বিবাদের সম্ভাবনা দেখা দিত।

প্রতিটি মানুষ প্রকৃতিগতভাবে আপন বংশের জিনিসকে ভালবাসে ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ করে। তাই কুরায়েশ বংশ থেকে খলীফা মনোনীত হলে দু কারণে মানুষ দ্বীনের সংরক্ষণ করবে। এক হলো, ইসলাম তাদের নিজস্ব সম্পদ, কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরই বংশের লোক। দ্বিতীয় কারণ হলো, তাদের সাথে ধারাবাহিকভাবে ধর্মীয় সম্পর্ক রয়েছে।

"পৃথিবীর শৃঙ্খলা রক্ষার্থে আভিজাত্যের গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে সুতরাং আভিজাত্য নিয়ে গর্ব করা বৈধ নহে॥ অনুরূপভাবে নিম্ন বংশের লোকদের নিজেদেরকে উচ্চবংশের লোকদের সমকক্ষ মনে করা বৈধ নহে"

উপরোক্ত শিরোনাম থেকে বুঝা গেল যে, ইসলাম পৃথিবীর শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে আভিজাত্যের মর্যাদা দান করেছে। অতএব উহাকে অর্থহীন মনে করা কিছুতেই উচিত নয়। কিন্তু তাই বলে আভিজাত্যকে পুঁজি করে অহংকার বা আস্ফালন দেখানো কোন অবস্থাতেই বৈধ হতে পারে না। তেমনিভাবে নিম্ন বংশের লোকদের নিজেদেরকে উচ্চ বংশের লোকদের সমকক্ষ ভাবা এবং উভয়ের মাঝে কোন রকম ব্যবধান না মনে করা শরীয়তের বিধানের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করারই নামান্তর। কারণ আল্লাহ তাআলা জন্মগতভাবে যে ব্যবধান সৃষ্টি করে দিয়েছেন তা খণ্ডন করার অধিকার কারও নেই।

সুতরাং আভিজাত্যের দাবীদাররা যে অহংকার ও বড়াই দেখায় তা অত্যন্ত খারাপ স্বভাব। বিশেষ করে মহিলাদের মাঝে এ রোগটি বেশী পাওয়া যায়। মর্যাদার পার্থক্য থাকলেও তা লিখা আদৌ সমীচীন নয়। যেমন বিজাতীয়রা এ কাজটি সুচারুরূপে আঞ্জাম দিচ্ছে।

চরিত্র সংশোধন ব্যতীত ইবাদত ও অযীফা নিষ্ফল

স্মরণ রাখবে চরিত্র সংশোধন ছাড়া ইবাদত বন্দেগী কোন কাজে আসবে না। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে—হুযূর! অমুক মহিলা অধিক ইবাদত করে এমন কি রাত্রি জেগে তাহাজ্জুদ ও ইবাদতে রত থাকে। কিন্তু সে নিজের প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। হুযূর বললেন, সে জাহান্নামী। অনুরূপভাবে অপর একজন মহিলা সম্পর্কে হুযূরের সামনে আলোচনা করা হলো, 'সে খুব বেশী ইবাদত করে না, কিন্তু সে তার প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করে।' হুযূর বললেন, সে জান্নাতী। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, বর্তমান যুগে আমাদের মহিলারা সমস্ত বুযুর্গী তাসবীহ পাঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করে। কিন্তু চরিত্র উন্নত করার প্রতি আদৌ দৃষ্টি করে না। অথচ দ্বীনের কোন একটি অংশ বাদ গেলে গোটা দ্বীন অসম্পূর্ণ থেকে গেল। বর্তমানে মানুষ অন্যান্য জিনিসের মাঝে যেমন বিকৃতি এনেছে তেমনিভাবে ইসলামের মাঝেও বিকৃতি এনেছে।

কিছু লোক নামায, রোযা করাকেই প্রকৃত দ্বীন মনে করে নিয়েছে এবং লেন-দেন, চরিত্র গঠন ইত্যাদি জিনিসগুলো ছেড়ে দিয়েছে। আবার কিছু লোক এমন আছে যারা শুধু চরিত্র গঠন করাকে ভালভাবে জড়িয়ে ধরেছে এবং ইবাদত-বন্দেগী ও বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস

পরিত্যাগ করেছে। তাদের চরিত্র গঠনের বিষয়টিও নিছক দাবী মাত্র। বাস্তবের সাথে এর আদৌ মিল নেই। চরিত্র থাকলেও আমল ছাড়া তা অর্থহীন।

কিছু লোক এমন আছে যাদের আকীদা-বিশ্বাস, আমল-আখলাক, লেন-দেন সব কিছু ঠিক আছে কিন্তু তারা মনে করে একমাত্র তারাই নির্মল চরিত্রের অধিকারী। ফলে তারা গর্ব করে এবং অন্যদেরকে তুচ্ছ মনে করে। এ ধরনের লোকদের মাঝেও পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে।

আমাদের মহিলারা আকায়েদ, অযীফা এবং নামায-রোযাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছে কিন্তু চরিত্র গঠনের ব্যাপারে চরম উদাসীন, তারা সকাল থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত হিংসা, পরনিন্দা, অভিসম্পাত, ভর্ৎসনা ইত্যাদি গর্হিত কাজের মধ্যে লিপ্ত থাকে অথচ নিজেদেরকে বিরাট বুযুর্গ মনে করে। তেমনিভাবে পুরুষদের মাঝেও চরিত্রের অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে। তাই প্রত্যেকেরই চরিত্রের সংশোধন একান্ত প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে নেক আমলের চেয়েও বেশী জরুরী। কেননা নেক আমলের কমতি থাকলে তার ক্ষতি নিজের মধ্যে সীমিত থাকবে, পক্ষান্তরে চরিত্র যদি নষ্ট হয় তার ক্ষতি অন্যদের পর্যন্ত বর্তাবে যা বান্দার হকের সাথে সংশ্লিষ্ট। নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, নামায পরিত্যাগ করা এবং অন্যান্য গোনাহগুলোকে মানুষ পাপ মনে করে। কিন্তু পরনিন্দা, হিংসা, অলংকারের লোভ স্বামীর অবাধ্যতা ইত্যাদি মহাপাপগুলোকে মানুষ পাপ বলে মনে করে না।

সারকথা, আলোচ্য হাদীসের মধ্যে তিনটি দোষ বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেই দোষগুলো এমন যে, অবশিষ্ট সমস্ত দোষগুলো তার সাথে জড়িত।

সংশোধনের পদ্ধতি

এখন সংশোধনের পদ্ধতি কি তা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনুন এবং খুব ভালভাবে বুঝে নিন। এ বিষয়ের উপরই আলোচনার সমাপ্তি টানব। সংশোধনের দুটো পথ রয়েছে—প্রথমতঃ ইলম অর্জন করা, দ্বিতীয়তঃ আমল করা।

ইলম শিখার অর্থ এটা নয় যে, কিছু কুরআন তরজমা এবং সূরা ইউসুফের তাফসীর পড়ে নেয়া, কিংবা নূর নামা, ওফাতনামা ও মকসুদুল মু'মিনীন পড়ে নিলেই হয়ে গেল বরং সেসব কিতাব পড়বে যার মধ্যে তোমার দোষত্রুটি ও তার চিকিৎসার বর্ণনা রয়েছে। এতো গেল ইলম শিখার দিক, আর আমলের নিয়ম হলো, সর্বপ্রথম জিহ্বাকে সংযত করবে, কেননা তোমাদের মুখ খুবই দ্রুতগতিতে চলে। কেউ তোমার প্রশংসাবাদ করুক কিংবা নিন্দাবাদ করুক কোন অবস্থাতেই মুখ খুলবে না।

এতে করে স্বামীর অকৃজ্ঞতা, জ্ঞানবান পুরুষকে জ্ঞানশূন্য করে দেয়া, অধিক পরিমাণে অভিসম্পাত ও তিরস্কার-ভর্ৎসনা করা, পরনিন্দা করা ইত্যাদি মারাত্মক ব্যাধিসমূহ ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যখন জিহ্বা সংযত হয়ে যাবে তখন এ সকল রোগ যে কারণে সৃষ্টি হয় তাও অন্তর থেকে দূর হয়ে যাবে।কেননা জিহ্বা হলো অন্তরের ভাষ্যকার। যখন জিহ্বার শক্তি বিকল হয়ে যাবে তখন অন্তর এমনিতেই দুর্বল হয়ে পড়বে।

দ্বিতীয় কাজ হলো, প্রতিদিন একটি সময় নির্দিষ্ট করে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকা। সেখানে দুনিয়ার হাকীকত সম্পর্কে চিন্তা করবে? অন্তরে খেয়াল করবে দুনিয়ার এ সমস্ত চাকচিক্য আমাকে একদিন ছেড়ে চলে যেতে হবে। স্মরণ করবে মৃত্যুকালীন সময় ও মৃত্যু

পরবর্তী বিভিন্ন অবস্থার কথা। যেমন—কবর আযাব, মুনকার নাকীর, ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্নোত্তর, কবর থেকে পুনরুত্থিত হয়ে হিসাব দান, পুলসেরাতের রাস্তা দিয়ে পথ অতিক্রম করা ইত্যাদি ভয়াবহ দৃশ্যাবলী স্মরণ করবে। এতে করে পার্থিব জগতের ধনসম্পদের ভালবাসা ও ইজ্জত সম্মানের মোহ খতম হয়ে যাবে এবং অহংকার ও লোভ দূরীভূত হবে। অনুরূপভাবে লোভ থেকে যে সকল রোগের সৃষ্টি হয় যেমন হিংসা, পরনিন্দা ইত্যাদি জঘন্য দোষগুলো ঠিক হয়ে যাবে।

মোদ্দা কথা হলো, সংশোধনের দুটো পন্থা—ইলম অর্জন করা ও আমল করা।

ইলম শিক্ষা করার অর্থ হলো, কুরআন শরীফ পড়ার পর এমন কিতাবাদী অধ্যয়ন করবে যার মধ্যে মাসআলার সাথে সাথে অন্তরের রোগসমূহের আলোচনাও করা হয়েছে। যেমন ঃ হিংসা, অহংকার ইত্যাদি। তা নাহলে কমপক্ষে দশখণ্ড বেহেশতী যেওর পড়ে নিবে।

আমলের শাখা হলো দুটো, এক—জিহ্বা সংযত রাখা। দুই-মৃত্যু ও তার পরের অবস্থা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা। কিন্তু তোতা পাখির ন্যায় বেহেশতী যেওরের শব্দগুলো নিজে নিজে তেলাওয়াত করলে চলবে না। বরং ঘরে যদি কোন মৌলভী সাহেব থাকেন তার নিকট অর্থ ও বিষয়বস্তু বুঝে পড়ে নিবে। অন্যথায় বিনীত স্বরে তাদের নিকট আবেদন করবে যেন কোন মৌলভী সাহেবের নিকট শিখে এসে তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়। কিন্তু সাবধান! শিখে নিয়ে কিতাবগুলো তাকের মধ্যে হেফাযত করে রেখে দিবে না।

প্রতিদিন একটি সময় নির্দিষ্ট করে নিজে পড়বে এবং অন্যদেরকে

পড়ে শুনাবে। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, এ পদ্ধতিতে আমল করলে ইনশাআল্লাহ খুব তাড়াতাড়ি সমস্ত রোগের উপশম হয়ে যাবে।

উদাসীনতা সকল অনিষ্টের মূল

সমস্ত অনিষ্টের মূল হলো, একটি জিনিস ; যদি তা ঠিক হয়ে যায় তাহলে অনায়াসে সকল রোগের চিকিৎসা হয়ে যাবে। তাহলো 'উদাসীনতা'। যে কোন কাজ সামনে আসে যদি একথা লক্ষ্য রাখা হয় যে, কাজটি শরীয়ত সম্মত কি না? তাহলে ইনশাআল্লাহ অল্পদিনের মধ্যেই সংশোধন হয়ে যাবে। তাই আল্লাহর কাছে দুআ করা উচিত তিনি যেন আমাদেরকে এসলাহের তাওফীক দান করেন। আমীন॥